মীর কাসিম

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চার টাকা

চতুর্থ সংস্করণ

প্রাতঃস্মরণীয়া

রাণী ভবানীর

বংশধর

পরলোকগত

নাটোরাধিপতি

বহুমানাস্পদ

মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের

নামে

উৎসর্গীকৃত

অবতরণিকা

'সাহিত্য' ও 'ভারতী' পত্রিকায় মীর জাফর ও মীর কাসিম সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত কলেবরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। পুস্তক সঙ্কলন করিতে গিয়া যে সকল পুরাতন গ্রন্থের আলোচনা করিতে হইয়াছে, যথাস্থানে তাহার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

মীর কাসিম যে যুগে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা বঙ্গভূমির বিচিত্র ইতিহাসের বিস্ময়াবহ বিপ্লব যুগ। পুরাতন খসিয়া পড়িতেছে, নূতন আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিতেছে;—মীর কাসিম সেই সময়ে পুরাতনকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহা ভাল কি মন্দ, তাহার সহিত গ্রন্থের সম্বন্ধ নাই। কিরূপে পুরাতন ভাসিয়া গেল, কিরূপেই বা নূতনের অভ্যুদয় হইল, তাহারই কার্য্যকারণশৃঙ্খলা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক চিত্রে পার্থক্য আছে। ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ, ঐতিহাসিক চিত্র পূর্ণাঙ্গ নহে। চিত্রে সকল অংশ সমানভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে না।

মীর কাসিমের অপরাধ ছিল না, এমন নহে; তথাপি গুণাবলীরও অভাব ছিল না। স্বদেশের শিল্পবাণিজ্য রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর না হইলে, মীর কাসিমের সর্ব্বনাশ হইত না।

বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন মুসলমান নবাব প্রজা-রক্ষার জন্যই আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন;—তাহাই মীর কাসিমের ইতিহাসের প্রধান কথা। সে কথা যথাসাধ্য আলোচিত হইয়াছে। অলমতি বিস্তরেণ।

রাজসাহী,
ভাদ্র, ১৩১২ সাল

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

সূচি পত্র

* এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার পর, লর্ড কর্জ্জনের কৃপায় "কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল মন্দিরে রক্ষিত হইবার উদ্দেশ্যে "তখ্‌ত মোবারক" মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আনীত হইয়াছে।

মীর কাসিম

প্রথম পরিচ্ছেদ

তখ্‌ত মোবারক্‌

মুরশিদাবাদের "মোবারক্ মঞ্জিল" নামক মুসলমান রাজপ্রাসাদের অনাবৃত চত্বরে একখানি পুরাতন রাজসিংহাসন পড়িয়া থাকিত। তাহা অযত্নে অনাদরে দিন দিন মলিন হইয়া উঠিতেছিল। একদিন দিল্লীশ্বর শাজাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা এই সিংহাসনে উপবেশন করিয়া বঙ্গদেশে মোগলরাজশক্তি জয়যুক্ত করিযাছিলেন। সেই দিন হইতে এই রাজসিংহাসন—"তখ্‌ত মোবারক্"—প্রথমে রাজমহল তাহার পর ঢাকা, এবং তাহার পর মুরশিদাবাদে মোগল-রাজধানীর গৌরব বর্দ্ধন করিত।

সিংহাসনখানি অনতিবৃহৎ। গঠনগৌরবহীন ঈষদুন্নত স্তম্ভ-চতুষ্টযে প্রতিষ্ঠিত সুসজ্জিত প্রস্তরফলকের পার্শ্বদেশে লিখিত আছে,—"এই পরম মঙ্গলাস্পদ রাজসিংহাসন সুবা বিহারের অন্তর্গত মুঙ্গের নগরে ১০৫২ সালের ২৭এ সাবান তারিখে দাসানুদাস খ্বাজা নজর বোখারী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।"* ইহার উপর বহুমূল্য রত্ন-খচিত "মসনদ" সুবিস্তৃত করিয়া বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব-নাজিমগণ

---

* তৈয়ার শোদ তখ্‌ত মোবারক্ বতারিখ্‌ বিস্তওহফ্‌তম্ সহর্ সাবানুলমঅ আজ্জাম ১০৫২ বএতমাম্ কমতারিণে বান্দাহা খ্বাজা নজরে বোখারী কি মোকামে মুঙ্গের মিন্ সুবা বেহার।

সগৌরবে উপবেশন করিতেন; পার্শ্বস্থ কনকদণ্ডে চারু চন্দ্রাতপ ঝল্‌মল্‌ করিয়া মোগলের বিভবচ্ছটা উদ্ভাসিত করিত।

নবাব মন্‌সুর-উল্‌-মোল্‌ক সিরাজদ্দৌলা শাহকুলী মির্জ্জা মহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর ইহাকে হিরাঝিলের রাজপ্রাসাদে সংস্থাপিত করিয়া, অত্যল্পকালমাত্র ইহার উপর উপবেশন করিয়াছিলেন। সেই শেষ! তাহার পর কেহ আর "তখ্‌ত মোবারকে"র গৌরব রক্ষার জন্য লালায়িত হন নাই!

পরবর্ত্তী কালে অনাবৃত-দেহে প্রখর রৌদ্রতাপে পড়িয়া থাকায়, সময়ে সময়ে গলিতগৈরিকধারা নিঃসৃত হইয়া, সিংহাসনগাত্রে কতকগুলি রেখাচিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছিল। আগ্রার মোগল-রাজপ্রাসাদে যে বৃহদায়তন রাজসিংহাসন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও এইরূপ রেখাচিহ্ন অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। মুরশিদাবাদ অঞ্চলের মুসলমানদিগের বিশ্বাস—মুসলমানের অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া, "তখ্‌ত মোবারক্‌" এখনও নীরবে রোদন করিয়া থাকেন; গৈরিক রেখাগুলি সেই নিভৃত রোদনের অশ্রুলেখা *!

এই বহুমানাস্পদ মোগল-রাজসিংহাসনের সঙ্গে মীর জাফরের কলঙ্ক-কাহিনী চিরসংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কেহই মীর জাফরের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। মীর জাফর ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। মুসলমান-রাজ্য বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সুসভ্য বৃটিশ-শাসনে পুরাতন ভাসিয়া গিয়া নূতনের অভ্যুদয় হইয়াছে। তথাপি মীর জাফরের কলঙ্ককাহিনী বিলুপ্ত হইবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই।

---

* The stone has reddish stains, due to the presence of iron; and it sometimes swells so much, that the water trickles over the edge. Then the stone is weeping, according to the natives, for the passing away of the glory of the Subahdari.—*H. Beveridge.*

হিন্দু, মুসলমান এবং ইংরাজ সকলেই মীর জাফরের কথা আলোচনা করিয়া থাকেন। পাঁচ শত বৎসর মুসলমানের সম্মুখে কুর্ণীশ করিতে করিতে হিন্দু-সন্তানের পক্ষে মুসলমান-শাসন অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল; তাঁহারা কেহ রাজা, কেহ মন্ত্রী, কেহ সেনাপতি হইয়া, মুসলমানের দোহাই দিয়া, শাসন ও শোষণকার্য্য হস্তগত করিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা তাহার মূলোচ্ছেদের চেষ্টা করায়, সকলে মিলিয়া মীর জাফরের সহায়তায় সিরাজদ্দৌলার উচ্ছেদ সাধন করেন; সুতরাং হিন্দু কখনও মীর জাফরের কথা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না!

মুসলমান অনেক দিনের নবাব। কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, সকলেই সে নবাব-দরবারে জানু পাতিয়া উপবেশন করিতেন। যে নিতান্ত নগণ্য মুসলমান, তাহার পদভরেও মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিত। মীর জাফরের ব্যবহারগুণেই মুসলমানের সে পূর্ব্ব গৌরব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং মুসলমানও মীর জাফরের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

ইংরাজের কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। বিদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া, যাঁহার প্রসাদে এমন স্বর্ণসিংহাসন কুড়াইয়া পাইয়াছেন, তাঁহার কথা ইংরাজগণ কোন্ লজ্জায় এত অল্পদিনেই বিস্মৃত হইবেন?

ইংরাজ-রাজ্যের ন্যায় মুসলমান-রাজ্যেও প্রতিভার সমাদর ছিল। সেই সমাদর লাভ করিয়া কত নগণ্য লোকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। মুরশিদ কুলী খাঁ এইরূপ একজন নগণ্য লোক;—জাতিতে ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মে মুসলমান, অবস্থায় ক্রীতদাস। শিক্ষায় স্বাভাবিক প্রতিভা সমুজ্জ্বল হইয়াছিল বলিয়া, তিনি সম্রাট্ আরঙ্গজীবের আদেশে হায়দরাবাদের প্রধান-মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে খোরাশান-দেশের আফশার বংশীয় সুজাউদ্দীন খাঁ নামক আর একজন প্রতিভা-

শালী তরুণ যুবক হায়দরাবাদে বাস করিতেন। কুলী খাঁর একমাত্র কন্যার সঙ্গে সেই তরুণ যুবকের বিবাহ হইয়াছিল। উত্তরকালে মুরশিদ কুলী খাঁ বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাব-নাজিমপদে নিযুক্ত হইলে, জামাতা সুজা খাঁ সুবা উড়িষ্যার শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার পদোন্নতির সন্ধান লাভ করিয়া, তাঁহার আত্মীয়-কুটুম্বগণও উড়িষ্যায় উপনীত হইয়াছিলেন। এইরূপে মিরজা মহম্মদ নামক এক দরিদ্র কুটুম্ব আসিয়া সুজা খাঁর সহিত মিলিত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মিরজা মহম্মদের দুই পুত্র—হাজি আহম্মদ এবং আলিবর্দ্দী। উভয় পুত্রই বিদ্যাবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ প্রতিভায় বাঙ্গালার ইতিহাসে বিবিধ কীর্ত্তি-কাহিনী সংযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা উৎকলের নবাব-দরবারে অল্পদিনেই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর পুত্রসন্তান ছিল না; তিনি তিন কন্যাকে ভ্রাতা হাজি আহম্মদের তিন পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া, দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। হাজি আহম্মদের জামাতা আতাউল্যা এবং ভগিনীপতি মীর জাফর খাঁ এই সময় হইতে আলিবর্দ্দীর কণ্ঠলগ্ন হন। আতাউল্যার কথা অনেকেই বিস্মৃত হইয়াছেন; কিন্তু মীর জাফরের কথা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

কুলী খাঁর পুত্রসন্তান ছিল না। জামাতা সুজা খাঁ এবং দৌহিত্র সরফরাজই তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের পাত্র; কিন্তু নানা কারণে তিনি জামাতাকে ঠেলিয়া, দৌহিত্রকেই সিংহাসনে বসাইবার ব্যবস্থা করিয়া ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করেন। আলিবর্দ্দীর বাহুবলে, হাজি আহম্মদের কুটিল কৌশলে, এবং সুজা খাঁর সৌভাগ্যগুণে, সুজা খাঁই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাহাতে আলিবর্দ্দীর পদোন্নতি হইল; তিনিও পাটনার নবাবীপদে আরোহণ করিলেন।

সুজা খাঁর মৃত্যু হইলে, সরফরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন;

কিন্তু "তখ্‌ত মোবারক্‌" অধিক দিন তাঁহার ভার বহন করেন নাই! জমিদারদলের ষড়যন্ত্রে মিলিত হইয়া, সুচতুর আলিবর্দ্দী সিংহাসন অধিকার করিবার আশায়, সসৈন্যে মুরশিদাবাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সরফরাজকে শান্ত করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাই-লেন, "আলিবর্দ্দী পদানত ভৃত্যমাত্র, কতকগুলি অভিযোগ রাজসদনে উপনীত করিবার জন্যই রাজবাটীতে আগমন করিতেছেন!" গিরিয়ার প্রান্তরে প্রকাশ্য যুদ্ধে তাহার মীমাংসা হইল;—সরফরাজ নিহত হইলেন; আলিবর্দ্দী শূন্য সিংহাসন অধিকার করিলেন!

মীর জাফর তরুণ যুবক। আলিবর্দ্দীর এই অসাধু ব্যবহারে মীর জাফর যাহা শিক্ষা লাভ করিলেন, তাহা আর ইহজীবনে বিস্মৃত হইলেন না। তিনি বুঝিলেন, সিংহাসন লাভের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রভুহত্যা করা নিন্দনীয় নহে! ষড়যন্ত্র ও বাহুবলে একবার আত্মকার্য্য সাধন করিতে পারিলেই হইল; তাহার পর সে কথা লইয়া লোকে উচ্চবাচ্য করিবার অবসর পায় না। প্রজারঞ্জন করিতে পারিলে, সে কথা অতি অল্পদিনেই বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হইয়া যায়! সেকালের অবস্থা স্মরণ করিলে মনে হয়—যে দেশে জন্মদাতা পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া, বাদশাহ আলমগীর ইস্‌লামের জয়স্তম্ভ বলিয়া ইতিহাসে প্রশংসিত, সে দেশে আশ্রয়দাতা সুজা খাঁর কুক্রিয়াসক্ত অযোগ্য পুত্রকে সম্মুখসমরে নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার করা এমন কি অন্যায় কার্য্য? মীর জাফর হয়ত তাহাই বুঝিয়াছিলেন। ইতিহাস আলিবর্দ্দীকে ধর্ম্মশীল নরপতি বলিয়া সাধুবাদ প্রদান করায়, মীর জাফরের এরূপ ধারণা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া ভর্ৎসনা করা যায় না!

উপযুক্ত অবসরের অপেক্ষায় মীর জাফর নীরবে কালযাপন করি-তেন। বর্গীর হাঙ্গামার তুমুল কোলাহলের মধ্যে একবার একটু অবসর

পাইয়া আতাউল্যার সহায়তায় মীর জাফর বিদ্রোহঘোষণার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর সুকৌশলে তাহা জয়যুক্ত হয় নাই। আলিবর্দ্দীর সময়ে যাহা বিফল হইয়া গিয়াছিল, সিরাজদ্দৌলার সময়ে তাহাই সফল হইল। মীর জাফর কর্ণেল ক্লাইবের হাত ধরিয়া একবার মাত্র "তখ্‌ত মোবারকে" পদার্পণ করিলেন ; কিন্তু তাহাতে আর অধিক দিন উপবেশন করিতে পারিলেন না। সেই সময় হইতে এই পুরাতন রাজসিংহাসন অযত্নে অনাদরে পড়িয়া রহিয়াছে।

যে যুদ্ধের অমোঘ ফলস্বরূপ এই রাষ্ট্রবিপ্লব সম্পন্ন হইয়া গেল, তাহা পলাশীর উত্তরে তেজনগরের প্রান্তরে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন বৃহস্পতিবারে অভিনীত হইয়াছিল। এখনও প্রতি বৃহস্পতিবারে সে যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে! যুদ্ধক্ষেত্রের অধিকাংশ চিহ্ন ভাগীরথীগর্ভে বিলীন হইয়াছে ; একটি সমাধিস্তূপ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় লোকে দলে দলে সমবেত হইয়া শুদ্ধশান্তচিত্তে সমাধিস্তূপের পূজা করিয়া থাকে। সমাধি কাহার, সে বিষয়ে অনেক মতভেদ। কিন্তু সকলেই বলে, তাহা কোন প্রভুভক্ত মুসলমান বীরের সমাধিস্তূপ। তিনি অসি-হস্তে সম্মুখসমরে দেহবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া, লোকে এখনও তাঁহাকে পীরের ন্যায় পূজা করিয়া আসিতেছে! পলাশী ভিন্ন বাঙ্গলার আর কোন স্থানে এরূপ বীর-পূজা প্রচলিত আছে কি না, জানি না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মোহমুদ্গর

সিংহাসনে পদার্পণ করিয়া মীর জাফর সুখী হইতে পারিলেন না। যে ইংরাজবণিকের সহায়তা লাভ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তাঁহাদের ব্যবহারে অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। পূর্ব্বে যাহা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হইয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল; যাহা সম্ভব বোধ হইয়াছিল, তাহা একেবারে অসম্ভব হইয়া গেল।

ইংরাজ বণিক্; লাভের গন্ধ পাইয়াই তাঁহারা গ্রীষ্ম-প্রধান প্রাচ্যরাজ্যে পদার্পণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এ দেশের সুখ দুঃখ বা উন্নতি অবনতির সঙ্গে তখন তাঁহাদের কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না। যে কোন উপায়ে হউক, যৎকিঞ্চিৎ কুক্ষিগত করিয়া বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করা, আর স্বদেশের শাস্তশীতল কুজ্ঝটিকাবৃত নিভৃত নিকেতনে বসিয়া অবশিষ্ট জীবন সেই সযত্ন-সঞ্চিত ধনভাণ্ডার সম্ভোগ করা—ইহাই তাঁহাদের লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার জন্য তাঁহারা দয়া ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিতে ইতস্ততঃ করিতেন না! একালের ইংরাজ-লেখকেরা সে কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকেন। সেকালের তাঁহারা ইহাতে লজ্জাবোধ না করিয়া, কেহ কেহ স্পষ্টই বলিতেন,—"ভারতবর্ষ তো আর সুসভ্য ইউরোপ নহে; এখানে বাস করিবার সময়ে, ধর্ম্মনীতির খুঁটিনাটি মানিয়া চলিবার প্রয়োজন কি?" * সুতরাং

* It seems, indeed at this time to have been too generally thought that the ethics of Europe were not applicable to Asia; and their plainest rules violated without hesitation. Englishmen sometimes manifested a degree of cupidity, which might rival that of the most rapacious servants of the worst oriental governments.

অর্থই একমাত্র পরমার্থ হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থোপার্জ্জনের উপায় উদ্ভাবন করিতে অনেকেরই কিছুমাত্র লজ্জা হইত না। মীর জাফর সিংহাসনে পদার্পণ করিলে, তাহার নানা নিদর্শন প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

মীর জাফরের সঙ্গে যে গুপ্ত সন্ধিপত্র সম্পাদিত হয়, সেই সন্ধিসূত্রে ইংরাজ-কোম্পানী, কোম্পানীর কর্ম্মচারী এবং কলিকাতার অধিবাসিগণ, কে কিরূপ পুরস্কার ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইবেন, তাহা যথারীতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সিরাজদ্দৌলার সতর্ক গুপ্তচরগণ সর্ব্বদা চারিদিকে বিচরণ করিত। তজ্জন্য ইংরাজদিগের সঙ্গে মীর জাফরের কথাবার্ত্তা চালাইবার সময়ে ওয়াটস্ সাহেবের পক্ষে একজন মধ্যস্থ নিয়োগ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। বণিক্-রাজ উমিচাঁদ সেই মধ্যস্থপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি এদেশের ইতিহাসে "ধূর্ত্ত উমিচাঁদ" নামে পরিচিত। অধিকতর ধূর্ত্ত ইংরাজ-বণিক্ তাঁহাকে এই অকীর্ত্তিকর উপাধি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃত নাম আমিন্‌চান্দ; তাহা লোকমুখে অমিচাঁদ, উমিচাঁদ, আমিরচাঁদ, উমাচরণ ইত্যাদি নানা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমিন্‌চান্দ বাঙ্গালা-বিহারের বাণিজ্যাধিপতি হইয়া, বিদ্যাবুদ্ধি ও অর্থবলে ইংরাজ-দরবারে এবং নবাব-দরবারে সম্মানের পাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি ইংরাজদিগের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া দেশের লোকের সঙ্গে তাঁহাদের বাণিজ্যসম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়া দিয়াছিলেন; তাঁহার যোগেই ইংরাজেরা "দাদনের" ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন; কিন্তু লাভের অংশ লইয়া মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে, আমিন্‌চান্দ নবাব-দরবারের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠতা

They seem to have thought principally, if not solely, of the means of amassing fortunes, and to have acted as though they were in India for no other purpose,—*Thornton, Vol. I. 252.*

সংস্থাপন করায় কিছুদিনের জন্য ইংরাজদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

উমিচাঁদ ইংরাজদিগের শত্রু বলিয়া পরিচিত হইলেও, একদিনের জন্যও শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করেন নাই! ইংরাজের সন্দেহে পড়িয়া তিনি কলিকাতার ইংরাজদুর্গে বন্দী হইয়াছিলেন। ইংরাজসেনার অত্যাচারভয়ে তাঁহার মহিলাবর্গ অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; তাঁহার কলিকাতার সুধাধবল রাজবাটী ইংরাজের কৃপায় অগ্নিদাহে ভস্মে পরিণত হইয়াছিল। * কিন্তু উমিচাঁদের ইংরাজহিতৈষণা কিছুতেই বিলুপ্ত হয় নাই। ইংরাজেরা যখন কলিকাতা-দুর্গে অবরুদ্ধ, তখন সন্ধিসংস্থাপনের চেষ্টায় উমিচাঁদই মাণিকচাঁদকে পত্র লিখিয়াছিলেন। † কলিকাতা ধ্বংসের পর ইংরাজ যখন অন্নাভাবে পথের কাঙ্গাল হইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, উমিচাঁদ তখন অন্নবস্ত্রে ইংরাজের লজ্জা রক্ষা করিয়াছিলেন। ‡ আলিনগরের সন্ধিসংস্থাপনের জন্য ইংরাজ যখন আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, উমিচাঁদ তখন বড়ই ব্যাকুল হৃদয়ে ইংরাজের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। § সিরাজদ্দৌলা যখন ইংরাজের দুষ্ট বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, তাঁহাদিগকে ধনে-বংশে বিনষ্ট করিবার অভিসন্ধি করেন, তখন উমিচাঁদই ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করিয়া ইংরাজের সাধুস্বভাবের সাক্ষ্য দান করায়, ইংরাজ ধনে প্রাণে পরিত্রাণ লাভ করিয়া-

---

* Orme's Indostan, Vol. II.

† Stewart's History of Bengal.

‡ When an order was published that such of the English as had escaped the Black Hole might return to their homes, they were supplied with provisions by Omichund "whose intercession," says Orme "had probably procured their return."—*Mill, Vol. III. 170.*

§ His tales and artifices prevented Siraj Dowla from believing the representations of his most trusty servants who early suspected and at length were convinced, that the English were confiderated with Jaffier.—*Orme, Vol. II. 182.*

ছিলেন। * ইংরাজের অত্যাচারে শোকসন্তপ্ত হইয়া এবং ইংরাজের ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, উমিচাঁদ যখন নীরবে অশ্রুপ্লাবিত-নয়নে ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখনও ইংরাজের কল্যাণ-কামনায় দানপত্র সম্পাদন করিয়া গিয়াছিলেন। †

মীর জাফরের সঙ্গে যখন লাভের অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট হয়, তখন যাঁহারা আত্মপ্রকাশ না করিয়া গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন, তাঁহারা সকলেই কোন না কোন আকারে পুরস্কৃত হইবার ভরসা পাইয়াছিলেন। তখন উমিচাঁদও নিজের জন্য প্রস্তাব করেন। তিনি নবাব-দরবারে উপস্থিত থাকিয়া গুপ্তমন্ত্রণার সহায়তা করিবেন; যদি কোন কথা ব্যক্ত হইয়া পড়ে, অন্যে না হয় পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিবে, তাঁহাকে কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তপ্তশূলে আরোহণ করিতে হইবে! এই সকল বিবেচনা করিয়া, উমিচাঁদ ওয়াটস্‌কে বলেন্ তাঁহাকেও অন্ততঃ ত্রিশ লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করিতে হইবে।

ইহাতেই উমিচাঁদের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল! কলিকাতার গুপ্ত-সমিতি যখন "ধূর্ত্ত উমিচাঁদে"র এই অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতার পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন, তখন ক্রোধে ঘৃণায় সকলেই উদ্বেলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ইহাকে উমিচাঁদের বিশেষ অপরাধ বলিয়াই স্থির করিলেন, এবং তাঁহাকে পুরস্কার দান করা দূরে থাকুক, কলিকাতা লুণ্ঠনের ক্ষতি-পূরণের অংশদান করিতেও অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। ইংরাজ

* Mr. Watts writes from Moorshidabad, that "Omichaud told the Nabab that he had lived under the English protection these forty years and never knew them once to be guilty of breaking their word; to the truth of which he took his oath by touching a Brahmin's foot,—and that if a lie could be proved in England on any one, they were spat upon and never trusted.—*Select Committes' Proceedings, 25 February.*

† Omichund, by his Will, left Rs. 1500 to the Treasurer of the Foundling Asylum the same to the Magdalen, both were paid. —*Long's Selections.*

ইতিহাসলেখক বলেন, "পাঠক! হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছ না; কিন্তু সেকালের তাঁহারা এইরূপই ব্যবহার করিয়াছিলেন!" * গৃহকলহে শীঘ্রই সমস্ত চক্রান্ত প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, এই ভয়ে ক্লাইব সকলকে শান্ত করিয়া প্রস্তাব করেন,—"আপাততঃ সম্মত হও; কার্য্য-কালে প্রতিফল দিলেই হইবে।" সকলে সম্মত হইলে, ক্লাইবের পরামর্শে দুইখানি সন্ধিপত্র লিখিত হইয়াছিল! একখানি লাল কাগজে—সেখানি জাল। তাহাতে উমিচাঁদের ত্রিশ লক্ষের উল্লেখ ছিল। আর একখানি সাদা কাগজে,—সেখানি আসল। তাহাতে উমিচাঁদের নাম গন্ধও সন্নিবিষ্ট ছিল না। ওয়াটসন্ এই জাল সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে ইতস্ততঃ করায়, ক্লাইবের আদেশে লসিংটন সাহেব ওয়াটসনের নাম জাল করিয়াছিলেন! †

এই কলঙ্ক-কাহিনীর বর্ণনা করিতে গিয়া, ইংরাজ ইতিহাসলেখকগণ লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকেন! মীর জাফর সিংহাসনে পদার্পণ করিবার পর, জগৎশেঠের বাটীতে এই সন্ধিপত্র সর্ব্বসমক্ষে পঠিত হয়। তখন উমিচাঁদ বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের ভুল হইতেছে; এ কোন্ সন্ধিপত্র পাঠ করিতেছ? আমাকে যাহা দেখান হইয়াছিল, তাহা যে লাল কাগজের!" ক্লাইব সময় পাইয়া সগর্ব্বে কহিলেন, "তোমাকে

---

* To men whose minds were in such a state, the great demands of Omichand appeared (the reader will laugh—they did literally appear) a crime. They were voted a crime; and so great a crime, as to deserve to be punished not only by depriving him of all reward, but depriving him of his compensation which was stipulated for to every body.—*Mill, Vol. III.* 171.

† Clive, whom deception, when it suited his purpose, never cost a pang, propoed that two treaties with Meer Jaffier should be drawn up and signed; one, in which satisfaction to Omichund should be provided for, which Omichund should see, another, that which should be in reality executed in which he should not be named. To his honor be it spoken Admiral Watson refused to be a party in this treachery. He would not sign the false treaty, and the Committee forged his name.—*Ibid.*

লাল কাগজের সন্ধিপত্রই দেখান হইয়াছিল, কিন্তু এখানি সাদা কাগজের।" তাহার পর পার্শ্বস্থ স্ক্রাফ্‌টনের দিকে ফিরিয়া ক্লাইব ইঙ্গিতে বলিলেন, "আর কেন? প্রকৃত সংবাদ শুনাইয়া দেও।" স্ক্রাফ্‌টন অবলীলাক্রমে বলিয়া দিলেন—"উমিচাঁদ! তোমাকে যে সন্ধিপত্র দেখান হইয়াছিল, তাহা জাল; এখন যাহা পাঠ করা হইল, তাহাই আসল! তুমি এক কপর্দ্দকও পাইবে না!!"

ইতিহাস-লেখকেরা বলেন, এই সংবাদে উমিচাঁদ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলে, সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাহিরে আনয়ন করিয়াছিল। অতঃপর অল্পদিন জীবিত থাকিয়া, হতভাগ্য বৃদ্ধ উমিচাঁদ ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন; কিন্তু মৃত্যুপর্য্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি-বৃত্তি প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই! এইরূপে মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু যে মোহমুদ্গর উমিচাঁদের মোহ ভাঙ্গিয়া দিল, তাহাতে পাত্রমিত্রবর্গেরও অন্তরাত্মা কম্পিত হইয়া উঠিল!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"ভুতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ"

যে সকল অতিবিচক্ষণ হিন্দু-মুসলমান সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য মোগলের রাজসিংহাসনের ভিত্তিমূল নির্ম্মূল করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বিশেষ অপরাধ ছিল না বলিয়া সম্প্রতি নূতন নূতন ইতিহাস-রচনার সূত্রপাত হইয়াছে। তাঁহাদের ধারণা ছিল, সিরাজদ্দৌলাই সকল অনর্থের মূল; যে কোন উপায়ে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিলেই আবার রামরাজ্যের আবির্ভাব হইবে! উদ্দেশ্য-সাধনের তীব্রতাড়নায় অন্ধ হইয়া, মীর জাফর এবং পাত্রমিত্রগণ কোন কথাই ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে পারেন নাই। সকলেই তাড়াতাড়ি কার্য্যক্ষেত্রে ধাবিত হইয়াছিলেন। সুচতুর ইংরাজ-সওদাগর যাহা চাহিয়াছিলেন, সকলে মিলিয়া তাহাতেই "তথাস্তু" বলিয়া সন্ধিপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন! *

একদিন এই সন্ধিপত্র কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, একদিন এই সন্ধিপত্রের প্রত্যেক কথা অক্ষরে অক্ষরে দেশের লোকের শাসনক্ষমতা মন্দীভূত করিবে, একদিন বিজয়োন্মত্ত বৃটিশ বণিক্ বীরপ্রতাপে বাহু বিস্তার করিয়া মোগলের গৌরব-পতাকা উৎখাত করিয়া ফেলিবে,—কেহই হয়ত এতদূর ভাবিয়া দেখিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। সকলেই

---

* **The plain truth was that the so-called treaties were mere agreements patched up on the eve of a revolution. The English were in a position to demand anything; the Nawab-expectant could refuse nothing. There was not even a shadow of deliberation; for there was no time to haggle over terms.**—*History of British India, p. 316.*

ভাবিয়াছিলেন, যাহা হইবার হউক, তাহার পর আমরা তো সকলেই রহিলাম—দেখিয়া লইব।

যাহা হইবার, হইয়া গেল। দেখিয়া লইবার আর অবসর হইল না। পলাশীর যুদ্ধাভিনয়ের পরেই জগৎশেঠের মন্ত্রণাভবনে ইংরাজ-সেনাপতি কর্ণেল ক্লাইব সন্ধিপালনের জন্য সকলকে আহ্বান করিয়া পাঠাই-লেন। তখন সকলেই বুঝিলেন—কেবল যে সিরাজদ্দৌলারই সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহা নহে; সন্ধিপত্রের ছত্রে ছত্রে যে প্রলয়ঙ্করী মহাশক্তি লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহার প্রবল পীড়নে মুসলমান-শাসনশক্তি ধূলি-পরিণত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। কে আর তাহার গতি রোধ করিবে?

মুসলমানগণ বাহুবলে সিন্ধু সন্তরণ করিয়া, তরবারি-হস্তে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া, বহুশত বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়া, ভারতবাসী বলি-য়াই পরিগণিত হইয়াছিলেন;—আজ সহসা চাহিয়া দেখিলেন, বিদেশের বণিক্-সমিতি সেই সুখের রাজসিংহাসন ক্ষণভঙ্গুর কাচ-পাত্রের ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার অধিকার লাভ করিয়া সগর্ব্বে সিংহাসন-পার্শ্বে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান!

ইংরাজ ভাবিয়াছিলেন—গুপ্তসন্ধিসূত্রে তাঁহাদের সম্মুখে অনন্ত-রত্নসমন্বিত কুবেরভাণ্ডার উন্মুক্ত হইবে। তাহার লোভেই তাঁহারা রূপোন্মত্ত পতঙ্গবৎ সমরানলে আত্মবিসর্জ্জন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ইংরাজ-সেনাপতির আজ্ঞামাত্রে সে কুবেরভাণ্ডার যখন সর্ব্বসমক্ষে উন্মুক্ত হইল, তখন তাহার প্রকৃত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ইংরাজ-সেনা-পতি নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। ধনরক্ষকদিগের উপর তর্জ্জন গর্জ্জনের ত্রুটি হইল না; মীরজাফরের উপর কটাক্ষপাতের ত্রুটি হইল না; পুনঃ পুনঃ "দেহি দেহি" রবে হুঙ্কার করিবারও ত্রুটি হইল না। এত করিয়াও যখন অঙ্গীকৃত অর্থ সংগৃহীত হইল না, তখন ইংরাজ-

সেনাপতিও বুঝিলেন—অর্থলোভে ধর্ম্মাধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কলঙ্ক উপার্জ্জন করাই সার হইল! *

আর সে দিন নাই! যাঁহারা নবাব আলিবর্দ্দীর সম্মুখে সসম্ভ্রমে জানু পাতিয়া করযোড়ে উপবেশন করিতেন, যাঁহারা শিশু সিরাজদ্দৌলার নিকটেও উমিচাঁদ বা জগৎশেঠের পক্ষপুট আশ্রয় করিয়া সন্তর্পণে পদসঞ্চালন করিতেন, যাঁহারা সেদিনও মুরশিদাবাদের রাজপথে একাকী গমনাগমন করিতে ইতস্ততঃ করিতেন—আজ বিধাতার বরে তাঁহারাই রাজমুকুট উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিবার অধিকার লাভ করিয়া, সগর্ব্বে সঙ্গীন-সহায় শ্বেতাঙ্গসেনার অধিনায়ক হইয়া রাজ-প্রাসাদে উপনীত হইয়াছেন! মীর জাফরের সাধ্য কি তাঁহাদের মুখের উপর সন্ধিপত্র অস্বীকার করেন! কেবল সকলে মিলিয়া করুণ ক্রন্দনে ক্লাইবের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সবল উত্তমর্ণ দ্বারে দণ্ডায়মান; অসমর্থ অধমর্ণ "কিস্তিবন্দী" করিবার জন্য গল-লগ্নীকৃতবাসে জানু পাতিয়া নতশিরে উপবিষ্ট। আর সে দিন নাই!

সুবিখ্যাত ইতিহাসলেখক জেমস্ মিল লিখিয়া গিয়াছেন:—"ভারত-বর্ষের অধিপতিগণকে সর্ব্বদা যে সকল বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত, রাজকোষের অর্থাভাবই তন্মধ্যে প্রধান।" ইহা মীর জাফরের নিকট পাষাণ হইতেও গুরুভার বলিয়া বোধ হইয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে মীর জাফরের অবস্থা সচ্ছল ছিল না। নবাব আলিবর্দ্দী দানশীল ছিলেন। বর্গীর হাঙ্গামার গতিরোধার্থ বর্ষে বর্ষে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া, তিনি সিরাজদ্দৌলার জন্য বিশেষ কোন অর্থসংস্থান রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সিরাজদ্দৌলাও রাজকোষের উন্নতিসাধনের অবসর পাইবার পূর্ব্বেই কলহ কোলাহলে লিপ্ত হইয়াছিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে মীর জাফর

* In manufacturing the terms of the confederacy, the grand concern of the English appeared to be money.—*Mill, Vol. III. 185.*

ইংরাজদিগকে এত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন কেন? রাজকোষে এত টাকা থাকিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।

কেহ কেহ অনুমান করেন,—মীর জাফর ভাবিয়াছিলেন, যাহারা উৎকোচলোভে বিদ্রোহীদলে যোগদান করিতেছে, তাহাদের চেষ্টা সফল হইলে তাহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার দিলেই যথেষ্ট হইবে; ইংরাজেরা যে কড়ায় গণ্ডায় সন্ধিপত্রের লিখিত ধনরাশি হস্তগত করিবার জন্ম নির্ম্মম হৃদয়ে তর্জ্জন গর্জ্জন করিবেন, মীর জাফর এতদূর বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন না! এখন কিন্তু সকল কথাই বিশ্বাস করিতে হইল। মীর জাফর অনন্যোপায় হইয়া, ইংরাজ-সেনানায়কগণকে কিঞ্চিৎ উৎকোচ প্রদান করিয়া, সন্ধিপত্রের কথা চাপা দিবার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই! সে চেষ্টা সফল হইল না।

তখন কেহ কেহ উপদেশ দিলেন—আর কেন? এখন তো কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে; এখন আর জনকতক অর্থলোলুপ ইংরাজ-ভিখারীকে গলহস্ত প্রদান করিতে ইতস্ততঃ কি? কিন্তু মীর জাফরের কর্ম্মদোষে সে পথ পূর্ব্বেই অবরুদ্ধ হইয়াছিল! তিনি রাজধানীতে উপনীত না হইতেই, সম্পন্ন নাগরিকগণ লুণ্ঠনভয়ে ধনরত্ন লইয়া দূরস্থানে পলায়ন করিয়াছিলেন। যাঁহারা তখনও রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করেন নাই, তাঁহারাও মীর জাফরের ভয়ে ক্লাইবের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। বহুকাল বেতন না পাইয়া, নবাবসেনা বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল; পলাশীর যুদ্ধাবসানে বেতন পাইবার আশা তাহাদিগকে এতদিন নিরস্ত রাখিয়াছিল; এখন শুভদিন উপস্থিত, তথাপি তাহারা বেতন পাইল না বলিয়া সকলেই খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এরূপ বিদ্রোহী-সেনাদলবেষ্টিত অসহায় মীর জাফর ইংরাজ-সেনাপতিকে উত্যক্ত করিতে সাহস পাইবেন কেন? মনের ভাব যাহাই হউক, ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া মীর জাফরকে নীরবে সকল গঞ্জনাই সহ্য করিতে হইল!

কর্ণেল ক্লাইব বৃটিশ-বণিকের সৌভাগ্য-কেতু। প্রতিভায়, কার্য্যদক্ষতায়, অসমসাহসে তিনি এদেশের ইতিহাসে আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন সিরাজদ্দৌলার রাজ-ভাণ্ডার শূন্য করিয়াও ১৭৬০০০০ রৌপ্যমুদ্রা, ২৩০০০০০ স্বর্ণমুদ্রা, দুই সিন্দুক স্বর্ণপাত, চারি সিন্দুক মণিমুক্তার অলঙ্কার এবং দুইটিমাত্র ছোট ছোট সিন্দুকপূর্ণ মণিমুক্তা ভিন্ন আর কোনও ধনরত্ন বাহির করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাকে তাহাতেই আপাততঃ সন্তুষ্ট হইতে হইল।

কে কিরূপ পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া ইতিহাসে অনেক বাদ প্রতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের মহাসভা তাহার তথ্যানুসন্ধানের জন্য এক অনুসন্ধানসমিতি গঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট সাক্ষ্য দিবার সময়ে কর্ণেল ক্লাইব মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন—"যখন সন্ধিপত্রের সকল কথা স্থির হইয়া গেল, তখন গুপ্তসমিতির সদস্য বীচার সাহেব বলিলেন, 'কোম্পানীই কেবল লাভবান্ হইবেন কেন? সেনাদল এবং গুপ্তসমিতির সদস্যদিগেরও পুরস্কার পাইবার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।' তদনুসারে (মুরশিদাবাদে) ওয়াটস্ সাহেবকে সে কথা লিখিয়া পাঠান হইয়াছিল; কিন্তু ওয়াটস্ ইহার কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ক্লাইব পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহার বিন্দু-বিসর্গ জানিতেন না। কেবল এই পর্য্যন্ত জানিতেন—কাহাকেও রিক্তহস্তে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইবে না! তিনি যখন শুনিলেন, কে কত টাকা পাইবেন, তখন তিনিও ভাবিয়াছিলেন—পুরস্কারের মাত্রা কিছু অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে! তখন কোম্পানীর সঙ্গে কর্ম্মচারিদিগের কোন ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞা ছিল না; সুতরাং কোন স্বাধীন নরপতির নিকট পুরস্কার গ্রহণ করা তাঁহার বিবেচনায় কিছুমাত্র গর্হিত কার্য্য বলিয়া প্রতিভাত হয় নাই। আর গর্হিত হইলেই বা মহাসভার সহিত তাহার সম্বন্ধ কি? কোম্পানী-বাহাদুর কোন আপত্তি

করিলে শোভা পাইত। কিন্তু তাঁহারা আপত্তি করা দূরে থাকুক, আহ্লাদে এই কার্য্যের অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন।"

বীচার সাহেব যে হিসাব দিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে এই লক্ষাভাগে সকলেই যথাযোগ্য পুরস্কার লাভ করিয়া, কোম্পানী বাহাদুরের পক্ষে আপাততঃ সন্ধিপ্রাপ্য অর্দ্ধাংশমাত্র গ্রহণ করিয়া, পশ্চার্দ্ধ পরিশোধের জন্য মীর জাফরকে তিন বৎসরের অবসর দান করিয়াছিলেন। †

পলাশীর যুদ্ধাবসানে সেনাপতি ক্লাইব গভর্ণর ড্রেক সাহেবকে যে পত্র প্রেরণ করেন, সেই পত্রে ২৫এ জুন কলিকাতার ইংরাজমণ্ডলী এই দেবদুর্ল্লভ বিজয়বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। গত বৎসর জুন মাসের শেষে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ যেমন অবসাদগ্রস্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, একবার ঠিক সেই সময়ে

---

* Clive's Evidence before the committee of the House of Commons, 1772.

† বীচার সাহেব—প্রদত্ত পুরস্কারের হিসাব।—

Mr. Darke	Rs.	280 000	Rs.	280,000
Col. Clive,				
as a member	Rs.	280 000		
as a commander	Rs.	200 000	Rs.	2080,000
as a donation	Rs.	1600,000		
Mr. Watts,				
as a member	Rs.	240 000	Rs	1040,000
as a donation	Rs.	800,000		
Major. Kil Patrik.				
as an officer	Rs.	240,000	Rs.	540,000
as a donation	Rs.	300 000		
Mr. Manningham	Rs.	240 000	Rs.	240 000
Mr. Beecher	Rs,	240,000	Rs.	240,000
Six members of council 1 lakh each			Rs.	600,000
Mr. Walsh ···	Rs.	500 000		
" Scrafton ···	Rs.	200,000		
" Lushington ···	Rs.	500,000	Rs.	850,000
Cap. Grant ···	Rs.	100 000		
Army and Navy ···	Rs.	600,000		

ভাগ্যপরিবর্ত্তনে ও পুরস্কারলাভের সম্ভাবনায় সকলেই জয়ধ্বনি করিতে করিতে রাজপথে ছুটিয়া বাহির হইলেন। সকলের মুখেই এক কথা; সকলের হৃদয়েই এক আনন্দোচ্ছ্বাস। সে উচ্ছ্বাসে কলহবিবাদ বিস্মৃত হইয়া, সকলেই ক্ষণকালের জন্য মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন!*

কলিকাতার ইংরাজ-দরবার কালক্ষয় না করিয়া, এক ত্বরিতগতি জাহাজ সাজাইয়া মহা সমারোহে ম্যানিংহাম সাহেবকে তাহাতে উঠাইয়া দিয়া বিলাতে বিজয়বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন। এদিকে সেনাপতি ক্লাইবের অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায়ে মুরশিদাবাদের নবাব-দত্ত ধনরত্ন সাতশত সিন্দুকে বোঝাই হইয়া, একশত সুসজ্জিত তরণী-সংযোগে বৃটিশ বিজয়-বৈজয়ন্তী সুবিস্তৃত করিয়া, বৃটিশের রণবাদ্যনিনাদে ভাগীরথীর উভয় তীর প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে নবদ্বীপে উপনীত হইল; তথা হইতে ইংরাজবন্ধু রাজরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র ভূপবাহাদুরের সেনাদল-পরিচালিত হইয়া, যথাকালে তাহা কলিকাতার ইংরাজবন্দরে নিরাপদে তীরসংলগ্ন হইল। †

ইতিহাসে এরূপ অকস্মাৎ ভাগ্যবিবর্ত্তনের বিবরণ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজেরাও বলিয়া থাকেন—এই উপলক্ষে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি যেরূপ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, অল্প যুদ্ধেই সেরূপ আনন্দোচ্ছ্বাস অনুভূত হইয়াছে। §

* The comparison of the prosperity of this day with the calamities in which the colony was overwhelmed at this very season in the preceding year; in a word, this sudden reverse and profusion of good fortune *intoxicated* the steadiest minds, and hurried every one into the excesses of intemperate joy; even envy and hatred forgot their energies, and were reconciled, at least for a while, to familiarity and good will.—*Orme, vol. II. 187.*

† Orme, vol. II. 187—188.

§ Few events in history have created a greater revulsion of feeling than the victory of Plassey. The people of Calcutta had been depressed not only by the capture of the Factory, but by

২৬শে জুলাই 'খেলাত' বিতরণের সমারোহে মুরশিদাবাদ টলমল করিয়া উঠিল! কর্ণেল ক্লাইব সর্ব্বময় কর্ত্তা—তাঁহার কথা আর কি বলিব? সেনাপতি ওয়াটসন্ একটি সুসজ্জিত হস্তী, দুইটি আস্তরণাবৃত ঘোটক, একপ্রস্থ সুবর্ণ খচিত পরিচ্ছদ ও শিরপেঁচ, এবং একটি মণিমুক্তা-বিজড়িত উষ্ণীষচূড়া লাভ করিয়া পরম সমাদরে মস্তকে ধারণ করিলেন! যেখানে যত রণপতাকা ছিল, তদ্দ্বারা রণতরণী সুসজ্জিত করিয়া, মুহুর্মুহুঃ কামানগর্জ্জনে জলস্থল বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন। জনশ্রুতি ইংরাজ-সওদাগরের ভাগ্যোন্নতির কাহিনী বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বহন করিয়া দিগ্বিজয় সুসম্পন্ন করিল।

অতঃপর মীর জাফরের চরিত্রসম্বন্ধে ইংরাজ-সেনাপতিদ্বয় কে কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তাহাই সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, ক্লাইব এবং ওয়াটসন্, দুই বার দুই মতের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। শিরোপা পাইয়া ওয়াটসন্ লিখিয়াছিলেন:—"বিশেষ আহ্লাদের কথা এই যে, দেশের লোকে সকলেই মীর জাফরের রাজ্যলাভে আনন্দ লাভ করিয়া যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শন করিতেছে! সিরাজদ্দৌলা এরূপভাবে জনসাধারণের শুভকামনা সম্ভোগ করিতে পারেন নাই!" *

এদিকে সেনাপতি ক্লাইব বিলাতে লিখিয়া পাঠাইলেন—"বর্ত্তমান নবাব-বাহাদুরের কিছুমাত্র বিদ্যাবুদ্ধি নাই; যে গুণে আত্ম-সামন্তবর্গের

---

the utter loss of all their worldly goods. But now the disgrace was forgotten in the triumph, the poverty was forgotten at the sight of the treasure. *[illegible]*

* But what pleases me beyond expression, is, to hear that all men rejoice in them (your health and prosperity); and while they acknowledge you are worthy of them, pray for their continuance. This is a satisfaction your predecessor never knew.—Letter to Meer Jafur from Admiral Charles Watson, commander of the Fleet belonging to the most Puissant King of Great Britain, irresistible in battle.

বিশ্বাস ও স্নেহমমতা আকর্ষণ করা যায়, তাহার অত্যন্তাভাব! তাঁহার শাসনে এই কয় মাসের মধ্যেই দেশ অরাজক হইয়া উঠিয়াছে; চরিদিকে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে; আমরা নবাবের নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই মীর জাফরের রক্ষা!" *

এই অযোগ্য অভিনব নবাব অধিকদিন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার রাজপদগৌরব সম্ভোগ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। তাঁহার বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হইল। এই ষড়যন্ত্রে নিপতিত হইয়া, নবাব সুজা-উল্-মোল্‌ক হাসামোদ্দৌলা মীর মহম্মদ জাফর আলিখাঁ বাহাদুর মহবৎজঙ্গ প্রিয়পুত্র মীরণের বাহুবলে রাজ্যরক্ষার চেষ্টা করিয়া, ইতিহাসে "ক্লাইবের গর্দ্দভ" নামে কলঙ্কিত হইলেন। তখন সকলেই বুঝিল—"ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ"!

* In laying open the state of this government, I am concerned to mention that the present Nabab is a Prince of little capacity, and not at all blessed with the talent of gaining the love and confidence of his principal officers. His management threw the country into great confusion in the space of few months and might have proved of fatal consequence to himself but for our known attachment to him.—Clive's letter to the Court of Directors, 23 December, 1757. para 2.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"ক্লাইবের গর্দ্দভ"

মীর জাফর ইংরাজের জন্য চিরকলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়াও ইংরাজের ইতিহাসে "ক্লাইবের গর্দ্দভ" বলিয়া উপহসিত হইয়াছেন। তাঁহার এই অকীর্ত্তিকর উপাধি কিন্তু ইংরাজ দত্ত নহে। মীরজা সমসের উদ্দীন নামক তাঁহার একজন পরিহাস-রসিক স্পষ্টভাষী বাস্যসহচর ছিলেন, তাঁহার অনুচরবর্গের সহিত একদা ক্লাইবের "গোরা লোকের" বচসা হইয়াছিল। সে কথা মীর জাফরের কর্ণগোচর হয়। মীর জাফর ক্লাইবের মনস্তুষ্টিসাধনের জন্য সর্ব্বদা এইরূপ তটস্থ থাকিতেন যে, তিনি এই সামান্য কারণেই মীরজা সাহেবের উপর কুপিত হইয়া প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলেন,—"তুমি কি এখনও কর্ণেল সাহেবের পদমর্য্যাদা অবগত হও নাই? তাঁহার বন্ধুগণের এরূপ অপমান করিতে সাহসী হইয়াছ কেন?" মীরজা তৎক্ষণাৎ বিনয়াবনত রাজ-ভৃত্যের ন্যায় কৃত্রিম কাতরতা প্রদর্শন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সে কি কথা? আপনি আমার প্রতিপালক! আমি প্রত্যহ প্রাতঃকালে ক্লাইবের গর্দ্দভকেই তিনবার করিয়া যথারীতি সেলাম করিয়া থাকি; আমি কি কর্ণেল সাহেবের মুখের দিকে দৃঢ়নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেও সাহস পাই?" * এই সূত্রে মীর জাফরের অভিনব উপাধি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল!

* Meer Jaffer reproved him, saying, "Know you not the rank of the Colonel, that your people should dare to insult any of his friends?" The Mirza, putting on a look of submission, exclaimed, "My patron, how dare I even look the Colonel in the face with steadiness, who every morning of my life, make three obeisances to his *ass*!"—Scotts History of Bengal, p. 376.

মীরজা সাহেব ব্যঙ্গচ্ছলে মীর জাফরকে যে অকীর্ত্তিকর উপাধি দান করিয়া গিয়াছেন, ঐতিহাসিক-সত্যানুসন্ধাননিপুণ সাহিত্য সেববকগণ সত্যের অনুরোধে তাহাই মীর জাফরের প্রকৃত পরিচয় বলিয়া লোক-সমাজে ঘোষণা করিয়াছেন। * গৃহস্থের গর্দ্দভ যেমন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত নানাবিধ ভারবহন করিয়া, দিনান্তে তৃণোদক ভিন্ন আর কিছুই উপভোগ করিতে পায় না; ইংরাজের ভারবহন করিতে গিয়া, বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে পদার্পণ করিয়াও, মীর জাফর সেইরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে লাগিলেন! মীর জাফরের অদৃষ্ট-বিড়ম্বনা তাঁহার স্বকৃতব্যাধি বলিয়া—কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী—কাহারও সহানুভূতি আকর্ষণ করিল না!

সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনরক্ষার্থ রাজকোষের অধিকাংশ ধনরত্ন অপাত্রে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন; মীর জাফর যাহা কিছু কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, ইংরাজের ঋণপরিশোধ করিতেই তাহা ফুরাইয়া গেল;—সেনাদল বেতন না পাইয়া ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল। রাষ্ট্রবিপ্লবে কাহার ভাগ্যে কিরূপ দণ্ড পুরস্কার বিতরিত হইবে, বুঝিতে না পারিয়া, ভয়ে ভয়ে স্বার্থরক্ষার্থ অনেক অকার্য্য কুকার্য্য করিতে লাগিল। সুতরাং মীর জাফরের পৃষ্ঠরক্ষার্থ ক্লাইবকে কিছুদিনের জন্য সসৈন্যে রাজধানীতে অবস্থান করিতে হইল। এই সকল ও অন্যান্য অনেক কারণে ইংরাজেরাই সিংহাসনের মালেক হইয়া উঠিলেন। ইতিপূর্ব্বে কেহ ইংরাজদিগকে মুরশিদাবাদে গতিবিধি করিতে দেখিত না; কালে ভদ্রে কেহ বাণিজ্যাধিকারলাভের জন্য রাজধানীতে উপনীত হইলেও, কত সন্তর্পণে, কত সতর্ক পাদবিক্ষেপে, মোগলের রাজপথে পদার্পণ করিত! পলাশীর যুদ্ধাবসানে তাহারাই কি না মুরশিদাবাদের সর্ব্বেসর্ব্বা

* Mills' History of British India vol. III.

হইয়া উঠিল! * লোকের আর অপরাধ কি? তাহারা দেখিল যে, ইংরাজেরাই প্রভু—মীর জাফর তাঁহাদের দাসানুদাস! সুতরাং তাহারা স্বার্থরক্ষার্থ ক্লাইবের মনস্তুষ্টির জন্যই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। † প্রধান প্রধান হিন্দু মুসলমান ওমরাহেরা পর্য্যন্ত ক্লাইবের কৃপা-কটাক্ষের ভিখারী হইয়া ইংরাজের পদমর্য্যাদা সহসা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিলেন!

লোকে মীর জাফরের অদৃষ্টবিড়ম্বনায় সমুচিত সহানুভূতি প্রদর্শন না করিলেও, আপনার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে মীর জাফরের বিলম্ব হইল না। কিন্তু তখন "পাশা হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে!" তিনি আত্মাবস্থা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার অবসর পাইয়াও, তাহার প্রতিকার করিবার অবসর পাইলেন না! সন্ধিপত্রের অঙ্গীকৃত ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া, ইংরাজের নিকট "চোর" হইলেন। অনেকে বলিতে লাগিল যে, মীর জাফর নবকৃষ্ণ মুন্সীর মন্ত্রণাবলে গুপ্তধনাগারের বহুমূল্য রত্নরাশি অপহরণ করিয়া ইংরাজদিগকে প্রতারিত করিয়াছেন!‡ সিপাহীদিগের পূর্ব্ববেতন পরিশোধ করিতে না পারিয়া, মীর জাফর আত্মভৃত্যবর্গের নিকট বিশ্বাস-ঘাতক, শঠ, প্রবঞ্চক বলিয়া প্রতিভাত হইলেন; তাহাদের ভয়ে ধনমানজীবনরক্ষার্থ ইংরাজসেনার কণ্ঠলগ্ন হইয়া উঠিলেন!

* Before the capture of Calcutta, no Englishman appeared at Murshedabad, except as supplicants for trading privileges. Since the battle of Plassey, the English were lords and masters.—Early Records of British India, p, 263.

† For the moment the grandees at Murshedabad regarded Clive as the symbol of power the arbiter of fate, the type of omnipotence, who could protect or destroy at will. One and all were eager to propitiate Clive with presents; such has been the instinct of Orientals from the remotest antiquity.—Early Records of British India, p. 261.

‡ It is also well known that besides this treasury, there existed another in the Harem, which fact Meer Jaffier concealed from Col. Clive, at the instigation of the Dewan and Colonels' Munshi.—Tarikh-i-Mansuri.

যে সকল মুসলমান আত্মীয়-অন্তরঙ্গ এতদিন প্রাণপণে তাঁহার সিংহাসন-লাভের সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা এখন অবসর পাইয়া কেহ পূর্ণিয়ার ফৌজদারী—কেহ পাটনার নবাবী,—কেহ বা মুরশিদাবাদের দেওয়ানী প্রভৃতি যথাযোগ্য "রাজপদে, মন্ত্রিপদে" প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। * হিন্দু অমাত্যবর্গ তাহার সন্ধান পাইয়া আত্মাধিকার-রক্ষার্থ ক্লাইবের শরণাগত হইলেন! ইংরাজেরা যখন সন্ধিসূত্রে কলিকাতার জমীদারী লিখাইয়া লইলেন, তখন মীর জাফরকে স্বহস্তে স্বাক্ষর করিয়া সনন্দে লিখিয়া দিতে হইল যে,—"এতদ্দারা চাক্‌লে হুগলীর জমীদারবর্গ, চৌধুরীবর্গ প্রভৃতি হরিয়েক ভূম্যধিকারি-বর্গকে জানান যাইতেছে যে, তোমরা অদ্য হইতে কোম্পানীর শাসনাধীন হইলে;—তাঁহারা ভাল মন্দ যেরূপ আচরণ করুন না কেন, তোমরা তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করিয়া লইবে, ইহাই আমার বিশেষ রাজাজ্ঞা।" † জগৎশেঠের লাভের পথে কণ্টকরোপণ করিয়া, ইংরাজদিগকে কলিকাতায় টঙ্কশালা সংস্থাপন করিবার সনন্দ প্রদান করিতে হইল। ‡ খোজা বাজিদের লাভজনক সোরার ব্যবসায় উৎখাত করিয়া, ইংরাজদিগকেই বেহারের সোরার ব্যবসায়ে একাধিপত্য প্রদান করিতে হইল। §

* Mutakherin.

† Know then, Ye Zamindars &c. that Ye are dependents of the Company, and that Ye *must* submit to such treatment, as they give you, *whether good or bad*, and this is my express injunction.—Perwanah for the granted lands.

‡ A Mint has been established in Calcutta; continue coining gold and silver into Siccas and Mohurs, of the same weight and standard with those of Murshedabad: the impression to be *Calcutta*; they shall pass current in the Provinces of Bengal, Behar and Orissa, and be received into the Cadjana: *there shall be no obstruction or difficulty for Kussoor*—Perwanah for the Mint.

§ At this time, through the means of Col. Clive, the Salt-peter lands of the whole province of Behar have been granted to the English company. * * * in the room of Coja Mahumed Wazeed.—Perwanah for the Salt peter of Behar.

উপযুক্ত অবসরলাভ করিয়া, ইংরাজ বণিক্ সদর্পে বাণিজ্যবিস্তারে অগ্রসর হইলেন। * নানারূপে মীর জাফরের অর্থ শোষণ পূর্ব্বক রাজকোষ শূন্য করিয়াও তাঁহাদের ক্ষুৎক্ষামোদর পূর্ণ হইল না। লবণের ব্যবসায়, পান সুপারীর ব্যবসায়—যাহাতে দেশের লোকের দু' পয়সা উপার্জ্জনের পথ দেখিতে পাইলেন—সেই ব্যবসায়মাত্রই ইংরাজদিগের অবলম্বনীয় হইয়া উঠিল! † সিংহাসনে পদার্পণ করিবার "এক মাসের" মধ্যেই মীর জাফরকে এই সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে হইল; কিন্তু তাঁহার অভিযোগ কেবল আকুল আর্ত্তনাদ ও অরণ্যরোদনে পরিণত হইল। তাহাতে রোগের কারণ নষ্ট হইল না; বরং ইহা হইতেই ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল! ‡

দেশের লোকের অন্নরক্ষার্থ ইংরাজ-বণিকের স্বাধীন বাণিজ্যের গতিরোধ করিতে গিযাই যে সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ হইযাছিল, সে ঐতিহাসিক তত্ত্ব ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে লাগিল। "যাঁহারা সিরাজদ্দৌলার উচ্ছৃঙ্খলতায় এবং শাসনকার্য্যে অসহিষ্ণু হইয়া আশা করিয়াছিলেন যে, মীর জাফর হয় ত বর্ষীযান্ আলিবর্দ্দীর দৃষ্টান্তানুসরণ করিয়াই প্রজাপালন করিবেন; তাঁহারাও মীর জাফর ও মীরণের অসচ্চরিত্রতায় মর্ম্মপীড়িত হইয়া, সিরাজদ্দৌলার কথা স্মরণ করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।"§ দেশের দশা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিল!

---

* Orme II. 189.

† As it is the nature of man to err with great changes of fortune, many, not content with the undisputed advantages accruing from the revolution, immediately began to trade in Salt, and other articles, which had hitherto been prohibited to all Europeans.—Ibid.

‡ Meer Jaffier complained of these encroachments within a month after his accession, which although checked for the present, were afterwards renewed, and at last produc d much more mischief than even disinterested sagacity could have foreseen.—Ibid.

§ The greatest number of the principal people of the Provinces, disgusted with the bad qualities and tyranny of the late Nawab,

ইংরাজেরা মীর জাফরের দুর্দ্দশার কারণ উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার কল্যাণসাধনের জন্য উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিলেন। রাজকোষের অর্থহীনতাই যে সকল দুর্দ্দশার মূল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এখনও পূর্ণিয়া ও বিহার প্রদেশ মীর জাফরের হস্তগত হয় নাই; তাহা হস্তগত করিতে না জানি কত অর্থব্যয় ও কত সেনাক্ষয় করিতে হইবে। এ সময়ে রিক্তহস্তে সিংহাসন রক্ষা করা যে কত কঠিন, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইল। সুচতুর ক্লাইব উপযুক্ত অবসর লাভ করিয়া মীর জাফরকে বুঝাইতে বসিলেন,—"সেনাবিভাগই সর্ব্বাপেক্ষা ব্যয়বাহুল্য; আমরাই যখন সিংহাসনরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি, তখন আর বহুসংখ্যক সিপাহী পুষিবার প্রয়োজন কি? অর্দ্ধেক সিপাহী বরখাস্ত করা হউক।" * ব্যয়সংক্ষেপের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর সরল উপায় কি হইতে পারে? কিন্তু মীর জাফর ভাবিলেন যে, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে করতলগত করিবার জন্যই সুচতুর ক্লাইব এইরূপ আপাতরম্য সদুপদেশ বিতরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন! তিনি ক্লাইবের উপদেশ অবহেলা করিতেও সাহস পাইলেন না, গ্রহণ করিতেও অগ্রসর হইলেন না। তাঁহার এইরূপ আচরণের কারণ কি, সে কথা কিন্তু সকলেই বুঝিয়া ফেলিল। মীর জাফর যে আত্মাপরাধের পরিণাম চিন্তা করিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছেন, তিনি যে বন্ধু বলিয়া পরম শত্রুকে স্বগৃহের প্রবেশদ্বার

had been pleased at his disposal, judging, that as Meer Jaffier was advanced in years and had long served Mohubut Jung, he would follow his example; but upon his accession to power, experiencing his behaviour, and more particularly the cruel actions of his son Meerun, a Monster of his time, they now regretted the fall of Seraj-ad Dowla, and the old saying of "Bless our Former Ruler" was renewed in the tongues of the wise and the simple.—Scott's History of Bengal, p. 379—0.

* In vain did Colonel Clive represent to him that, instead of drawing his treasury for keeping such an immense army on foot, he had better dismiss one half of them, and rely on the English.—Scrafton.

দেখাইয়া দিয়া, এখন বন্ধুবরকে কোনরূপে তাড়িত করিবার জন্যই সমধিক লালায়িত হইয়া উঠিয়াছেন—ইংরাজেরা তাহা আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়া ফেলিলেন! * এই সূত্রে মীর জাফর ও ক্লাইব, এই উভয় বন্ধুর মধ্যে মনোভঙ্গের উপক্রম হইল। মৌখিক আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি রহিল না; কিন্তু উভয়েই আত্মগোপন করিয়া স্বকীয় অভীষ্টসাধনের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

মীর জাফর কি কৌশলে সন্ধিপত্রের অবশিষ্ট দায়িত্ব-বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিবেন, তাহার জন্য নানারূপ অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাহা বুঝিতে পারিয়া কর্ণেল ক্লাইবও আত্মপক্ষ প্রবল করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সে আয়োজন তাঁহাকে নূতন করিয়া শিখিতে হইল না। যে কৌশলে সিরাজদ্দৌলার ন্যায় প্রবলপ্রতাপ তেজস্বী ভূপতিকে এত সহজে ভূপাতিত করিয়াছিলেন, ক্লাইব তাহা মীর জাফরের নিকটেই শিক্ষা করিয়াছিলেন। এখন "গুরুদক্ষিণা" দিবার অবসর উপস্থিত হইল! তখন রাজভক্তি, স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিরক্ষণ—এই সকল উচ্চভাবে অল্প লোকেই পরিচালিত হইতেন; সকলেই স্বার্থ-রক্ষার্থ পরস্পরের গলায় ছুরি বসাইয়া দিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেন। পাত্রমিত্রগণের এইরূপ চরিত্রহীনতার ছিদ্রলাভ করিয়া, ক্লাইব তাঁহাদের মধ্যে দলাদলি বাধাইয়া দিয়া এক দলের কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। * তখন

---

* No sooner was Meer Jaffier advanced to the Subahship, than he began to feel his own strength; and look on us rather as rivals than allies; and his first thoughts were, how to check our power and evade the execution of the treaty.—Scrafton.

† (Meer Jaffir) formed his plan quite differently and seemed to think himself sufficiently powerful to dispute the remainder of the treaty; and to this he bent all his future politics;—the natural consequence of which was, that we were necessitated to strengthen ourselves, by forming a party in his own court to be a continual check upon him; a matter by no means difficult, in a country where loyalty and gratitude are virtues almost unknown.—Scrafton.

মীর জাফরের গুপ্তমন্ত্রণার প্রত্যেক কথা ক্লাইবের কর্ণগোচর হইবার সুবিধা হইল ;—গৃহভেদী বিভীষণগণের যত্নানুরাগে ইংরাজের নবোদ্‌গত রাজশক্তি মীর জাফরকে উত্তরোত্তর পদবিদলিত করিবার অবসর লাভ করিল। মীর জাফর দেখিলেন যে—তাঁহার পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে! এত করিয়া যে রাজসিংহাসন কাড়িয়া লইয়াছেন, যাহার জন্য দয়াধর্ম্ম কর্ত্তব্যবুদ্ধি স্নেহ মমতা অতল সলিলে বিসর্জ্জন দিয়া ইস্‌লামের নামে কলঙ্কলেপন করিয়াছেন, প্রিয়পুত্র মীরণের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া ভগবানের পুণ্যনামে পবিত্র কোরাণ স্পর্শ করিয়া মিথ্যা শপথ করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই, সেই সিংহাসন পদতলগত! কিন্তু, হায়! তথাপি সিংহাসনারূঢ় সুজা-উল্‌-মোলক্ হাসামোদ্দৌলা মীর-মহম্মদ জাফর আলি খাঁ-বাহাদুর মহবৎজঙ্গ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব নহেন;—তিনি কেবল কর্ণেল ক্লাইবের স্নেহানুপালিত ইঙ্গিতানুচালিত তৃণোদকপুষ্ট ভারবহনক্লিষ্ট কঙ্কালাবশিষ্ট দুরদৃষ্ট গর্দ্দভ!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কর্ম্মফল

Every transaction since Plassey—the suppression of the risings within, repulse of the two formidable invasions from without, the crushing of the Dutch—had confirmed and strengthened the predominance of the English. Mr. Ja'far had become simply a tool in their hands, an unwilling tool, it is true, but a tool whom the circumstances of every year forced to be more submissive. Against this position the whole soul of Mir Kasim revolted.—*Col. Malleson*

বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন মুসলমান নবাবের নাম মীর কাসিম। * তিনি এদেশের ইতিহাসে কাসিম আলি নামেও সুপরিচিত। তাঁহার অধঃপতনের পর যাঁহারা মস্‌নদে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আর স্বাধীন ভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে পারেন নাই। সেই জন্য কাসিম আলির ইতিহাসই বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার মুসলমান-শাসনের শেষ চিত্রপট!

পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই মুসলমান-শাসনশক্তির ভিত্তি-মূল উৎখাত হইবার সূত্রপাত হয়। ইংরাজ সেনানায়ক মীর জাফরকে মস্‌নদে বসাইয়া "নজর" প্রদান করিয়া, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার "সুবাদার" বলিয়া যথারীতি অভিবাদন করিলেও, লোকে বুঝিয়াছিল—মীর জাফর নামমাত্র নবাব; ইংরাজ সেনানায়ক এবং তাঁহার সঙ্গীনসহায় সহচরগণই প্রকৃত দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার ভাগ্যবিধাতা প্রবল পুরুষ। উত্তরকালে ইতিহাস রচনা করিয়া ইংরাজেরা লিখিয়া

---

* প্রকৃত নাম কাসেম; ইতিহাসে কাসিম নাম সুপরিচিত বলিয়া, তাহা আর পরিবর্ত্তিত হইল না।

গিয়াছেন—তাঁহারা পলাশীক্ষেত্রে বাহুবলে বঙ্গবিজয় সুসম্পন্ন করিয়া ভারতবর্ষে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের ভিত্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে গুপ্তসন্ধিপত্রই এই অভিনব সাম্রাজ্য সংস্থাপনের মূলভিত্তি। তাহাতে বাহুবলের সংস্রব বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংরাজ-দরবারের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবার সময়ে, লোভান্ধ মীর জাফর প্রকাশ্যে ও গোপনে ইংরাজগণকে যে আশাতিরিক্ত পুরস্কারদানের অঙ্গীকার করেন, তাহাই কালে মুসলমান-শাসন-শক্তি শিথিল করিয়া বৃটিশ-সাম্রাজ্য বিস্তারের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। অধমর্ণের বাস্তুভিটা যে কারণে উত্তমর্ণের বিলাস কাননে পরিণত হয়, ইহাও প্রায় সেইরূপ!

সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াও মীর জাফর ঋণমুক্ত হইতে পারিলেন না; অথচ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁহার পক্ষে বিপ্লবময় রাজ্যশাসন করাও অসম্ভব হইয়া উঠিল। অবসর বুঝিয়া সুচতুর ইংরাজ-সেনানায়ক প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গকে স্বপক্ষে আকর্ষণ করায়, মীর জাফরের পক্ষে নির্ব্বিবাদে রাজ্যশাসন করিবার সম্ভাবনা তিরোহিত হইতে লাগিল। * বিবাদে অগ্রসর হইবার সাহস ও অর্থবল যতই ক্ষীণ হইতে লাগিল, মীর জাফরের রাজ্যাভিনয়ের উৎকট উচ্চাভিলাষ ততই বিষাদবিজড়িত করুণ ক্রন্দনে পর্য্যবসিত হইতে লাগিল। তাঁহার কর্ম্মফল অতি অল্পদিনের মধ্যেই সুপক্ক হইয়া উঠিল!

কলিকাতার ইংরাজ অধিবাসিগণ অকাতরে অর্থলাভ করিয়াও শান্ত হইলেন না; তাঁহারা জলে স্থলে প্রবল প্রতাপে স্বাধীন বাণিজ্য-বিস্তারের নূতন পন্থায় আরোহণ করিয়া, দরিদ্র বঙ্গবাসীর ক্ষুধার অন্নে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। নবাব মুরশিদ কুলী খাঁর সময়ে এই

* We were necessitated to strengthen ourselves by forming a party in his own Court to be a continual check upon him; a matter by no means difficult in a country where loyalty and gratitude are virtues almost unknown.—*Scrafton*.

চেষ্টা সফল হয় নাই ; সিরাজদ্দৌলার সময়েও চেষ্টা করিতে গিয়া ইংরাজের লাঞ্ছনার একশেষ হইয়াছিল। এখন সময় পাইয়া, কোম্পানীর নিশান উড়াইয়া, সকলেই বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে অগ্রসর হইলেন। * এইরূপ অন্তর্বাণিজ্য ইংরাজের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল ; তাঁহারা এরূপ বাণিজ্যে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করিলেই বাধা প্রাপ্ত হইতেন। এখন বাধা দিবার শক্তি ও সাহসের অভাবে দেশ অরাজক হইয়া উঠিল। মুসলমান-শাসনশক্তি যে একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও ইতস্ততঃ রহিল না!

যাঁহাদের বাহুবল এবং শাসন-কৌশলের উপর নির্ভর করিয়া মুসলমান এতদিন বঙ্গভূমি উপভোগ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা মীর জাফরের উপর বিশ্বাস হারাইয়া আপন আপন স্বার্থরক্ষার জন্যই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তজ্জন্য কখন বাহুবলে, কখন ছলে কৌশলে, কখন বা কেবল ভয়প্রদর্শনে অনেকেই নবাবের শাসনক্ষমতা অস্বীকার করিতে লাগিলেন। পূর্ণিয়া শত্রু-সঙ্কুল, বিহার বিদ্রোহোন্মুখ, রাজধানী হাহাকার পূর্ণ, রাজকোষ ধনরত্নহীন, বাদশাহজাদা সিংহাসনাক্রমণে সমুদ্যত—এক সঙ্গে এই সকল অদৃষ্টবিড়ম্বনা মিলিত হইয়া, মীর জাফরকে উত্তরোত্তর ইংরাজের ক্রীতদাস করিয়া তুলিল! তিনি গলপাশ মোচন করিতে পারিলেন না। প্রত্যেক ঘটনায় তাহা উত্তরোত্তর গলদেশে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া তাঁহাকে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া তুলিল! রাজমুকুট বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ; প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা-বিস্তারে একান্ত অসমর্থ হইয়া, মীর জাফরের পলিত কেশ আরও জরাপলিত হইয়া উঠিল ; যাঁহারা মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার প্রধান সহায়

* As it is the nature of man to err with great changes of fortune, many, not content with the undisputed advantages accruing from the revolution immediately began to trade in salt and other articles which had hitherto been prohibited to all Europeans.

—*Orme, vol. II.* 189.

হইয়াছিলেন, তাঁহারাও কেহ কেহ মীর জাফরকে প্রকাশ্যভাবেই ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলেন।

মীর জাফরের পক্ষে আত্মভ্রম বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তিনি গোপনে ইংরাজবন্ধুর স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিবারও আয়োজন করিয়াছিলেন; কিন্তু ভাগ্যদোষে সে চেষ্টা সফল হয় নাই। আডমিরাল ওয়াট্‌সন্ অকালে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন; কর্ণেল ক্লাইব মীর জাফরের কুৎসা রটনা করিয়া বিলাতে পত্র লিখিতে লাগিলেন। এই সময়ে নবদ্বীপের ওলন্দাজগণ ভাগীরথীবক্ষে যুদ্ধজাহাজ লইয়া রাষ্ট্রবিপ্লব-সাধনের চেষ্টা করায় ইংরাজেরা বুঝিলেন, ইহা বুঝি মীর জাফরের স্বাধীনতালাভের কুটিল কৌশল। * ওলন্দাজদিগের কলিকাতা আক্রমণের চেষ্টা সফল হইল না। মীর জাফর তাহার জন্য তিরস্কৃত হইয়া, এক হস্তে অশ্রু-সংবরণ করিয়া, অপর হস্তে ক্লাইবের নামে এক বহুমূল্য জায়গীরের দানপত্র লিখিয়া দিয়া কোনরূপে সিংহাসন রক্ষা করিলেন। § ইহার অল্পদিন পরেই বজ্রাঘাতে প্রিয় পুত্র মীরণের অকস্মাৎ মৃত্যু হইল!

মুরশিদাবাদকাহিনী নামক ঐতিহাসিক চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—"মীরণের (বজ্রাঘাতে) মৃত্যু সন্দেহজনক বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।" এরূপ জনরবের মূল কি, তাহা নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যায় না। মীরণ সিরাজদ্দৌলার মত উচ্ছৃঙ্খল যুবক বলিয়া পরিচিত ছিলেন; কিন্তু তিনি অকস্মাৎ মস্‌নদের উত্তরাধিকারী হইয়া, অধিকতর দুর্ব্বৃত্ত ও নিষ্ঠুর বলিয়া সর্ব্বত্র ঘৃণিত হইয়াছিলেন! লোকে বলে, তাঁহারই আদেশে

* Malleson's Decisive Battles of India.

§ The complicity of Meer Jaffir in (the) Dutch Expedition, was beyond all doubt. Indeed it might be conjectured that Clive got his *Jagkire*, not because he had defeated Shajada, but because Meer Jaffir was in mortal terror, lest Clive should punish him for his intrigues with the Dutch.—*Early Records of British India, p.* 226.

ঘসেটি বেগম ও আমিনা বেগম ঢাকায় নৌকাসহ জলগর্ভের নিমজ্জিত হইবার সময়ে মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইবে বলিয়া অভিশাপ দান করেন; তজ্জন্যই মীরণের বজ্রঘাতে মৃত্যু হয়। কিরূপে মীরণের মৃত্যু হয় তৎসম্বন্ধে নানা সন্দেহ বর্ত্তমান থাকিলেও, তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না! বজ্রাঘাতে মৃত্যুর কথাই সমসাময়িক ইতিহাস-লেখক গোলাম হোসেন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রাজমহলে এই অশান্ত মুসলমান-যুবকের সমাধি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

মীরণের মৃত্যু বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই দুর্ঘটনা হইতেই বাঙ্গালার ইতিহাসে নূতন বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ নবাবকে প্রবোধ দিবার কেহই রহিল না! যাঁহারা মীর জাফরকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন, তাঁহাদেরও অনেকে নানা দিগ্দেশে চলিয়া গিয়াছেন;—কেহ বা বিলাতের বিস্ময়াপন্ন নাগরিক-বর্গের কৌতূহলোদ্দীপন করিয়া, স্বদেশে "নূতন নবাব" সাজিয়া, পলাশি-যুদ্ধের অলৌকিক বীরত্বকাহিনীর বর্ণনা-লালিত্যে বন্ধুজনকে অনুরঞ্জিত করিতেছেন।

এই সময়ে যাঁহারা কলিকাতার ইংরাজ-দরবারে সদস্যের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই নবাগত অর্থগৃধ্নু অলীক বন্ধু। তাঁহারা আত্মোদর পূর্ণ করিবার আশায়, মীর জাফরের অধঃপতন-চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী ক্লাইব বিলাত-যাত্রা করায়, কিছুদিনের জন্য হলওয়েল সাহেব সভাপতি হইলেন। তাঁহার সভায় পিটার আমিয়ট মেজর কেলড, সম্নার এবং ম্যাগুয়ার সদস্যের আসন গ্রহণ করিলেন। *

* Governor Clive departing for Europe, the 8th of February, 1760, Mr. Holwell succeeded by his rank to the Government;

হলওয়েল অল্প কয়েকদিনমাত্র ইংরাজ-দরবারের সভাপতি হইয়া, "গভর্ণর হলওয়েল" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যেই হলওয়েল আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রথমে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিবার আশায় ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন ; শেষে সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতার "কলেক্‌টর" অর্থাৎ জমিদার-পদে আরোহণ করেন। এই পদে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে অর্থোপার্জ্জনের ত্রুটি ছিল না ; পদগৌরবের অন্ত ছিল না। সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা অবরোধ করিলেন, কলিকাতার গভর্ণর শ্রীল শ্রীযুক্ত ড্রেক সাহেব এবং প্রধান প্রধান সেনানায়কগণ প্রাণ লইয়া পলায়ন করায়, দুর্গবাসিগণ হলওয়েলকেই সেনাপতি-পদে বরণ করিয়াছিল। হলওয়েল দুর্গত্যাগ করেন নাই। তিনি দুই দিবস পর্য্যন্ত অক্লান্ত অধ্যবসায়ে দুর্গ রক্ষা করিয়া, অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং "অন্ধকূপ হত্যায়" নিষ্কৃতিলাভ করিয়াও, মুরশিদাবাদে কারাক্লেশ বহন করিয়াছিলেন। এই সকল কথা নানা লতাপল্লবে সুসজ্জিত করিয়া, বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিয়া, কিছুদিনের জন্য হলওয়েল দশজনের একজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনীর পরিচয় পাইয়া, বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ পীড়াপীড়ি করায়, হলওয়েলকে আত্মসম্মান-রক্ষার্থ পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। পদত্যাগ পত্রে হলওয়েল লিখিয়াছিলেন—"কোম্পানীর স্বার্থ ও সম্ভ্রম রক্ষার্থ তিনি কি না করিয়াছেন ; কিন্তু তজ্জন্য কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে অলীক অপবাদ লাভ করায়, তাঁহাকে শীঘ্রই পদত্যাগ করিতে হইল!" যাঁহার

established committee entrusted with the conduct of all political occurrance with the Government consisted of the President, Peter Amyatt Esqr, Major Cailaud, W. B. Summer Esqr, and W. Macguire Esqr.—*India Tracts, p. 22.*

লেখনী-প্রসূত অন্ধকূপহত্যা-কাহিনী ইতিহাস-লেখকগণকে বিচলিত করিয়াছিল, তাঁহার লেখনী-প্রসূত এই করুণ বিলাপ ইতিহাসলেখকদিগের সমবেদনা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। *

হলওয়েল মুসলমান নবাবদিগের বন্ধু বলিয়া পরিচিত ছিলেন না। তিনি সময়ে অসময়ে তাঁহাদের কত কুৎসা রটনা করিতেন এবং অবসর পাইলেই, তাঁহাদের শাসনক্ষমতার প্রতি আন্তরিক অবজ্ঞা প্রকাশের ত্রুটি করিতেন না। ক্লাইবের স্বদেশগমনে ইঁহার হস্তে কলিকাতার ইংরাজ-দরবারের কর্ত্তৃত্বভার ন্যস্ত হইবামাত্র নানা গুপ্ত সংকল্প প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি "অন্ধকূপ-হত্যার" করুণ কাহিনীতে সভ্যজগতে অশ্রুপ্লাবনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; অথচ সহযোগিগণ লক্ষাভাগের সময়ে তাঁহাকে এক লক্ষ টাকার অধিক অংশ দান করেন নাই! হলওয়েল তখন নিরুপায়; নিম্নপদস্থ সদস্যমাত্র! সুতরাং সে সময় তাঁহাকে নিতান্ত নীরবে আত্মগ্লানি পরিপাক করিতে হইয়াছিল। সেই হলওয়েল এখন সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবামাত্র, প্রবল প্রতিহিংসা যে তীব্রতেজে জ্বলিয়া উঠিবে, তাহা সর্ব্বথা স্বাভাবিক। হলওয়েলের বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল; হতভাগ্য মীর জাফর তাহাতে পতঙ্গবৎ পতিত হইলেন!

মীর জাফরকে পদচ্যুত করিয়া মুরশিদাবাদের রাজসিংহাসন পুনরায় উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করা এবং সেই সহজ উপায়ে আত্মোদর পরিপূর্ণ করা যাঁহাদের লক্ষ্য হইয়া উঠিল, তাঁহাদের পক্ষে মীর জাফরকে কলঙ্ককালিমায় অনুলিপ্ত করিয়া সিংহাসনচ্যুতি সমর্থন করিবার জন্য

* The many unmerited and consequently unjust marks of resentment which I have lately received from the present Court of Directors, will not suffer me longer to hold a service, in the cause of which, my steady and unwearied zeal for the honor and interest of the Company, might have expected a more equitable return.—Holwell's letter to the President, 29 September 1760. (*India Tracts*, p. 377—378).

কাহিনী রচনা করা কঠিন হইল না! যিনি স্বহস্তে "অন্ধকূপ-হত্যার" অলৌকিক ইতিহাস রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাঁহারই সিদ্ধহস্ত পুনরায় ইতিহাস রচনার ভার গ্রহণ করিল।

হলওয়েল পুনরায় সুললিত বচনবিন্যাস-কৌশলে অশ্রুবিগলিতনেত্রে মীর জাফরের বিরুদ্ধে একটি হত্যা-কাহিনী রচনা করিলেন। তাহার নাম—"ঢাকার হত্যাকাহিনী"। হলওয়েল অর্থ সংগ্রহের উপায় উদ্ভাবনে ও তজ্জন্য নীতিশাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘনে কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, সে কথা সমসাময়িক ইংরাজলিখিত বিবিধ প্রবন্ধে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। *

"অন্ধকূপ-হত্যার" সত্য মিথ্যা লইয়া এখনও তর্ক বিতর্কের অবসান হয় নাই। এখনও ইতিহাসের সরল সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইবার সময় ও উদারতা উপস্থিত হয় নাই। এখনও কলিকাতার রাজপথ-পার্শ্বে "অন্ধকূপ-হত্যার" স্মৃতিস্তম্ভ পুনঃ সংস্থাপিত হইয়াছে; "অন্ধকূপ-হত্যার" সত্যতায় সন্দেহ করিলে, অনেকে বিস্ময়ে—অনেকে বিরাগে—কেহ বা বিদ্বেষে পূর্ণ হইয়া—লেখককে নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছেন। কিন্তু হলওয়েল-লিখিত "ঢাকার হত্যা-কাহিনী" যে সর্ব্বথা স্বকপোলকল্পিত, তদ্বিষয়ে আর কোনরূপ বাগ্‌বিতণ্ডার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হলওয়েলের স্বদেশীয় রাজকর্ম্মচারিবর্গেই লিখিয়া গিয়াছেন—"তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা; তাহাতে সত্যের লেশমাত্রও বর্ত্তমান নাই!" †

* Leing blest with a genius, uncommonly fertile in expedients for *raising money*, and further unclogged by those silly notions of punctilio, which often stand in the way between some people and fortune, he had projected and put in practice several *inferior manœuvers*; but *chef d' seuvre*, this master scheme, though formed almost as soon as he came to power, time did not allow him the honor of executing.—*Reflections on the present state of our East Indian Affairs*, p. 37.

† In justice to the memory of the late Nabob Meer Jaffier, we think it incumbent on us to acquaint you that the horrible

হলওয়েল কেবল কাহিনী রচনা করিয়াই নিরস্ত হইলেন না; মীর জাফরকে পদচ্যুত করিয়া কাহাকে মস্নদে উপবিষ্ট করাইবেন, সেই ভাগ্যধরের ভাগ্যপরিবর্ত্তনের মূল্যস্বরূপ তাঁহার নিকট হইতে কোম্পানী বাহাদুর এবং সদস্যবর্গের ক্ষুৎক্ষামোদর পূর্ণ করিবার জন্য কি পরিমাণ পুরস্কার গ্রহণ করিবেন—ইত্যাদি সমস্ত কথাই স্থির করিয়া ফেলিলেন। ক্লাইবের স্বদেশ গমনে ভান্সিটার্ট কলিকাতার গভর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় সংকল্প-সাধনে অগ্রসর হইতে সাহসী না হইয়া, হলওয়েল সতৃষ্ণনয়নে আশাপথ চাহিয়া রহিলেন। যে সৌভাগ্যশালী মুসলমান রাজকর্ম্মচারী এই সকল কুটিল কৌশলবলে সিংহাসন-লাভাশায় উদ্গ্রীব হইয়া, মীর জাফরের অধঃপতনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, তিনি মীর জাফরের জামাতা;—তাঁহারই নাম ইতিহাস-বিখ্যাত মীর কাসিম।

---

massacre with which he is charged by Mr. Holwell……are *cruel aspersions* on the character of that Prince, *which have not the leas foundation in truth.—Letter to Court,* 30 Sep. 1765 Supplement.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মূল্য-নিরূপণ

Admitted to the deliberations of the English councillors, Mir Kasim, feeling his way, carefully, soon came to the conclusion that *there was not one amongst them who could not be bought*. His father-in-law had bought their predecessors, he could ascertain their price, and buy them—*Col. Malleson*.

বাঙ্গালীর চরিত্রহীনতার ছিদ্রলাভ করিয়া, বৃটিশ-বণিক্ গুপ্ত-মন্ত্রণায় মিলিত হইয়া সিরাজদ্দৌলার পরাজয় সাধন করিবার পর, চারিদিক্ হইতে বঙ্গভূমির উপর সতৃষ্ণ-দৃষ্টি নিপতিত হইবার সূত্রপাত হয়। ফরাসিরা প্রতিহিংসা-তাড়িত অশান্ত হৃদয়ে ইংরাজের উচ্ছেদ-সাধনার্থ ছিদ্রান্বেষণে নিযুক্ত হন; শাহজাদা পিতৃসিংহাসন-বঞ্চিত সাম্রাজ্য-লালায়িত অতৃপ্ত অন্তঃকরণে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারী হস্তগত করিবার আশায় সেনাসংগ্রহে ব্যস্ত হন; মারহাট্টা অশ্বসেনা পুনরায় "বর্গীর হাঙ্গামায়" গ্রাম নগর বিধ্বস্ত করিবার অবসর অন্বেষণে নিযুক্ত হইতেছে বলিয়া জনরব প্রবল হইয়া উঠে।

বৃটিশ-বণিক্ মীর জাফরের পৃষ্ঠরক্ষার্থ সঙ্গীন-স্কন্ধে বিনিদ্রনয়নে নিয়ত প্রাসাদে শিবিরে ও রাজদুর্গে দণ্ডায়মান; তাঁহাদের কর্ম্মচারিবর্গ কোম্পানীর বাণিজ্য-ব্যবসায়ে শিথিলযত্ন হইয়া, আত্মোদর পূর্ণ করিবার আশায় সওদাগরী করিবার জন্য লালায়িত; মীর জাফরকে করতল-গত রাখিয়া, তাঁহার নামে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার ভাগ্যনির্ণয় ব্যাপারে সর্ব্বময় কর্ত্তৃপদে আরূঢ় হইবার আশায় ক্লাইব দুর্গনির্ম্মাণে অবসর-শূন্য;—এই সকল অবস্থার সন্ধান লাভ করিয়া বিলাতের বণিক্-

সমিতি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশ মূলধন যে ইষ্টক-প্রাচীর-বেষ্টিত দুর্গমূলে ভূগর্ভে নিহিত হয়, ইহা তাঁহাদের লক্ষ্য নহে।* তাঁহারা ক্লাইবকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিতে ক্রুটি করিলেন না। কিন্তু তাঁহারা ব্যাকুল হইলে কি হইবে? তাঁহারা বহুশত যোজন ব্যবধানে থাকিয়া, বঙ্গীয় ইংরাজ দরবারের কার্য্য-প্রবাহের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ রাজ্যাধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার উত্তেজনায় বাণিজ্যাধিকারের উন্নতি সাধনের জন্য আর পূর্ব্ববৎ আগ্রহ প্রদর্শন করিতে সম্মত হইলেন না!

এই অভিনব নীতি-পরিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবী অশুভ ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। হলওয়েল যখন ইংরাজ দরবারের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন কোম্পানীর তহবিলে তঙ্কার নিতান্ত টানাটানি। তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে ধনকুবের জগৎ শেঠের নিকট ঋণগ্রহণের প্রার্থনা জানাইতে বাধ্য হইলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের যোগে এই প্রার্থনা জগৎ শেঠের নিকট উত্থাপিত হইল। তিনি ঋণদানে সম্মত হইলেন না। সংবাদ পাইয়া গভর্ণর হলওয়েল ভবিষ্যতে শেঠ বংশের সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জনপূর্ণ পত্র লিখিয়াও ঋণগ্রহণে সমর্থ হইলেন না। হলওয়েল ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে লিখিয়া পাঠাইলেন —"এমন সময় আসিতে পারে যখন শেঠজিকে কোম্পানীর আশ্রয়লাভের জন্য লালায়িত হইতে হইবে; সেদিন তাঁহাকে সয়তানের হস্তে সমর্পিত হইয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে—এ কথা তাঁহাকে ভাল করিয়া শাসাইয়া রাখিবে!" § এই সময়ে ইংরেজ-কোম্পানীর আর্থিক

---

* Long's Selections from the Records of the Government of India.

§ A time may come, when they may stand in need of the Company's protection, in which case they may be assured *they shall be left to Satan* to be buffeted.—*Letter* from J. Z. Holwell to Mr. Warren Hastings, dated Fort William May 8, 1760.

অবস্থা এমন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল যে মীর কাসিম বুঝিলেন—ইহাই সুসময়!

প্রথম রাষ্ট্রবিপ্লবে শত্রু মিত্র সকলেরই দিব্যনেত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার মূল কি, তাহা ইংরাজ বুঝিয়াছিলেন; ইংরাজের দুর্ব্বলতার মূল কি, তাহাও বাঙ্গালীর নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে কাহারও কোনরূপ ইতস্ততঃ করিবার কারণ রহিল না। মীর কাসিম জানিতেন, ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের সকলেরই মূল্য আছে;—মূল্য নির্ণয় করিতে পারিলে, সকলকেই ক্রয় করা সম্ভব। শ্বশুর মীর জাফর একদলের মূল্য নিরূপণ করিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন; জামাতা মীর কাসিম আর এক দলের মূল্য নির্ণয় ও ক্রয় সাধনের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইংরাজ-বাঙ্গালী এইরূপে স্বার্থের চরণতলে গুপ্ত সন্ধিপত্রের ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা বলিদান করিয়া পুনরায় গুপ্ত-মন্ত্রণায় লিপ্ত হইলেন।

মীর জাফরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত-জাল বিস্তৃত হইল। কি কৌশলে সেই চক্রান্তে জাফরের সিংহাসনে মীর কাসিম উপবিষ্ট হন, তাহা নিরতিশয় কৌতূহলের ব্যাপার। যে সকল ঘটনা-জালে জড়িত হইয়া মীর জাফর সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করিলে নানা রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

মীর কাসিম ইংরাজকে বিশ্বাস করিতেন না। তিনিও সিরাজদ্দৌলার মত ইংরাজকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা দেশের রাজা। তিনি হৃদয়াবেগে অধীর হইয়া, শৈশবেই প্রকাশ্যভাবে ইংরাজ-বিদ্বেষের পরিচয় প্রদান করিতেন। মীর কাসিম রাজ কর্ম্মচারীমাত্র। তাঁহার অনুরাগ বিরাগের পরিচয় প্রদানের প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং ইংরাজেরা তাঁহাকে বন্ধু বলিয়াই জানিয়া রাখিয়াছিলেন; তিনিও স্বার্থসিদ্ধির আশায় ইংরাজবন্ধুর মতিভ্রম দূর করেন নাই,

স্বয়ং কর্ণেল ক্লাইবও মীর কাসিমকে অকৃত্রিম ইংরাজবন্ধু মনে করিয়া তাঁহার পদোন্নতির জন্য সুপারিশ-পত্র লিখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহাই মীর কাসিমের পদোন্নতির প্রথম সোপান।

ক্লাইব বিলাত যাত্রা করায়, কেলড সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইয়া, গভর্ণর হলওয়েলের প্রধান সদস্য হইয়াছিলেন। এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবার তিন মাসের মধ্যেই মীর কাসিমের আশা সফল হইবার সূত্রপাত হইল। গভর্ণর হলওয়েল ৫ই মে তারিখে সেনাপতি কেলডের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন :—"মীর কাসিমের জন্য কর্ণেল ক্লাইব যে অনুরোধ জানাইয়া গিয়াছেন সে কথা এখানেই নিবেদন করিতেছি ;—এ সম্বন্ধে নবাবকেও পত্র লিখিয়াছি। যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে রাজা রামনারায়ণের প্রভুভক্তি এবং কার্য্যদক্ষতায় সন্দেহ করিবার বিশিষ্ট কারণ দেখা যাইতেছে। নবাব হয় ত শীঘ্রই তাঁহাকে এবং তাঁহার নিম্নপদস্থ রাজপুরুষগণকে পদচ্যুত করিবেন। আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আপনার মতপার্থক্য না থাকিলে আপনি কাসিম আলির পদোন্নতির চেষ্টা করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।"

এই পত্রে কাসিম আলির পদোন্নতির জন্য হলওয়েলের ব্যগ্রতা দেখিয়া তাহার মূলানুসন্ধান করিবার জন্য কাহার না কৌতূহল হয়? এ সময়ে প্রতিভার সমাদরের জন্য ইংরেজ-বণিক কাহারও পদোন্নতির চেষ্টা করিতেন না। তখন স্বার্থই সকল কার্য্যের প্রধান প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচিত ছিল। হলওয়েল গভর্ণর হইবার পরই ঘটনাক্রমে মীর কাসিমের সহিত সাক্ষাৎ হয়। মীর কাসিম তখন মহারাষ্ট্রদলের গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে মেদিনীপুর অঞ্চলে গমন করিতে-ছিলেন। হলওয়েলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তিনি হলওয়েলের সাহায্যে পাটনার নবাবী মসনদে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং চেষ্টা সফল হইলে, হলওয়েলকে যথাসাধ্য পুরস্কার প্রদান করিবার প্রলো-

ভন দিতেও ত্রুটি করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। মীর কাসিম কেবল পাটনার নবাবী পাইলেই নিরস্ত হইতেন, এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, চতুর মীর কাসিম সুচতুর হলওয়েলের অভিসন্ধির ভিতর প্রবেশ করিয়া বুঝিয়াছিলেন—ইংরেজেরা অনতিবিলম্বে অকর্ম্মণ্য মীর জাফরকে পদচ্যুত করিয়া, শাহজাদাকেই দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া, তাঁহাকে ফরমানের দোহাই দিয়া অন্য কাহাকেও নামমাত্র নবাব নিয়োগ করিয়া, নিজেরাই বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় নবাবী করিবেন। ইহা কাসিম আলির নিকট প্রীতিকর বোধ হয় নাই, তাই তিনি যে কোন উপায়ে ইহার গতিরোধ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে পাটনার নবাবী হস্তগত করিতে পারিলে, তৎপক্ষে সুবিধা হইবার কথা। কাসিম আলি প্রথমতঃ তজ্জন্য হলওয়েলের শরণাগত হন। ইংরেজ মীর জাফরকে পদচ্যুত করিতেছেন শুনিয়া, কাসিম আলির আকাঙ্ক্ষা আরও উচ্চগ্রামে আরোহণ করিল। তিনি হল-ওয়েলের মূল্য নির্ণয় করিয়াছিলেন ; হলওয়েলের যোগেই মীর জাফরকে পদচ্যুত করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, কোম্পানীর এবং কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গের অর্থলাভের সম্ভাবনা আছে। মীর জাফরের ন্যায় অকর্ম্মণ্য অহিফেনাসক্ত বৃদ্ধ নবাবকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, ইংরেজ-দরবারের সদস্যগণ তাহাতে সম্মত হইবেন কি না, তাহা নির্ণয় করাই হলওয়েলের একমাত্র কার্য্য। সদস্যবর্গের সম্মতি লাভ করিতে পারিলে, মীর কাসিমের সহায়তায় বিনা রক্তপাতে এই রাষ্ট্র-বিপ্লব সাধন করা যে বিশেষ কঠিন হইবে না, তাহা বুঝিতে হলওয়েলের বিলম্ব হইল না। কিন্তু এই কার্য্যে অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বে ইংরেজ-সেনাপতি কর্ণেল কেলডকে স্বপক্ষে টানিয়া আনা বিশেষ প্রয়োজন। হলওয়েল তজ্জন্য কেলডকে লিখিলেন :—"অন্ততঃ দুই দিনের জন্য একবার কলিকাতায়

আসুন। আপনার সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরামর্শ আবশ্যক। শাহজাদা ন্যায়ানুমোদিত সম্রাট। এ দেশ তাঁহার। অথচ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছি। কাহার জন্য—মীর জাফর? তাঁহার শাসননীতির যতই আলোচনা করিতেছি, ততই আপনার প্রথম আক্ষেপোক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতেছি। আপনি সত্যই বলিয়াছিলেন—মীর জাফরের শাসননীতির অন্তঃস্থল পর্য্যন্তও জরাজীর্ণ; তাঁহার অধঃপতন, তাঁহার বংশের অধঃপতন অনিবার্য্য। তাঁহার সহায়তা করিয়া কি হইবে?"

হলওয়েলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। কেলড সংপ্রতি বিলাত হইতে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের কূট নীতি তখনও সেনাপতির শিক্ষা দীক্ষা বিফল করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি হলওয়েলের পত্র পাইয়া, তাঁহার যুক্তিজাল যথেষ্ট প্রবল বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলেন না। তিনি সরলভাবের পত্র মনে করিয়া সরলভাবেই উত্তর প্রেরণ করিলেন :—

"আপনার ২৪শে তারিখের পত্র পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম। আমার কলিকাতা-গমনের প্রয়োজন কি? আমরা এক্ষণে যাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেছি তিনি মন্দলোক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তদপেক্ষা ভাল লোক কোথায় পাইবেন? সেজন্য চেষ্টা করিতে গিয়া হয় ত আরও কত বিপজ্জালে জড়িত হইতে হইবে! দেশে শান্তি সংস্থাপন করিতে পারিলেই আমাদের লাভ—তদ্দ্বারা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে! আমরা রাষ্ট্রবিপ্লব আহ্বান করিয়া আনিয়া, পুনরায় অশান্তির অবতারণা করিব কেন? অশান্তির অবতারণা না করিয়া, রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটন করা অসম্ভব। যদি আপনা-আপনি রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইবার সূত্রপাত হয়, তাহা নীরবে সহ্য করাও আমাদের পক্ষে বুদ্ধির কার্য্য হইবে না। একজনকে পদচ্যুত করিয়া আর একজনকে মস্‌নদে বসাইয়া

লাভ কি? তিনিও হয় ত এইরূপই অকর্ম্মণ্য শাসনকর্ত্তা হইবেন! তিনিও হয় ত এইরূপ কুক্রিয়াসক্ত হইবেন! কিন্তু তিনি হয় ত মীর জাফরের ন্যায় নির্ব্বোধ ও কাপুরুষ না হইলে, তাঁহাকে ইচ্ছামত চালিত করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিবে। মীর জাফরই যে ওলন্দাজগণকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা কদাপি নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ হয় নাই। আর, মীর জাফরকে সন্দেহ করিবার কারণ থাকিলেই বা কি? তাঁহাকে আমাদের ইচ্ছামত চালিত করিবার আয়োজন করিলেই হইল। শাহজাদার জন্য আমিও বিশেষ ব্যথিত। কিন্তু এ সকল মুহূর্ত্তে সম্পন্ন করিবার মত প্রস্তাব নহে। মারহাট্টা এবং জাঠেরা অযোধ্যার উজীরের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে; আব্দালী রণজয় করিয়াও তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিতেছেন না। আমার বোধ হইতেছে পাঠানদিগকেই ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হইতে হইবে।"*

যাঁহারা স্বার্থ-প্রণোদিত না হইয়া, সরলভাবে এই সময়ের ঘটনাবলীর আলোচনা করিবেন, তাঁহারা কেলডের এই পত্রের প্রত্যেক কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। কোম্পানীর পক্ষে কেলডের পরামর্শই গ্রহণ করা উচিত ছিল; তাহাতে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইত, বিশ্বাসঘাতকতার

* Bad as the man may be, whose cause we now support, I cannot be of opinion that we can get rid of him for a better, without running the risk of much greater inconveniences attending on such a change······No new revolution can take place without a certainty of troubles······It is very possible we many raise a man to the dignity just as unfit to govern, as little to be depended upon and in short as great a rogue as our Nobab; but perhaps not so great a coward nor so great a fool and of consequence much more difficult to manage······As to his breach of his treaty by introducing the Dutch last year, that was never so clearly proved, I believe, but as to add it of some doubt—*Extracts* from the Letter from John Caillaud to the Honble J. Z. Holwell Esq. President and Govenor of Fort William, dated Camp at Bal-Kissens Gardens, 29th May 1760 এই সুদীর্ঘ পত্র অংশতঃ উদ্ধৃত ও ভাবমাত্র অনুবাদিত হইল। মূল পত্র First Report 1712 এবং India Tracts নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে।

কলঙ্ক-কালিমার ইতিহাস কলঙ্কিত হইত না; মীর কাসিমও ইংরাজ-দলনের অবসর লাভ করিতেন না। কিন্তু কেলডের এই মত শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল! তিনি হলওয়েলের আর একখানি পত্র পাইয়া পূর্ব্বোক্ত সরল মতের বিরুদ্ধে পুনরায় হলওয়েলের দিকে কিয়ৎপরিমাণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। হলওয়েলের লিখিত এই দ্বিতীয় পত্রখানির সন্ধান লাভ করা যায় না; কি তর্কে তিনি কেলডকে স্বপক্ষে টানিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। কেবল কেলডের প্রত্যুত্তরে তাহার আভাসমাত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা এইরূপ:—

"এইমাত্র আপনার ২৫এ তারিখের পত্রও হস্তগত হইল। আপনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তদনুসারে কার্য্য করিতে আপত্তি নাই;—হেষ্টিংস একবার বৃদ্ধ নবাবকে বুঝাইয়া দেখুন। আমিও ছোট নবাবের সঙ্গে (মীরণ) কথা পাড়িয়া দেখিব। কিন্তু দেখুন—সংপ্রতি আমরা পাটনা পর্য্যন্ত গমন করি না কেন? বর্ষাকালে ধীরে সুস্থে পরামর্শ ঠিক করিয়া নিরাপদ পন্থায় গমন করিলেই হইবে। তখন আমরা সবিশেষ বিচার করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারিব। যাহাতে আমাদের গৌরব নষ্ট না হয়, আমাদের দেশের ও নিয়োগকর্ত্তৃগণের সর্ব্বাংশে সুবিধা হয়, এমন উপায় অবলম্বন করাই সঙ্গত। কিন্তু—মীর জাফরকে যেন একেবারে ভাসাইয়া দেওয়া না হয়!"

এই প্রত্যুত্তর পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ হয়—হলওয়েলের পত্রে কর্ণেল কেলডের মনে মীর জাফরের সম্বন্ধে নানা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিয়াছিল; তিনি সাধারণভাবে হলওয়েলের প্রস্তাবে সম্মত হইলেও, আত্মগৌরব নষ্ট করিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত ছিলেন না; পরে এ সংকল্পও ভাসিয়া গিয়াছিল।

যুবরাজ মীরণ বৈদ্যরাজা রাজবল্লভকে দেওয়ানী পদে বরণ করিয়া-

ছিলেন। কায়স্থ রাজবল্লভ ও তাঁহার পিতা মহারাজ দুর্ল্লভরাম মীর জাফরের অধঃপতন সাধনে অকৃতকার্য্য হইয়া, ক্লাইবের কৃপায় কলিকাতায় পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিতেছিলেন। এই সময় সহসা মীরণের মৃত্যু হইবামাত্র রাষ্ট্রবিপ্লব সাধনের সুযোগ উপস্থিত হইল।

রাজবল্লভ পাটনার নবাব হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুর্ল্লভরাম শাহজাদার "ফারমান" আনাইয়া ইংরাজকে দেওয়ানী দিয়া, স্বয়ং সেনানায়ক হইবার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ভান্সিটার্ট আসিয়া কলিকাতার গভর্ণর হইলেও, এই সকল তুমুল বিপ্লব সম্মুখে দেখিয়া কিছুদিন হলওয়েলকেই সকল কার্য্যের মূলাধার করিয়া রাখিলেন; সুতরাং মীর কাসিম হলওয়েলের কণ্ঠলগ্ন হইলেন। তাঁহার লিখিত অনেক পত্র গভর্ণর ও হলওয়েলের হস্তগত হইতে লাগিল। তাহাতে মীর কাসিম ইংরাজের কল্যাণ-কামনায় কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকিবার কথা পুনঃ পুনঃ লিখিয়া পাঠাইতে লাগিলেন।*

এই সময়ে মুরশিদাবাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। পুত্রশোক বিষম শোক। সে শোকে মীর জাফর আরও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইংরাজের সন্ধিপ্রাপ্য অর্থ প্রদত্ত হয় নাই; ঢাকা প্রদেশের রাজকর সংগৃহীত হয় নাই। ইংরাজ-বাণিজ্যের অত্যাচারে শুল্কবিভাগের আয় বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে; বেতন না পাইয়া অসন্তুষ্ট সেনাদল বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে; এই সকল দুর্দ্দশায় নিপতিত হইয়া বৃদ্ধ নবাব জামাতার উপরেই নির্ভর করিতে

---

* At this period Mr. Holwell received frequent letters from Mir Cossim Ally Khan, containing the strongest profession and assurances in favour of the Company, if by our support, he was promoted to the succession of the Dewanee and other posts enjoyed by the late Chuta Nobab, his brother-in-law—*India Tracts*, p. 88.

বাধ্য হইয়া পড়িলেন। মীর কাসিম সময় বুঝিয়া হলওয়েলকে উত্তেজিত করিতে ক্রটি করিলেন না।

সংকল্প-সিদ্ধির জন্য কাসিম আলির কলিকাতায় গমন করা প্রয়োজন হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি কলিকাতায় গমন করিলে, বৃদ্ধ নবাবের মনে সন্দেহ প্রবেশ করিতে পারে। তাহার সমুচিত উপায় উদ্ভাবনের ভার হলওয়েলের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। উদ্ভাবনীশক্তি-বলে হলওয়েল সকলের নিকটেই সুপরিচিত ছিলেন। তিনি সরকারী পত্রে নবাবকে জানাইলেন—"সামরিক পরামর্শের জন্য কাসিম আলির কলিকাতায় আগমন করিবার বিশেষ প্রয়োজন!" উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। মীর জাফর ইহাতে সহর্ষে সম্মতি দান করিলেন।*

কাসিম আলি কলিকাতায় উপনীত হইলেন। কর্ণেল কেলডও কলিকাতায় উপনীত হইলেন। ইংরাজদরবারের কর্ত্তব্য কি, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য হলওয়েল এক সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রস্তুত করিলেন। খোজা পিক্রুর সঙ্গে কাসিম আলির বিশেষ সৌহার্দ্দ্য থাকায়, হলওয়েল তাঁহাকেই কোম্পানীর পক্ষে মধ্যস্থ দালাল নিযুক্ত করিলেন। কাসিম আলির সহিত কথাবার্ত্তায় হলওয়েল সমস্ত তর্কবিতর্কের মোটামুটি মীমাংসা করিয়া লইলেন;—তাহার পর দরবার বসিল।

এই দরবারের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে সকল সভ্য উপস্থিত ছিলেন না; সকলকে উপস্থিত হইবারও অবসর দেওয়া হয় নাই। যাঁহারা মন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন না, হলওয়েল তাঁহাদিগকে ঘূণাক্ষরেও দরবারের কথা জানিতে দেন নাই। তজ্জন্য বিলাতে

---

* These matters being debated in committee it was judged eligible to obtain permission for Kasim Ali Khan's paying a visit to Calcutta, a circumstance he himself intimated in a letter to the Governor and Mr. Holwell, the times gave good pretences for it……To gain this point, the Governor and Mr. Holwell wrote to the Subah with good success.—*India Tract*. p. 89.

এই দরবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময় মেজর কর্ণাক বলিয়া গিয়াছেন—"সকলে উপস্থিত থাকিলে, কখনই এমন বিশ্বাসঘাতকতার অভিনয় হইতে পারিত না।" হলওয়েলের কৌশলেই ইংরাজের নাম কলঙ্কমুক্ত হইল—নব্যভারতের ইতিহাস মলিন হইয়া রহিল! সংপ্রতি কলিকাতার রাজপথপার্শ্বে হলওয়েলের স্মৃতিসমাদর-রক্ষার্থ যে "অন্ধকূপ-হত্যার" মর্ম্মর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা হলওয়েলের এই সকল কীর্ত্তিকাহিনী চির-জীবি করিয়া রাখিবে। "হলওয়েল কে?"—ভবিষ্যদ্বংশ যখনই এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তরের প্রত্যাশায় ইতিহাস উদ্ঘাটন করিবে, তখনই অন্ধকূপ-হত্যার কথা—ঢাকার হত্যার কথা—পলাশীর যুদ্ধের কথা—মীর জাফরের মুকুট-মোচনের কথা—হলওয়েলের পদত্যাগের কথা এবং তাঁহার সমসাময়িক ইংরাজ সহযোগিগণের লেখনীপ্রসূত হলওয়েলের অর্থোপার্জ্জনের কথা জনসমাজের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় এই ইতিহাস-বিখ্যাত গুপ্ত-দরবারের অধিবেশন হয়। তাহাতে ভান্সিটার্ট সভাপতি, এবং কর্ণেল কেলড, সম্নার, হলওয়েল এবং ম্যাগুয়ার সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এই দরবারেরও সকল কথা ব্যক্ত হয় নাই; সভাপতি মহাশয় মীর কাসিমকে ইংরাজের অর্থকৃচ্ছ্রতার কথা জ্ঞাপন করিয়া, তাহা দূর করিবার জন্যই মীর কাসিমের নিকট হইতে উপযুক্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিবেন, ইত্যাদি সাধারণ ভাবের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।*

---

* এই দরবারের মন্তব্যলিপি অবিকল উদ্ধৃত হইল;—

Fort William, Sept. 15th, 1760.

At a Select Committee

Present

The Hon'ble Henry Vansittart, Esqr., President.

গুপ্ত-সমিতির সদস্যগণ তাঁহাদের সম্মুখে দুইটি পথ উন্মুক্ত দেখিয়া, কোন্ পথে ধাবিত হইবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, সভাপতির উপর মীর কাসিমের সঙ্গে পরামর্শের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। দুর্ল্লভরামের সঙ্গে পরামর্শের ভার হলওয়েলের উপর অর্পিত হইয়াছিল। সে রজনীতে উভয়েই আপন আপন কার্য্য-সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। হলওয়েল দুর্ল্লভরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন; ভান্সিটার্টও মীর কাসিমের সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করিলেন। এই গুপ্তসন্দর্শন শেষ হইলে, শাহজাদার সঙ্গে সন্ধি-সংস্থাপনার্থ কলিকাতার ইংরাজ-দরবারের পূর্ব্ব সংকল্প পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; মীর কাসিমের পক্ষাবলম্বন করাই স্থির হইল। কৃতজ্ঞ মীর কাসিম সকলকেই যথাযোগ্য পুরস্কার বিতরণে সম্মত হইয়াছিলেন; সদস্যগণ প্রথমে প্রতিগ্রহ-স্বীকারে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া, উত্তরকালে মীর কাসিমের সম্মান-রক্ষার্থ কিছু কিছু গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।*

Colonel Caillaud.
Wm. Brightwell Sumner.
J. Zephaniah Holwell.
William Mac Guire Esqr.

Resolved unanimously, that the entering into an alliance with the Prince is a necessity and expedient measure. The president is accordingly desired to press Cassim Aly Khan on the subject of our expenses and our great distress for money, so as to draw from him some proposal of means for removing those difficulties by which probably we may be able to form a judgment, whether he might not be brought to join in this negotiation, and in procuring the Nabab's consent.

* Revolution in favor ouf Cassim, 1760.

Mr. Sumner	... ...	£ 28000
" Holwell	...	£ 30000
" M'c Guire	... ...	£ 20625
" Smith	... ...	£ 15354
Major York	... ...	£ 15354
General Caillaud	... ...	£ 22916
Mr. Vansittart	... ...	£ 58333
" M'c Guire ... 5000 G. Ms	...	£ 8750

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মুকুট-মোচন

A tool, a cipher, in the hands of the foreigners for whom he had betrayed his master, Mir Ja'far was allowed to rule, never to govern: Well for him that he did not possess the power to dive into futurity and behold the representative of his name and office, an unhonored pensioner of the people he had called in to subdue his country !—*Col. Malleson.*

ইংরাজ স্বদেশভক্ত বলিয়া ইতিহাসে চিরপরিচিত! স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা বা গৌরববর্দ্ধনের জন্য অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া, ইংরাজ ইতিহাসে অক্ষয়কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। মীর জাফর তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য স্বদেশদ্রোহে লিপ্ত হইয়া ইংরাজের ভাগ্যোন্নতি সাধন করিলেও, ইংরাজের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন নাই। কি সেকালে, কি একালে—ইংরাজ কখনই স্বদেশদ্রোহী মীর জাফরকে শ্রদ্ধা করিতে পারেন নাই। এই অশ্রদ্ধা সেকালে ঘৃণারূপে অভিব্যক্ত ছিল। ইংরাজেরা মীর জাফরকে ঘৃণা করিতেন; তাঁহার হস্তে শাসন-ক্ষমতা প্রদান করিয়া, তাঁহার অধীনে বাস করিতে সম্মত না হইয়া, তাঁহাকে নামমাত্র নবাব রাখিয়া, নিজেরাই বঙ্গ-ভাগ্য শাসন করিতেন। সুতরাং মীর জাফরকে পদচ্যুত করিতে তাঁহাদের বিশেষ মমতা হইবার কথা ছিল না!

মীর জাফরকে সিংহাসন দান করিয়া, আবার সে সিংহাসন কাড়িয়া লওয়া হইল কেন? উত্তরকালে তাহার রহস্যোদ্ঘাটনার্থে হলওয়েল লিখিয়াছিলেন,—"মীর জাফর এবং তৎপুত্র মীরণের কথা

জিজ্ঞাসা করিও না। তাহাদিগকে সিংহাসন দান না করিয়া, ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিলেই ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হইত!" * ইংরাজেরা সাময়িক স্বার্থরক্ষার জন্যই এই "ন্যায়সঙ্গত কার্য্য" না করিয়া, মীর জাফরের পক্ষে ফাঁসিকাষ্ঠের পরিবর্ত্তে রাজসিংহাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এখন সে সময় চলিয়া গিয়াছে;—এখন আর সিংহাসন কাড়িয়া লইতে কাহারও আপত্তি হইল না।

ইংরাজের কর্ত্তব্যনির্ণয়ে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার আবির্ভাব হইয়া থাকে; কিন্তু কর্ত্তব্যনির্ণয় সুসম্পন্ন হইলে, সংকল্প-সাধনের সময় সমস্ত গৃহ-কলহ শান্তিলাভ করে। বৃটনকুমারগণ বাহুতে বাহু বেষ্টন করিয়া সংকল্প-সাধনে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়া থাকেন। এই গুণে নথাগ্রগণনীয় বণিক্-সমিতির ইংরাজ-সদস্যগণ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার মোগল সিংহাসন বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। নচেৎ সেকালে ইংরাজের বাহুবল এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পাইত না।

উত্তরকালে মীর জাফরের মুকুট-মোচনের রহস্য-নির্ণয় করিবার জন্য বিলাতের মহাসভা অনেক আড়ম্বর করিয়াছিলেন!* কলি-কাতার ইংরাজ-কর্ম্মচারীরাও দুই দলে বিভক্ত হইয়া, বাদানুবাদপূর্ণ পুস্তক-পুস্তিকা প্রচার করিয়া, রহস্যনির্ণয়ের সহায়তা করিয়াছিলেন; † কিন্তু মুকুট-মোচন সময়ে কেহই প্রকাশ্যভাবে বাধা প্রদান করেন নাই।

---

* Meer Jaffier Aly Khan, and his son Miran, were more deserving a *halter* than Subahship of Bengal.—*Ho'well* (*India Tracts*) p. 102.

* First Report, 1772.
† Vansittart's Memorial.
Vansittart's Narrative.
Letter from certain Gentlemen.
Holwelle's Refutation of the same.
ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

কেহ কেহ বলেন, তখন গভর্ণর ও সেনাপতির গুপ্ত সংকল্প অনেকের নিকটেই অজ্ঞাত ছিল। যাঁহারা জানিয়াছিলেন, তাঁহারাও জানিতেন,—মীর জাফরই নবাব থাকিবেন; কেবল শাসনকার্য্যের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য জামাতা মীর কাসিম নাএব নবাব হইবেন। মীরণ এইরূপ নাএব নবাব ছিলেন; তাঁহার পদে মীর জাফরের জামাতার নিয়োগে কাহারও সন্দেহ জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। সেকালে গভর্ণর দেখা-সাক্ষাতের জন্য সসৈন্যে মুরশিদাবাদে গমনাগমন করিতেন; সুতরাং মুরশিদাবাদের লোকের মনেও সন্দেহ জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না।

গভর্ণর ভান্সিটার্ট এবং সেনাপতি কেলড কাশিমবাজারের ইংরাজ-কুঠিতে উপনীত হইলে, নূতন গভর্ণরের সম্মানরক্ষার্থ নবাব-বাহাদুরই প্রথমে কাশিমবাজারে উপনীত হইলেন। প্রথম সন্দর্শনে শিষ্টাচারের একশেষ হইল; ইংরাজ-গভর্ণর গুপ্ত-সংকল্প দন্তস্ফুট করিলেন না। দ্বিতীয় সন্দর্শনে মীর জাফর শুনিলেন—তাঁহার শাসনশৈথিল্যে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যা উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে; কার্য্য-কুশল কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া, সুশাসন সংস্থাপনের জন্যই বন্ধুগণ রাজধানীতে শুভাগমন করিয়াছেন। তৃতীয় সন্দর্শনের পূর্ব্বে—প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিবামাত্র—মীর জাফর প্রাসাদ-বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলেন—চারিদিকে কেবল ইংরাজের "লালকুর্ত্তি"—তাহার মধ্যস্থলে মীর কাসিমের রণ-পতাকা—সিংহদ্বারে গভর্ণরের পত্রহস্তে স্বয়ং সেনাপতি কর্ণেল কেলড সশস্ত্রে দণ্ডায়মান। * মীর জাফর বুঝিলেন, তাঁহার কাল পূর্ণ হইয়াছে। একবার বীরের ন্যায় অসিহস্তে আত্মরক্ষা করিতে বা

---

* A glance from the window of his palace showed him the red-coated English soldiers rallying round the standard of his kinsman in revolt against him.—*Col. Malleson's Decisive Battle of India*, p. 140.

তজ্জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু পুত্র-শোকার্ত্ত বৃদ্ধ নবাবের গুপ্ত-সংকল্প আবার পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।† সেই ইংরাজ—সেই কুটীল কৌশল—সেই রাজ-প্রাসাদ! মীর জাফর শিহরিয়া উঠিলেন। জীবনের মমতা জাগিয়া উঠিল; সিরাজদ্দৌলার দুর্দ্দশার কথা বুঝি তাঁহাকে অতীতের আত্মাপরাধ স্মরণ করাইয়া দিল!‡

তিন বৎসর পূর্ব্বে, পলাশির সমরাভিনয়ের বিচিত্র রঙ্গমঞ্চে, এক অঙ্কে মীর জাফরের পদতলে উষ্ণীষ রক্ষা করিয়া বালক সিরাজদ্দৌলাকে মুসলমান-সিংহাসন-রক্ষার্থ কাতর ক্রন্দনে সমুদ্যত দেখিয়া, বৃদ্ধ সেনাপতি সিংহাসন-রক্ষার্থ প্রাণবিসর্জ্জনের প্রতিজ্ঞায় কোরাণ হস্তে দণ্ডায়মান;—অন্য অঙ্কে সেই মীর জাফরই ইংরাজের সহায়তায় সিরাজদ্দৌলাকে প্রতারিত করিয়া তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্য সসৈন্যে চিত্রার্পিতের ন্যায় শত্রুসেনার কল্যাণকামনায় ধ্যানমগ্ন! ঠিক সেই উপায়ে, সেই মূল্যে, সেই বিপণিতে বিক্রীত হইবার সময়ে, মীর জাফরের দুঃখ-দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া ইতিহাসলেখকগণ নানা কল্পনার অবতারণা করিয়া, তাঁহার মানসিক ভাব বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তখন তাহা বাক্যাতীত অদৃষ্টবিড়ম্বনায় মীর জাফরের কণ্ঠরোধ করিয়া মনের কথা মনের মধ্যেই বিলীন করিয়া দিয়াছিল! তিনি মুকুট-মোচন

† You have thought proper to break your engagements. I would not mind. Had I such designs, I could have raised twenty thousand men and faught you if I pleased. My son the Chuta Nabab (Miran) forewarned me of all this.—মীরজাফর প্রথমে এইরূপ উত্তর দিবার কথা ম্যালকমের ক্লাইব-চরিত নামক পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়।

‡ Well, indeed, that eventful morning, might the thoughts of the old man have carried him back to a period little more than three years distant, when, on the field of Plassey, he, too, in secret compact with these same English had betrayed his kinsman and master to obtain the seat which another kinsman was now by similar means wresting from him.—*Decisive Battle of India* p. 139.

করিয়া, ধীরে ধীরে সিংহদ্বারে আসিয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। এই স্থানে তৃতীয় সন্দর্শন সমাপ্ত হইল! এই স্থানে মীর জাফরের জন্য কলিকাতায় ইংরাজের আশ্রয়ে জীবন-যাপনের ব্যবস্থাও স্থিরীকৃত হইয়া গেল! এই স্থানের বিচিত্র ঘটনাবলী বর্ণনা করিবার জন্য কলিকাতায় ইংরাজ সদস্যের মধ্যে কেহ কেহ পুস্তক রচনা করিয়া বিলাতে লিখিয়া পাঠাইলেন, "ইংরাজের ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞা ও জাতীয় সম্মান চূর্ণ করিয়া, ইংরাজ এইরূপে মীর জাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন!" *

মীর জাফর মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় আসিয়া, ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবার সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইতিহাসলেখকগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া কেহ মীর জাফরকে, কেহ বা ইংরাজকে ভর্ৎসনা করিয়া আসিতেছেন। একদল বলেন—ইংরাজ বাইবেল চুম্বন করিয়া, ঈশ্বর ও যীশু খৃষ্টের পবিত্র নামে মীর জাফরের সঙ্গে যে ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার সম্মান-রক্ষার্থ তাহারা মীর জাফরের সিংহাসন রক্ষায় বাধ্য থাকিয়াও, অর্থলোভে সে সিংহাসন অন্যের নিকট বিক্রয় করায়, ইংরাজ-কলঙ্ক দুরপনেয় হইয়া রহিয়াছে! †

আর একদলের বিশ্বাস, "যত দোষ নন্দ ঘোষ"—মীর জাফরই সকল অপরাধে অপরাধী। তাঁহারা বলেন, "এই প্রভাতে মীর জাফর হয় ত পলাশীর কথা অবশ্যই স্মরণ করিয়াছিলেন। পলাশীক্ষেত্রে তাঁহার স্নেহভাজন তরুণ নরপতি যেরূপ সকরুণ আবেদনে মুকুট-রক্ষার্থ উত্তেজনা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেদিন সে কথায় কর্ণপাত করিয়া রাজভক্তি প্রকাশ করিলে, আজ হয় ত মীর জাফর বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার উদ্ধারকর্ত্তা

* Thus was Jaffier Aly Khan deposed in breach of a treaty founded on the most solemn oaths and in violation of the national faith.—*Letter from some Gentleman of the Calcutta Council.*

† He was the sworn and blood-knit ally of the Company, and if ever men were bound by decency to maintain at least the form of good faith the Governor and Council of Calcutta was so bound. —*Torren's Empire in Asia.*

'সিপাহ্ সালার' বলিয়া স্বদেশে কত সমাদরে পদগৌরব বিস্তার করিতে পারিতেন ;—তাঁহার দেশও সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইতে পারিত !" *

দোষ কাহার,—তাহার সূক্ষ্ম বিচারে জয়লাভ করা অসম্ভব। সেকালে কে কাহাকে বিশ্বাস করিত ? বিপ্লবে বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইয়া, বঙ্গীয় শস্যক্ষেত্রের ন্যায়, রাজনৈতিক পুণ্যক্ষেত্রও কণ্টক-বনে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সেরূপ সময়ে, সেরূপ দেশে, মীর জাফর কেন— অতি অল্পলোকেই দেশের কথা ভাবিয়া দেখিতেন। স্বার্থত্যাগ ও আত্মবিসর্জ্জনে সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন রক্ষা করিয়া মীর জাফর স্বদেশের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া গৌরব লাভ করিতেন, কি অল্পদিনের মধ্যেই অন্য বিপ্লবে, অথবা অমূলক সন্দেহে পড়িয়া বিনা বিচারে পদবিচ্যুত হইতেন,— তাহারও কিছুমাত্র নিশ্চয়তা ছিল না। এরূপ ক্ষেত্রে জনসমাজ দেশের জন্য খাটিতে, দেশের জন্য মরিতে, দেশের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা লাভ করে না। মীর জাফরও সেরূপ শিক্ষালাভের অবসর প্রাপ্ত হন নাই। সেকালের ইংরাজের অপরাধ অধিক হইলেও, ইতিহাসে তাহা অতিরঞ্জিত হইবার ত্রুটি হয় নাই। কে কাহাকে বিশ্বাস করিত ; কে ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞা-রক্ষার্থ স্বার্থ-বিসর্জ্জনে সম্মত হইত ? সময় ও সুযোগই সকল কার্য্যের নিয়ামক হইয়া উঠিয়াছিল। মীর জাফর সন্ধিপত্র অস্বীকার করিয়া, প্রতিজ্ঞাভঙ্গের সময় ও সুযোগ পাইলে, তাহা কদাচ পরিত্যাগ করিতেন না ; বাহুবলে ইংরাজ তাড়াইবার সময় ও সুযোগ পাইলে, কদাচ ইংরাজবন্ধুর লণ্ঠনগ্র

---

* He could not but contrast his position, threatened by the men to whom he had sold his country, with that which he would have occupied it at Plassey, he had been loyal to the boy relative who had, in the most touching terms, implored him to defend his *turban*. With the prestige of having been the main factor in the destruction of the insolent foreigners who had since dictated to him he would have weilded a real power ; his country would have been secure.—*Decisive Battles of India*, p. 140.

হইয়া তাঁহাদের আদেশ-বহনের জন্য ইতিহাসে "ক্লাইবের গর্দ্দভ" নামে পরিচিত হইতেন না। সময় এবং সুযোগের অভাবে যে বন্ধু বন্ধুরূপে করমর্দ্দন করিতেছে, সময় ও সুযোগ পাইবামাত্র সে বন্ধু শত্রুরূপে প্রাণ হরণ করিতেও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবে না, সে বন্ধুকে সেকালের ইংরাজ-বাঙ্গালী মৌখিক শিষ্টাচার রক্ষার্থ-ই বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিত; কিন্তু সকলেই সকলকে বিলক্ষণ চিনিত। এরূপ অবস্থায়, এতদিন পরে, আমাদের পক্ষে সূক্ষ্মবিচার করিয়া, ইংরাজকে অব্যাহতি দিয়া, মীর জাফরকে অপরাধী সাজাইয়া, অথবা মীর জাফরকে অব্যাহতি দিয়া, ইংরাজকে অপরাধী সাজাইয়া, ইতিহাস রচনা করা শোভা পায় না। উভয়েরই দোষ গুণ একরূপ; উভয়েই ইতিহাসের চক্ষে চিরকলঙ্কে কলঙ্কিত! উভয়েই রাজবিদ্রোহী!

ইংরাজ সুযোগ লাভ করিলে, মীর জাফরকে নামমাত্র নবাব রাখিয়া, এদেশের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিবেন; সিংহাসনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে মীর জাফর কেন,—প্রতিভাশালিনী রাণী ভবানী ভিন্ন—আর কেহই সেরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করেন নাই। সেকালে সিংহাসনলাভের জন্য সকলেই অর্থবলে ঠিকা লাঠিয়ালের ন্যায় ঠিকা সৈন্য সংগ্রহ করিতেন। মীর জাফরও সেইভাবে ইংরাজের সহায়তা গ্রহণ করিতেছেন ভাবিয়া, ইংরাজকে বন্ধুভাবে সম্ভাষণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সিংহাসনে পদার্পণ করিবামাত্র ইংরাজবন্ধুর ক্ষমতাবিস্তারকৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, মীর জাফর নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই তাহার গতিরোধের চেষ্টা করিতে সাহস পান নাই। মীরণ উত্তেজিত হইতেন। মীর জাফরের পরবর্ত্তী করুণ বিলাপে স্পষ্টই বোধ হয়, মীরণ তাঁহাকে সতর্ক করিতেও ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু ভাগ্যদোষে মীর জাফরের পক্ষে ভ্রম সংশোধনের সুবিধা ও সুযোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মীর কাসিম ইহার জন্য নীরবে ওষ্ঠদংশন করিতেন। কেহ জানিত না,

আকারে ইঙ্গিতেও অনুমান করিবার অবসর পাইত না—কিন্তু মীর কাসিম এই কলঙ্ক মোচন করিবেন বলিয়া নীরবে সময় ও সুবিধার প্রতীক্ষায় অধীর হৃদয়ে কালযাপন করিতেছিলেন।

সরলভাবে সম্মুখ সমরে বিদেশীয় বণিক্-সমিতির দর্প চূর্ণ করিয়া শ্বশুরের সিংহাসন স্বাধীন করিয়া দিলে, কাসিম আলির স্মৃতি কলঙ্কলিপ্ত হইত না। তিনি শ্বশুরের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া, কৌশলে সিংহাসন অধিকার করায়, কেহ তাঁহার গুপ্ত-সংকল্পের বিচার করিতে চাহেন না; তাঁহাকেও মীর জাফরের ন্যায় নিন্দা করিয়া থাকেন। কাসিম আলির এই কলঙ্ক অলীক বলিবার উপায় নাই;—ইহা দুরপনেয়!

তথাপি মীর জাফর এবং মীর কাসিমের অপরাধের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। সিরাজদ্দৌলার সময়ে ইংরাজ কেবল বণিক্, মুসলমানই সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী। সে সময়ে সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা মীর জাফরের পক্ষে—স্বজাতিদ্রোহ। কোরাণ স্পর্শ করিয়া, সিংহাসন রক্ষার প্রতিজ্ঞা করিয়া, কার্য্যকালে বিপরীত ব্যবহার করা—স্বধর্ম্মদ্রোহ। মীর জাফরের সময়ে ইংরাজকে কেবল বণিক্ বলা যায় না; তাঁহারাই তখন সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী। সে সময়ে মীর কাসিমের পক্ষে তাঁহাদের কবল হইতে সিংহাসন উদ্ধারের চেষ্টা, মীর কাসিমের পক্ষে স্বজাতিদ্রোহ বলিয়া নিন্দা করা যায় না। মীর কাসিম কাহারও নিকট কোরাণ স্পর্শ করিয়া, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, বিপরীত ব্যবহার করেন নাই বলিয়া, তাঁহার কার্য্য স্বধর্ম্মদ্রোহ নামেও নিন্দিত হইতে পারে না। তথাপি শ্বশুর এবং জামাতার সিংহাসনলাভের উদ্দেশ্য পৃথক্ হইলেও, পথ এক। সে পথ সর্ব্বথা নিন্দনীয়; কোরাণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায়, মীর জাফরের পক্ষে তাহা আরও নিন্দনীয় হইয়াছিল।

মীর জাফর এবং মীর কাসিম এখন নিন্দা-প্রশংসার অতীত রাজ্যে গমন করিয়াছেন। সে সময়ে তাঁহাদের কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিবার স্বাধীনতা ছিল না, সে সময়কে বহু দূরে পরিত্যাগ করিয়া গৌরবোজ্জ্বল নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। ইতিহাস এখন সমালোচনার স্বাধীনতা লাভ করিয়া, সভ্য সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। এখন এই সকল পুরাকাহিনীর আলোচনার প্রকৃত অবসর উপস্থিত হইয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নূতন নবাব

In a short time (Mir Kasim) came to hate (the English) with all the intensity of a bitter and brooding hatred. He had full reason to do so ; for the annals of no nation contain records of conduct more unworthy, more mean, and more disgraceful than that which characterised the English Government of Calcutta during the three years which followed the removal of Mir Jafar.—*Col. Malleson.*

ইংরাজেরা কি উদ্দেশ্যে মীর জাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন, সে কথার কেহ বিচার করিতে পারিল না। তাঁহারা যথাশাস্ত্র ধর্ম্ম-শপথ করিয়া, মীর জাফরের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন; হাতে ধরিয়া মীর জাফরকে সিরাজদ্দৌলার শূন্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; সর্ব্বাগ্রে মীর জাফরকে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার বলিয়া সর্ব্ব সমক্ষে অভিবাদন করিয়া "নজর" দান করিয়াছিলেন। গোপনে এবং প্রকাশ্যে চিরসৌহার্দ্দজ্ঞাপনের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। তাঁহারাই আবার মীর জাফরকে সিংহাসনচ্যুত করায়, ইতিহাসে ইংরাজের নাম কলঙ্কযুক্ত হইয়া উঠিল। তজ্জন্য ইংরাজ-লেখকবর্গও সেকালের ইংরাজগণকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া গিয়াছেন।

এ দেশের লোক বাস্তভিটার সুখ দুঃখ লইয়া ব্যতিব্যস্ত। ভারতবর্ষের জনসমাজ যে ভাবে নিভৃত পল্লী-নিকেতনে বাস করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহাতে রাজধানীর রাজনীতিক কূটকৌশলের সহিত তাহাদের কিছুমাত্র সংশ্রব থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তাহারা এ সকল

বিপ্লবের ভাল মন্দের বিচার করিতে চাহিত না; রাজাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানিবারও অবসর প্রাপ্ত হইত না। আপন আপন বাসগ্রামের জমিদারকে কর প্রদান করিয়া, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে নিশ্চিন্ত মনে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। ইহাই এ দেশের প্রজাসাধারণের জীবনযাত্রার সনাতন পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং বিদেশের বণিক্ আসিয়া, একজনের পুরাতন সিংহাসনে আর একজনকে বসাইতেছে কেন, কেহ তাহার কোনরূপ কারণ জিজ্ঞাসা করিল না। বরং কেহ কেহ মীর জাফরের অধঃপতনে শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়া, সেকালের ঋষিবংশের গুণানুকীর্ত্তন করিয়াই, এ বিষয়ের সমস্ত আলোচনা সমাপ্ত করিয়া রাখিল। এই কারণে, বিনা রক্তপাতেই রাষ্ট্রবিপ্লব সুসম্পন্ন হইল। কোন কোন ইংরাজ লেখক ইহাকেও আমাদের কাপুরুষত্বের নিদর্শন বলিয়া ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়া থাকেন। তজ্জন্য ইংরাজের ইতিহাসে আমরা চিরশান্তিপ্রিয়, সরল স্বভাব ও নিতান্ত উপহাসের সামগ্রী বলিয়া পরিচিত!*

দেশের লোকে আপত্তি করিল না বটে, কিন্তু এই রাষ্ট্রবিপ্লবেই ইংরাজের রাজশক্তি শিথিল হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল! মীর জাফরের পক্ষে ইংরাজশক্তি চূর্ণ করিবার সম্ভাবনা ছিল না; মীর কাসিমের পক্ষে ইংরাজদমনের চেষ্টা করা সহজ হইয়া উঠিল!

মীর জাফর স্বার্থসিদ্ধির লোভে ইংরাজের সহায়তা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইংরাজের সহায়তায় সিংহাসন লাভ করিয়া, ইংরাজের সহায়তায় সিংহাসন রক্ষা করিবেন বলিয়াই মীর জাফর সাহস করিয়া সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে প্রকাশ্যে বা গোপনে ইংরাজের উচ্ছেদসাধনের

---

* The people of Bengal cared nothing about the change of Nawabs; and thus the English could already depose and set up Nawabs at will.—*Early Records of British India*. p. 273.

চেষ্টা করিবার সম্ভাবনা ছিল না। মীর কাসিমও স্বার্থসিদ্ধির লোভেই ইংরাজকে প্রভু-পদে বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজের সহায়তায় সিংহাসন লাভ করিয়া বাহুবলে সিংহাসন রক্ষা করিয়া, আত্মশক্তিতে রাজ্যশাসন করিবার জন্যই মীর কাসিম শ্বশুরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে সিংহাসন লাভ করিবামাত্র প্রকাশ্যে ও গোপনে ইংরাজের উচ্ছেদ সাধনের সম্ভাবনা ছিল, এ কথা তখনকার ইংরাজ-দরবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখেন নাই। তাঁহারা মীর কাসিমকেও দ্বিতীয় মীর জাফর মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

মীর জাফর ও মীর কাসিম উভয়েই স্বার্থসিদ্ধির লোভে গর্হিত পন্থায় সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু উভয়ের স্বার্থের মধ্যে পার্থক্য ছিল। মীর জাফরের স্বার্থ—সম্ভোগ; মীর কাসিমের স্বার্থ—আত্ম-বিসর্জ্জনে মোগল রাজশক্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা! মীর জাফরকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য, সিংহাসনে পদার্পণ করিয়াও, ইংরাজের কণ্ঠলগ্ন থাকিতে হইয়াছিল। মীর কাসিমকে সিংহাসনে পদার্পণ করিবামাত্র গলপাশ মোচনের জন্যই সচেষ্ট হইতে হইল। ইহাই যে মীর কাসিমের গুপ্ত-সংকল্প, তাহা উত্তরকালের ইতিহাসে সুব্যক্ত হইলেও, সেকালের ইংরাজদিগের নিকট প্রথম সুব্যক্ত হয় নাই। সুতরাং তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালী যতই নিন্দার্হ হউক, তাঁহাদিগকে মূর্খ বলিয়া অতিমাত্রায় তিরস্কার করা যায় না। তাঁহারা মীর জাফরকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিয়াও, মীর জাফরের নিকট বন্ধু বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। মীর কাসিম ইংরাজকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিয়াও, অনেক দিন পর্য্যন্ত ইংরাজের নিকট বন্ধু বলিয়াই পরিচিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।* তাঁহার গুপ্ত-সংকল্পের সন্ধান পাইলে, ইংরাজ-দরবার স্বজাতির

---

* From the first Meer Cossim was bent on emancipating himself from the English.—*Early Records of British India*, p. 273.

উচ্ছেদ সাধনের সহায়তা করিতে কদাচ সম্মত হইতেন না। ভান্সি-টার্টের কর্ম্মফল কালে আত্মদ্রোহরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তিনি আত্মদ্রোহে লিপ্ত হইবেন বলিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক মীর কাসিমের সহায়তা করেন নাই। পুরাতন নবাব ইংরাজহস্তের ক্রীড়াপুত্তল ছিলেন; নূতন নবাবের হস্তে ইংরাজেরাই ক্রীড়াপুত্তলে পরিণত হইবার উপক্রম হইল। ইহার মূলে ইংরাজের অজ্ঞতা, মীর কাসিমের শাসন-কৌশল। ইহার সহিত ভান্সিটার্ট বা ইংরাজ-দরবারের স্বদেশদ্রোহের সংশ্রব ছিল না।

সিরাজদ্দৌলার অধঃপতন সাধন করিবার সময় ইংরাজেরা ভাবিয়া-ছিলেন—রাষ্ট্রবিপ্লবে ইংরাজের অবাধ বাণিজ্য সংস্থাপিত হইবে; ইংরাজ-শক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে; ইংরাজের পদোন্নতির সূত্রপাত হইবে; বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যায় রামরাজ্য সুবিস্তৃত হইবে। মীর জাফর সিংহাসনে পদার্পণ করিতে না করিতেই সে মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ইংরাজেরা সহসা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চাহিয়া দেখিলেন—নিয়ত সমর-কোলাহলে লিপ্ত হইয়া, ইংরাজের বাণিজ্য বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে; ইংরাজশক্তি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত না হইয়া, অর্থাভাবে ইংরাজ-কুঠি উঠিয়া যাই-বার উপক্রম হইয়াছে; ইংরাজের পদোন্নতির সূত্রপাত না হইয়া, সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে; বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যায় রামরাজ্য সুবিস্তৃত না হইয়া, অহিফেনাসিক্ত বৃদ্ধ মীর জাফর ও তাঁহার কুক্রিয়াসক্ত অশান্ত পুত্র মীরণের শাসনকৌশলে দেশের মধ্যে হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

তখন আত্মকার্য্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া, অনেকেই শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন;—যে-কোন ছল ছুতায় ভ্রমসংশোধনের চেষ্টা করিবার প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। সেনাপতি ক্লাইব নিজেও তাহা আকারে-ইঙ্গিতে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। মীর জাফরের

উপর অসন্তোষ যতই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, ততই মনে হইতে লাগিল, মীর জাফরের অযোগ্যতাই সকল অনর্থের মূল; তাঁহাকে তাড়াইতে পারিলেই, শান্তি এবং কল্যাণ আসিয়া যুগপৎ ইংরাজ বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিবে! মীর জাফরকে তাড়াইয়া দেওয়া সহজ কথা। ইংরাজের মুখের কথা তাঁহাকে নবাব করিয়াছে, ইংরাজের মুখের কথা তাঁহাকে ভিখারী করিতে কতক্ষণ! কিন্তু নবীন নবাব অধিকতর অযোগ্য হইবেন কিনা—সে কথা কেহ ভাবিয়া দেখিলেন না। মীর কাসিম সময় বুঝিয়া পুরস্কারের প্রলোভন দিয়া, স্বার্থ সাধন করিলেন! ইংরাজেরা একটি ভ্রম অপনোদন করিবার আশায়, আর একটি ভ্রমে নিপতিত হইলেন।

মোগল-শাসন শক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাই মীর কাসিমের প্রধান সংকল্প; সুতরাং ইংরাজ দমন করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তখন ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই রাষ্ট্রবিপ্লবের অভ্যুদয় হইয়াছে। দিল্লীশ্বরের শাসনক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে, অযোধ্যায়—উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে—সর্ব্বত্র বাহুবল ও ছল-কৌশলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এ সময়ে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যা হইতে ইউরোপীয় শক্তি নির্ম্মূল করিতে পারিলে, এদেশ যে মুরশিদাবাদের নবাববংশের স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইতে পারে, আলিবর্দ্দী তাহা পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সে কথা সিরাজদ্দৌলাকে উত্তেজিত ও ইংরাজের সহিত কলহে লিপ্ত করিয়া সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিল;—পাত্র মিত্র অনুকূল থাকিলে, আলিবর্দ্দীর আশা সফল করা যে অসম্ভব নহে, এই বিশ্বাস মীর কাসিমকেও বিচলিত করিয়া তুলিল। সুতরাং ইংরাজ দমন করাই তাঁহার লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তিনি ইহার জন্য সর্ব্ব প্রকার আত্মত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া, সিংহাসনে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এবং সিংহাসনে পদার্পণ করিবামাত্র লক্ষ্য সাধনের আশায় ন্যায়-অন্যায়ের তুলাদণ্ড অতল জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

সিংহাসনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে মোগল-শাসন-শক্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা যত অনায়াসসাধ্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল, সিংহাসনে পদার্পণ করিয়া তাহা আর তেমন বোধ হইতে পারিল না! মীর কাসিম বুঝিলেন—যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া যে রাজসিংহাসন ক্রয় করিয়াছেন, তাহা একখণ্ড অকিঞ্চিৎকর প্রস্তরফলকমাত্র! রাজকোষে অর্থ নাই।* সেনাদল বেতনাভাবে বিদ্রোহোন্মুখ। পাত্রমিত্রগণ লুণ্ঠন-পরায়ণ। ইংরাজের ভয়ে কাহাকেও কিছু বলিতে না পারিয়া, "ক্লাইবের গর্দ্দভ" মীর মহম্মদ জাফর খাঁ বাহাদুর মোগল-শাসন-শক্তির মূলোচ্ছেদ করিয়া গিয়াছেন। আর কি তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইতে পারে?

এরূপ ক্ষেত্রে অন্য লোকে হয় ত নিতান্ত ভগ্নমনোরথ হইয়া, অসম্ভবের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আত্মবিসর্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিতেন না। কাসিম আলির প্রকৃতি সেরূপ নহে। সাংসারিক ব্যাপারে তাঁহার কুশাগ্রবুদ্ধি নিতান্ত প্রখর ছিল; লোকচরিত্র সমালোচনায় নিরতিশয় সাফল্যলাভ করিয়াছিল। কার্য্যকুশলতায়, অকুতোভয়তায়, ক্ষিপ্রকারিতায় এবং উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী উপায়োদ্ভাবনে তাঁহার প্রতিভা ভূয়োদর্শন-গুণে সমধিক বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিপদে ধৈর্য্য, বৈরনির্য্যাতনে কঠোরতা, সংকল্পসাধনে অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায়, কাসিম আলির সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।† তিনি অবিচলিত হৃদয়ে দৃঢ়পদে সংকল্পসাধনে অগ্রসর হইলেন!

ইংরাজদিগের গৃহকলহে মীর কাসিমের পথ সহজ হইয়া উঠিল।

* To meet all these demands, he found in the treasury only about 50,000 rupees and plate and jewels to the amount of between 3 and 4 lakhs more.—*Broome's Rise and Progress of the Bengal Army*, vol. I. 316.

† He was a man of considerable ability, far above the ordinary run of his countrymen, active and energetic, an excellent man of business and attentive to all details himself, he was shrewd and of quick discernment, expert in estimating the characters of

মীর জাফর সিংহাসনচ্যুত হইয়া কলিকাতায় আসিবার পর ইংরাজ-দরবারে তুমুল তরঙ্গ সমুত্থিত হইল। একদল মীর জাফরের জন্য করুণ ক্রন্দনে মগ্ন হইলেন; আর একদল মীর কাসিমের প্রশংসাবাদে সভাস্থল কম্পিত করিয়া তুলিলেন। দুই দল পরস্পরের ভ্রম ত্রুটি ও অপরাধ প্রমাণ করিবার জন্য আত্মকলহে লিপ্ত হইবামাত্র, কার্য্য-কুশল নূতন নবাব বুঝিলেন—ইহাই উপযুক্ত অবসর। তিনি গভর্ণরের দলের শরণাপন্ন হইলেন। তখন সেই দলেরই প্রাধান্য। সুতরাং মীর কাসিমের পক্ষে সংকল্পসাধনে অগ্রসর হওয়া সহজ হইয়া পড়িল।

বৃদ্ধ অহিফেনাসক্ত দুর্ব্বলচিত্ত বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরকে কেহই সচ্চরিত্রের আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন না।* তথাপি তাঁহার পদচ্যুতি লইয়া ইংরাজমণ্ডলীতে গৃহকলহ উপস্থিত হইল কেন, তাহা এক ঐতিহাসিক বিস্ময়ের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। উভয় দলের বাদানুবাদপূর্ণ কটুকাটব্যে ইতিহাস ভারাক্রান্ত রহিয়াছে; এতদিনের পর তাহার ভিতর হইতে সত্য নিষ্কাষণের চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম মাত্র। মীরজাফরকে পদচ্যুত করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা সত্য কথা। কিন্তু তাহার সহিত পুরস্কারের গন্ধ না থাকিলে, ইংরাজবণিকের দুর্নামে ইতিহাস পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত না!

গভর্ণর ভান্সিটার্ট ইংরাজবণিক-দরবারের নেতৃত্বভার গ্রহণ

---

those with whom he had to deal, and where his own immediate interest or passions were not concerned, he appears to have had the good of the province generally at heart, and to have administered the government both in the Judicial and Revenue Departments with vigour and justice.—*Broome's Rise and progress of the Bengal Army*, vol. I. 315.

* He who could pledge the most solemn oaths of fidelity to a sovereign of whose throne he was about to take possession, could scarcely be regarded as a pattern of moral excellence.—*Thornton's History of the British Empire in India*, vol. I. 406.

করিবার পূর্ব্বেই গভর্ণর হলওয়েল এবং সেনাপতি কেলড মীর জাফরের সিংহাসনচ্যুতির সমুদায় ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। হলওয়েলের মন্ত্রণাক্রমে ভান্সিটার্ট প্রকাশ্য দরবারের আদেশ গ্রহণ না করিয়া, অল্প কয়েক জন সদস্যের সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া, মীর জাফরকে সিংহাসনচ্যুত করেন। কাসিম আলি এই অল্প কয়েকজন সদস্যকেই পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইংরাজ-দরবারে অন্যান্য সদস্যগণ পুরস্কারলাভাশায় বঞ্চিত হইয়া ঈর্ষ্যাবশতই যে গৃহকলহ উপস্থিত করিয়াছিলেন, ইহাই অধিকাংশ ইংরাজ-লেখকদিগের বিশ্বাস।* যাঁহারা মীর জাফরের পক্ষাবলম্বন করিয়া ভান্সিটার্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম আমিয়ট্, ইলিস্, মেজর কার্ণাক্, স্মিথ এবং ভেরেলেষ্ট। ইংরাজ-সরকারের তদানীন্তন সদস্যদিগের মধ্যে কেবল আমিয়টই হলওয়েলের কনিষ্ঠ ছিলেন; হলওয়েলের পদত্যাগে তাঁহারই গভর্ণর হইবার কথা! তাঁহার অবশ্যপ্রাপ্য অধিকারে নবাগত ভান্সিটার্ট পদার্পণ করায়, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইলিস্ যদিও নবাগত, তথাপি তিনি পাটনার গোমস্তা হইবেন বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন; ভান্সিটার্ট ঐ পদে ম্যাগুয়ারকে নিযুক্ত করায়, কোপনস্বভাব ইলিস্ অতিমাত্র অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। মেজর কার্ণাক্ সম্প্রতি বিলাত হইতে প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভান্সিটার্ট কিছু

* Notwithstanding the obvious advantages already obtained and the improved prospects held out by the change, the personal interests of the opponents led them to condemn the whole proceeding, and a series of disgraceful disputes commenced, which were finally productive of the destruction of many of those concerned and of the most disastrous consequences to the interests of the Company generally, from which they were only rescued by the gallantry of the Army and the ability of its leaders.—*Broome's Rise and Progress of the Bengal Army*, vol. I. 318,

দিনের জন্য কেলডকেই পাটনায় সর্ব্বময় কর্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া মেজর কার্ণাককে উপেক্ষা করায়, তিনিও অপমান বোধ করিয়াছিলেন। স্মিথ এবং ভেরেলেষ্ট পুরাতন সদস্য; কিন্তু তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া গোপনে সমুদয় পরামর্শ শেষ করায়, তাঁহারাও ভান্সিটার্টের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়াছিলেন। * যাঁহারা ভান্সিটার্টের পক্ষ সমর্থন না করিয়া ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বলেন—ভান্সিটার্টের সমস্ত কার্য্যই অন্যায় ও অভদ্রোচিত, কেবল উৎকোচলোভেই তিনি তাহাতে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

মীর কাসিমের সঙ্গে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যে গুপ্ত-সন্ধিপত্র সম্পাদিত হয়, তাহাতে ইংরাজের বিবেচনায় আপাততঃ কোম্পানীর নানা উপকার লাভের সম্ভাবনা হইয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে মীর জাফর ইংরাজগণকে যে ধনরত্ন দানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ প্রদত্ত হয় নাই; শীঘ্র যে প্রদত্ত হইতে পারিবে, এরূপ আশাও বিনষ্ট হইয়াছিল। শাহজাদা প্রবল পরাক্রমে বঙ্গভূমির উপর আপতিত হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন; মীর জাফরের ন্যায় অকর্ম্মণ্য নবাব তাহার গতিরোধের জন্য সেনাবল

* Foremost among the opponents of Mr. Vansittart, who was rendered generally unpopular by his having been brought from another Presidency, was Mr. Amyatt. the Senior Member of Council next to Mr. Holwell; this gentleman never forgave the fact of his own supercession; he was supported by Mr. Ellis, who had just arrived from England and Major Carnac, a man of violent passions, and who took offence at Mr. Vansittart's refusal to appoint him to succeed Mr. Amyatt at Patna, a situation which was conferred on Mr. Mcgure; Major Carnac joined this party, his pride having been wounded by Mr. Vansittart's resolution to retain Col. Callaud in the command of the troops until affairs were settled. Mr. Smyth, and Mr. Verelest took the same side, considering themselves slighted as members of Council in not having been officially informed of the arrangements in contemplation which were entirely conducted by the Select Committee.—*Broome's Rise and Progress of the Bengal Army*, vol. I, 318.

বা অর্থবল সংগ্রহ করিয়া ইংরাজের বাণিজ্যরক্ষায় কৃতকার্য্য হইবার আশা ছিল না। কোম্পানীর কারবার অর্থাভাবে যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছিল। মীর কাসিমের সন্ধিসূত্রে এই সকল বিষয়ে ইংরাজের আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূর হইল বলিয়া, গভর্ণরের দল বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে রাষ্ট্রবিপ্লবসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কোম্পানীর কল্যাণ সাধন করাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল; কোম্পানীর সর্ব্বনাশ করিয়া আত্মোদর পূর্ণ করা কাহারও লক্ষ্য ছিল না। কাগজ-পত্র দেখিয়া এই কথা এদেশে এবং বিলাতে বুঝাইয়া দিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করা কঠিন হইল না। সুতরাং প্রতিপক্ষকেই নিরস্ত হইতে হইল।

কলিকাতার দরবারে গভর্ণরের পক্ষই প্রবল হইল; প্রতিবাদকারিগণ সুদীর্ঘ মন্তব্যলিপি রচনা করিয়া বিলাতে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যায় ভান্সিটার্টের মতানুসারেই সমস্ত কার্য্য পরিচালিত হইতে লাগিল। তিনি সকল কার্য্যেই কাসিম আলির পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন।

নূতন নবাব "নাসির উল্ মোল্ক ইম্তিয়াজ উদ্দৌলা মীর মহম্মদ কাসিম আলি খাঁ নস্রৎ জঙ্গ বাহাদুর" সিংহাসনে পদার্পণ করিয়াই অর্থসঞ্চয়, বিদ্রোহদমন, শাহাজাদার অভিযানের গতিরোধ এবং প্রজা-রক্ষার উপায় উদ্ভাবনার্থ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ইহার প্রত্যেক কার্য্যেই ইংরাজের কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে বলিয়া ভান্সিটার্টপ্রমুখ সদস্যগণ কাসিম আলির পৃষ্ঠপোষণ করিতে লাগিলেন; সুতরাং সুচতুর নূতন নবাব এই সকল ছিদ্রপথেই আত্মসংকল্প সাধনের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

অর্থসংগ্রহের জন্য কাসিম আলি যে সকল নূতন উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহা কাহারও বিস্ময়োৎপাদন করিল না। নূতন নবাবের

আদেশে মোগল রাজপ্রাসাদের ইতিহাস-বিশ্রুত বিলাসতরঙ্গ সহসা তিরোহিত হইয়া গেল;—নৃত্যগীত অর্দ্ধপথে স্তম্ভিতপদে অবসন্ন হইয়া পড়িল; হাস্য কৌতুক রাজপ্রাসাদ হইতে সসম্ভ্রমে বহুদূরে দণ্ডায়মান হইল; ঐশ্বর্য্যচ্ছটা অপসারিত হইয়া গেল; অগণিত দাস-দাসীর সংখ্যা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া উঠিল;—যাহা না থাকিলে সংসার চলে না, কেবল তাহাই রহিল। অন্যান্য সকল বিষয়েই ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়া গেল! রাজপুত-রাজশক্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য মহারাজ প্রতাপসিংহ বৃক্ষপত্রে ভোজন ও তৃণশয্যায় শয়ন করিতেন! মোগলরাজশক্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার আশায় কাসিম আলি আত্মসুখ-সম্ভোগের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা তিরোহিত করিয়া ব্যয়সংক্ষেপ সাধন করিলেন। এ বিষয়ে কাসিম আলির সমকক্ষ নরপতি বঙ্গসিংহাসনে পদার্পণ করেন নাই!

নবম পরিচ্ছেদ

ইংরাজ-বণিকের জমিদারীলাভ

Mir Kassim was shrewd and of quick discernment.

—*Broome's Bengal Army.*

মীর জাফরের অসঙ্গত বাৎসল্যবশতঃ কয়েকজন সামান্যপদস্থ রাজানুচর বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা মীর জাফরের দুর্দ্দশার দিনে সুবা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিকাংশ রাজকর কুক্ষিগত করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কিনুরাম, মন্নুলাল এবং চিকনলালের নাম ইতিহাসে স্থানলাভ করিয়াছে। ইহারা সকলেই নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর ভৃত্যরূপে নবাব সরকারে প্রবেশ করে; মীর জাফরের ভাগ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের এতদূর পদোন্নতি হইয়াছিল যে, সে সময়ে মন্ত্রিমহাশয়দিগকেও এই সকল ভৃত্যবর্গের নিকট প্রসাদ ভিক্ষা করিতে হইল। স্বার্থসাধনই ইহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য; সুতরাং ইহারা মীর জাফরের অধঃপতন-সময়ে ধনরত্ন কুক্ষিগত করিয়া নিরাপদ স্থানে সরিয়া পড়িতেছিল। সুচতুর নূতন নবাব ইহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া, হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন।

সেকালের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়—নরপালদিগের কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হইলে, নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তির উপরেও রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ভার নিক্ষিপ্ত হইত। মীর জাফরের শাসন-সময়েও তাহাই হইয়াছিল। রাজস্বসংক্রান্ত জটিল বিষয়ের ভার অপেক্ষাকৃত সুযোগ্য রাজকর্ম্মচারীর প্রতি নিক্ষিপ্ত না হইয়া এই সকল সামান্য ভৃত্যবর্গের উপর

নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাহারা আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ বুঝাইয়া দেওয়া দূরে থাকুক, রাজস্বসংক্রান্ত প্রধান প্রধান বিষয়েরও সদুত্তর প্রদান করিতে পারিল না। কাসিম আলির আদেশে ইহাদিগের এবং ইহাদের অধীন রাজকর্ম্মচারীদিগের পদচ্যুতি হইল; এবং ইহাদের মধ্যে যাহার যাহা কিছু ছিল সমস্তই রাজভাণ্ডারে আনীত হইল। এই সময়ে অর্থের নিতান্ত টানা-টানি;—মুরশিদাবাদের নবাবসেনা বেতন না পাইয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছে; শাহজাদার অভিযানের গতিরোধ করিবার জন্য পাটনা প্রদেশে কর্ণেল কেলডের অধীনে যে সকল গোরা সৈন্য ছিল, তাহারা তন্‌খার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে; বিহারের নবাবসেনা দীর্ঘকাল বেতন না পাইয়া অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে। মুরশিদাবাদের ইতিহাসবিখ্যাত রাজকোষে কেবল পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া, কাসিম আলি অধীর-হৃদয়ে ওষ্ঠ দংশন করিয়াছিলেন; স্বর্ণ রৌপ্যাদির তৈজসপত্র অথবা মণিমরকতাদি যাহা কিছু হস্তগত হইয়াছিল, তৎসমুদায় বিক্রয় করিয়া-ছিলেন; এক্ষণে রাজস্বাপহরক কর্ম্মচারিদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া, তাহাদের কুক্ষিগত অর্থভাণ্ডার উদ্ধার করিয়া লইলেন।

কাসিম আলি অতি অল্পদিনের মধ্যে এরূপ সুকৌশলে অর্থসংগ্রহ করিলেন যে, সিংহাসনারোহণের একমাসের মধ্যেই তিনি মুরশিদাবাদের নবাবসেনাদলকে শান্ত করিলেন; ইংরাজ-বণিক্-সমিতিকে আড়াই লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া, তাঁহাদের মান্দ্রাজের অর্থকষ্ট দূর করিয়া দিলেন; এবং পাটনা প্রদেশের নবাবসেনার জন্য পাঁচলক্ষ এবং ইংরাজসেনার জন্য দুই লক্ষ মোট সাত লক্ষ টাকা কর্ণেল কেলডের নিকট প্রেরণ করিলেন।*

নূতন নবাবের অর্থসংগ্রহের পদ্ধতি অনেকের পক্ষেই কিছু নূতন ধরণের বোধ হইতে লাগিল। পদচ্যুত রাজকর্ম্মচারিবর্গ অসন্তুষ্ট হইয়া

* Vansittart's Narrative, Vol. 1. 140.

উঠিলেন; বিদায়প্রাপ্ত দাসদাসীগণ পথে পথে বিচরণ করিতে লাগিল; যাহাদের অযথা-সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য রাজকোষে পুনরানীত হইল, তাহারা চারিদিকে হাহাকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল;—অতি অল্প দিনের মধ্যে কাসিম আলির বিরুদ্ধে ইংরাজদরবারে অনেক অভিযোগ উপস্থিত হইল! কাসিম আলির সিংহাসনারোহণে যাঁহারা প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহার প্রত্যেক কাহিনী লইয়া আত্মমত সমর্থনের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। গভর্ণরপ্রমুখ সদস্যগণ জানিতেন যে, এ সময়ে অর্থসংগ্রহ করা কত প্রয়োজন; সুতরাং তাঁহারা কোনরূপ প্রতিবাদ করিলেন না। বরং গভর্ণর ভান্সিটার্ট স্পষ্টই বলিয়া উঠিলেন,—কাসিম আলি দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, এ দেশ তাঁহারই;—তিনি কিরূপে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, বিদেশীয় বণিক্-সমিতি তাহার ছিদ্রানুসন্ধান করিবার কে?

মীর জাফরের শাসন-সময় হইতে ইংরাজেরাই এ দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন; রাজ্যশাসনের প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাঁহারাই বুঝিয়াছিলেন, এবং লোকেও জানিয়াছিল—ইংরাজেরাই প্রকৃত শাসনকর্ত্তা। মীর জাফর ইহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কাসিম আলি এই বিশ্বাস দূর করিয়া মোগল সিংহাসন স্বাধীন করিবার জন্য অগ্রসর; সুতরাং ইংরাজ গভর্ণর যখন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া উঠিলেন—মীর কাসিমই দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা; তিনি কিরূপে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, বিদেশীয় বণিক্-সমিতি তাহার ছিদ্রানুসন্ধানের অধিকারী নহে—তখন কাসিম আলির পথ সহজ হইয়া উঠিল। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজশক্তি শনৈঃ শনৈঃ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসনমার্গে যে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছিল ভান্সিটার্টের ব্যবহারে তাহা স্খলিত হইয়া পড়িল। কাসিম আলি এইরূপ সুযোগ লাভ করিয়া, আপনাকে সর্ব্বাংশে স্বাধীন ও

ইংরাজকে সর্ব্বাংশে পদাশ্রিত বণিক্‌রূপে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই চেষ্টার মধ্যেই কাসিম আলির শাসন-কৌশলের পরিচয় নিহিত রহিয়াছে। ইংরাজ-বণিক্ বাণিজ্যলোভে বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়া মোগল-সিংহাসনের ছায়াতলে বসিয়া কথঞ্চিৎ উদরান্নের সংস্থান করিতেছিল। দেশের সহিত, শাসনক্ষমতার সহিত, বঙ্গবাসীর সুখ-দুঃখের সহিত, মোগল-গৌরবের উত্থান-পতনের সহিত তাহাদের কিছুমাত্র সংশ্রব ছিল না। সে দিন—বড় অধিক দিনের কথা নহে—তিন বৎসর পূর্ব্বে, নবাব সিরাজদ্দৌলার আমলেও—মুরশিদাবাদের রাজপথে ভ্রমণ করিবার সময়ে ইংরাজ-বণিকের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিত; কথায় কথায় ইংরাজ গোমস্তাকে করযোড়ে রাজসদনে দণ্ডায়মান হইতে হইত! উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার করিলে শৃঙ্খলিতচরণে নবাবের অশ্বশালায় কারাক্লেশ বহন করিতে হইত। আর এই তিন বৎসরের মধ্যেই কি ভাগ্য-বিবর্ত্তন! মীর কাসিম দেখিয়াছিলেন, কেবল দুইটি মতিভ্রমের জন্য মোগলের স্কন্ধে ইংরাজ-বণিক্ জানু বিস্তার করিয়া চাপিয়া বসিয়াছেন। মীর জাফর কুক্ষণে তাঁহাদের সেনাসহায়তা গ্রহণ করিবার জন্য ও তদর্থে মাসিক তন্‌খা প্রদান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন; এবং কুক্ষণে রাজকোষে যাহা নাই ততোধিক উৎকোচ-দানে সিংহাসন ক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহার মতিভ্রমের ফলে ইংরাজের ঋণ অপরিশোধনীয় হইয়া উঠিয়াছে; ইংরাজ-সেনার সহায়তা ভিন্ন রাজ্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মোগলরাজশক্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, এই দ্বিবিধ অমঙ্গলের গতিরোধ করিতে হইবে। ইংরাজের ঋণ কড়া-ক্রান্তি পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে; ইউরোপীয় প্রণালীমতে দেশীয় সেনাদল গঠন করিয়া, ইংরাজসেনার সহায়তা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন দূর করিয়া ফেলিতে হইবে। ইহা অবশ্যই সময়

এবং অর্থ-সাপেক্ষ। কাসিম আলি ধীরে ধীরে এই পন্থায় আরোহণ করিবার জন্যই চেষ্টা আরম্ভ করিলেন।

রাজকোষে আশানুরূপ অর্থ প্রাপ্ত হইলে, মীর কাসিম ইংরাজের ঋণ শোধ করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিতেন না। কিন্তু তিনি জানিতেন, তাঁহার সে চেষ্টা সহসা সফল হইবে না। ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া আয় বৃদ্ধি করিয়া, কষ্টসঞ্চিত অর্থের প্রত্যেক কপর্দ্দক ইংরাজের হস্তে তুলিয়া দিয়াও, সহসা ঋণশোধ হইবার উপায় হইবে না। যতদিন পর্য্যন্ত দেশীয় সেনাদল গঠিত না হয়, যতদিন পর্য্যন্ত সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র এদেশে প্রস্তুত করিবার উপায় না হয়, ততদিন রাজ্যরক্ষার জন্য নিতান্ত বাধ্য হইয়াই মাসিক তনখা দিয়া ইংরাজ সেনা বসাইয়া রাখিতে হইবে। এই তনখা লইয়া সর্ব্বদাই কলহ হইবে, এবং আজি ইহা কালি উহা বলিয়া ইংরাজ-সেনাপতিগণ তনখার অঙ্ক ক্রমেই বাড়াইয়া তুলিবেন। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য মীর কাসিম এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

মীর জাফর ইংরাজঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া, সময়ে সময়ে নদীয়া বর্দ্ধমান প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানের রাজকর আদায়ের ভার ইংরাজদিগকে দিতেন। তাঁহারা তত্তৎস্থানের জমিদারদিগের উপর তাড়না করিয়া, রাজকর আদায় করতঃ তাহা হইতে প্রাপ্য মুদ্রা গ্রহণ করিতেন। ইহাতে সুফল ফলিত না;—দেশ পীড়িত হইত, ইংরাজ-শক্তি বিবর্দ্ধিত হইত; অথচ ইংরাজঋণ আশানুরূপ পরিশোধিত হইত না। এইরূপে ইংরাজঋণের জন্য সমগ্র রাজ্য ঋণপাশে আবদ্ধ থাকা অপেক্ষা তিনটি মাত্র স্থান একেবারে ইংরাজকে সঁপিয়া দিয়া, অবশিষ্ট স্থান সর্ব্বাংশে স্বাধীন করিয়া লইবার জন্য মীর কাসিম বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ইংরাজকে "ইজারা-বন্দোবস্ত" করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। এই তিন স্থান হইতে যাহা আদায় হইবে, তাহা ইংরাজের হইবে;

তদ্ভিন্ন তাঁহারা নবাবসরকার হইতে আর কপর্দ্দক প্রাপ্ত হইবেন না; এবং এই তিন স্থান হইতে রীতিমত রাজকর আদায় হউক বা না হউক, তাহার জন্যও নবাব-সরকার দায়ী হইবেন না। ভান্সিটার্ট প্রমুখ সদস্যগণ মীর কাসিমের অনুকূল থাকায়, ইংরাজদরবার এইরূপ ব্যবস্থায় সম্মত হইয়াছিলেন; এবং ইহা যে সর্ব্বতোভাবে ইংরাজের কল্যাণপ্রদ হইল, তাহা মনে করিয়া, সকলেই আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা যে এত সহজে এইরূপ ব্যবস্থায় সম্মত হইলেন, ইহাতে কাসিম আলিও যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

ইংরাজের আহ্লাদের কারণ এই যে, এত দিনের পর তাঁহাদের একটি স্বতন্ত্র রাজ্য হইল। কাসিম আলির আহ্লাদের কারণ এই যে, তিনটি মাত্র স্থানের বিনিময়ে সমগ্র বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা ইংরাজ কবল হইতে উদ্ধার-লাভ করিল।

কাসিম আলির আহ্লাদের আরও কারণ ছিল। বর্গীর হাঙ্গামায় মেদিনীপুর এবং বর্দ্ধমান উৎসন্নে গিয়াছিল;—অধিকাংশ গ্রাম নগর জনশূন্য হইয়াছিল; বহুসংখ্যক শস্যক্ষেত্র বিজন বনে পরিণত হইয়াছিল; এবং অরাজকতার অবসর লাভ করিয়া, রাজা ও জমিদারগণ অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বশে আনিতে, পুনরায় সুশাসন সংস্থাপন করিতে এবং যথাকালে রাজকর সংগ্রহ করিতে সময় ও অর্থব্যয় আবশ্যক। সেনাক্ষয় করিয়া, অর্থব্যয় করিয়া, এই দুই স্থান পদানত করিতে পারিলেও, তাহাতে সবিশেষ অর্থাগমের সম্ভাবনা ছিল না। আর চট্টগ্রাম—তাহার কথা চিরদিনই স্বতন্ত্র। মোগল-শাসনের সূত্রপাত হইতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে যুদ্ধ-কলহ;—আরাকাণাধিপতির সহিত কত যুদ্ধ বুঝিতে হইয়াছে; অবশেষে মগ এবং ফিরিঙ্গি দস্যুগণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে থানা দিয়া বসিয়া, তথা হইতে জলপথে ও স্থলপথে নিম্ন বঙ্গ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মগ-ফিরিঙ্গির অত্যাচারে চট্টগ্রামে

শান্তি নাই, তথাকার শাসনকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহের উপযোগী অর্থও তথায় সংগ্রহ করিতে পারা যায় না। এরূপ অবস্থায় চট্টগ্রাম হাতের বাহির হইয়া গেলে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই! সুতরাং ইংরাজেরা এই তিনটি স্থান লইয়া নবাবকে ঋণপাশ হইতে মুক্তিদান করিতে সম্মত হওয়ায়, কাসিম আলি সমধিক আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

উভয় পক্ষের সম্মতিসূত্রেই এই সকল ব্যবস্থা সন্ধিপত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।* কাসিম আলি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সন্ধিপালনের জন্য বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম ইংরাজদিগকে সম্প্রদান করিলেন। এই সূত্রে ইংরাজের সঙ্গে বঙ্গদেশের তিনটি প্রধান বিভাগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল; এবং এই সময় হইতে এই তিনটি স্থানের অরাজকতা ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবার সূত্রপাত হইল।

---

* For all charges of the Company and of the said army and provisions for the field &c, the lands of Burdwan, Midnapur, and Chittagong shall be assigned, and Sunnuds for that purpose shall be written and granted. The Company is to stand all losses, and receive all the profits of these three countries; and will demand no more than the three assignments aforesaid.—*Clause fifth of the* Treaty *concluded between Mr. Vansittart, the gentlemen of the Select Committee and the Nabab Meer Mahamed Kassim Aly Khan, dated the 27th of September. 1760.*

দশম পরিচ্ছেদ

বিদ্রোহ দমন

"The brunt of the fight fell upon the English, conduct of his own troops whenever they were brought under fire convinced Mir Cassim of the necessity of a reform in his army as stringent as that which he had introduced into his treasury."
—*Col. Malleson.*

মীরজাফরের শাসনশিথিলতার অবসর লাভ করিয়া, সীমান্তপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা রাজা ও জমিদারবর্গ কিয়ৎ পরিমাণে সাবধান ও স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে শাহজাদা শাহ আলম ভারতবর্ষের সম্রাট্‌পদবীতে আরোহণ করিবার আশায় সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বিহার প্রদেশে উপস্থিত হওয়ায়, বিদ্রোহী জমিদারদলের পক্ষে মুরশিদাবাদের নবাব-দরবারকে উপেক্ষা করিবার অধিকতর সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। মীর কাসিম সিংহাসনে পদার্পণ করিবার সময় বিহার প্রদেশের অধিকাংশ স্থান, এবং মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান ও বীরভুম মুরশিদাবাদের নবাব-দরবারের শাসন-বহির্ভূত হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজেরা মেদিনীপুর এবং বর্দ্ধমান প্রাপ্ত হইয়াও, নিরুদ্বেগে রাজকর সংগ্রহ করিতে পারিলেন না; সুতরাং বিদ্রোহদমন করিবার জন্য ইংরাজ ও নবাব-সেনাদলকে সর্ব্বাগ্রে মেদিনীপুর প্রদেশে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইল।

কর্ণেল কেলড পাটনাভিমুখে প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরেই কাপ্তান মার্টিন হোয়াইটের অধীনে একদল গোরা ও কালাসিপাহী ও কতকগুলি গোলন্দাজ সেনা মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রেরিত হইল। মীর কাসিম স্বয়ং

সিপাহী-সেনার অধিনায়ক হইয়া ইংরাজ-সেনানায়ক মেজর ইয়র্ক ও তাঁহার সৈন্যদলের সহিত বর্দ্ধমান অঞ্চলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।* কাপ্তান মার্টিন্ হোয়াইটকে মেদিনীপুর অঞ্চলে রীতিমত যুদ্ধ-কলহ করিতে হইল না, ইংরাজসেনার পদার্পণ মাত্রেই বিদ্রোহীদল বনে জঙ্গলে পলায়ন করিতে লাগিল। একরূপ নিরুদ্বেগেই মেদিনীপুর বশীভূত হইল। তখন কাপ্তান সাহেব মেদিনীপুরে অল্প সংখ্যক সেনা সংস্থাপন করিয়া, অবশিষ্ট সেনাদল লইয়া বীরভূমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বীরভূমের জমিদার আসদ্ জামান্ খাঁ প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বাহুবলে বাহুবল পরাস্ত করিবার আশায় সাধ্যানুসারে সেনা সংগ্রহ করিয়া, আক্রমণাশঙ্কায় সতর্কভাবে রাজ্য রক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সেনাদল বীরভূমের দুর্গম প্রদেশে কড়েয়া নামক স্থানে গড়খাই করিয়া থানা দিয়া বসিয়া ছিল। আসদ্ জমান্ খাঁ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার প্রবল প্রতাপে বীরভূমের নাম সার্থক হইয়াছিল। তিনি বিংশতি সহস্র পদাতিক ও পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া কড়েয়াতে ছাউনী ফেলিয়াছেন, শুনিয়া, তাঁহার গতি-বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য, নবাব-সেনা কিছুদিনের জন্য বুধগ্রামে ছাউনী ফেলিতে বাধ্য হইল।†

মীর কাসিম ও মেজর ইয়র্ক বুধগ্রামে এবং কাপ্তান হোয়াইট্ বর্দ্ধমানের উত্তরে ছাউনী ফেলিয়া বসিয়া রহিলেন। শত্রুসেনার গতি-রোধ সুনির্ণীত করিয়া উভয় সেনাদল লইয়া আসদ্ জামান্ খাঁকে যুগপৎ আক্রমণ করা স্থির হইলে, কাপ্তেন হোয়াইটকে উত্তর-পূর্ব্বাংশ দিয়া বীরভূমের দিকে অগ্রসর হইবার আদেশ করা হইল।

---

* Seir Mutakherin, Vol. II. 156--158.

† Broome s Rise and Progress of the Bengal Army, Vol. I. 319.

কাপ্তান হোয়াইট দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আসদ্ জামান্ খাঁ যেখানে শিবির-সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, সে স্থান স্বভাবতঃ দুর্গম; সম্মুখদেশ হইতে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প। সুতরাং তিনি সসৈন্যে একরূপ নিশ্চিন্ত হৃদয়ে কালযাপন করিতেছিলেন। এমন সময়ে কাপ্তান হোয়াইটের সেনাদল সহসা তাঁহার শিবিরের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া শিবির মধ্যে প্রবেশলাভ করিল। সামরিক ব্যাপারে এইরূপ অকস্মাৎ শত্রুসেনা আপতিত হইলে যাহা হইয়া থাকে, আসদ্ জামান্ খাঁর সেনাদলের তাহাই হইল;—তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। সেই সময়ে মেজর ইয়র্ক এবং মীর কাসিম সসৈন্যে অগ্রসর হওয়ায়, পলায়নপর বিদ্রোহি-সেনাদলের পরাজয়-ব্যাপার সহজেই সুসম্পন্ন হইয়া গেল।* এইসূত্রে বীরভূম এবং বৰ্দ্ধমান সহজেই পদানত হইল; পুনরায় নবাবের শাসনক্ষমতা জয়যুক্ত হইল।

এই বিদ্রোহ-দমনোপলক্ষে নবাব-সেনাদলকে যে সকল খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল, তাহাতে তাহারা নবাব-সেনার মুখোজ্জ্বল করিতে পারে নাই! মোগলের ভাগ্যোদয়ের দিনে মোগল-সেনার বীরদর্পে বঙ্গভূমি কম্পান্বিতা হইয়াছিল; মোগলের সৌভাগ্যতপন যখন ধীরে ধীরে অস্তগমন করিতেছিল, তখন মোগল-সেনার পূৰ্ব্ব-গৌরব অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। নিরন্তর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়া, সেনাদলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল—তাহাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল; রীতিমত বেতন পাইবার আশা সুদূর-পরাহত হইয়া উঠিয়াছিল; কাহার জন্য, কিসের জন্য যে তাহারা জীবন বিসৰ্জ্জন করিতে ছুটিয়াছে, হতভাগারা, অনেক সময় তাহাও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিত না। একবার তাহারা সিরাজদ্দৌলাকে বাঁধিয়া আনিয়া মীর জাফরকে সিংহাসনে বসাইয়া দিতেছে; আবার মীর জাফরকে

* Seir Mutakherin, Vol. II. 159.

বাঁধিয়া রাখিয়া মীর কাসিমকে মস্‌নদে উঠাইতেছে ;—এরূপ অনিশ্চিত ক্ষেত্রে সেনাদলের রীতি নীতি শিক্ষা দীক্ষা আদর্শ ও চরিত্রবল সকলই হীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা লুণ্ঠন-লোভে বা বাট্টা পাইবার প্রত্যাশায় কলের পুতুলের মত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিত এবং কখন কখন গুলি গোলা ছুটিতে না ছুটিতেই, পৃষ্ঠভঙ্গ দিবার উপক্রম করিত।

মীর কাসিম শিবিরে শিবিরে পরিভ্রমণ করিয়া, মোগল-সেনার প্রকৃত দুর্দ্দশার কারণগুলি একে একে বুঝিয়া লইলেন ;—বুঝিলেন, ইহারা বীরচরিত্রের উচ্চ আদর্শ হইতে কত নিম্নে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মোগল রাজশক্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা দূরে থাকুক, এই চরিত্রহীন অবসাদগ্রস্ত অপদার্থ ছত্রভঙ্গ সেনাদল লইয়া একদিনের জন্যও নিশ্চিন্তহৃদয়ে রাজ্যরক্ষা করা অসম্ভব। কাসিম আলির চরিত্রের প্রধান গুণ—কর্ম্মকুশলতা। তিনি যখন যাহা প্রয়োজন বলিয়া উপলব্ধি করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। সেনাদল গঠন করা কত প্রয়োজন, তাহা বুঝিতে যখন আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না, তখন কাসিম আলি মোগল-সেনার আমূল সংস্কারকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।*

এদিকে কর্ণেল কেলড মীর কাসিম-প্রদত্ত অর্থ-ভাণ্ডার লইয়া পাটনায় পদার্পণ করিয়া, ইংরাজ ও নবাব-সেনার পূর্ব্ববেতনের কিয়দংশ পরিশোধ করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে লইয়া শাহজাদার অভিযানের গতি রোধ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইংরাজসেনার সমস্ত পূর্ব্ববেতন পরিশোধিত হইল। কিন্তু নবাব-সেনার সমস্ত বেতন পরি-

* The conduct of his own troops on this occasion convinced Meer Kasim Khan of their utter inefficiency, and he immediately set about a reform of his army.—*Broome's Rise and Progress of the Bengal Army*, vol. I, 320.

শোধিত হইতে পারিল না। ইহাতে নবাব-সেনাদলের আন্তরিক অসন্তোষ বিদূরিত না হইয়া, ধীরে ধীরে প্রধূমিত হইতে লাগিল।

কর্ণেল কেলড পথিমধ্যে মুঙ্গের দুর্গে এন্‌সাইন্‌ জন ষ্টেবল্‌সের অধীনে একদল সেনা রাখিয়া আসিয়াছিলেন। পাটনায় উপনীত হইয়া, সেই সেনাদলের পৃষ্ঠপোষণ জন্য আরও একদল সেনা প্রেরণ করিলেন। এই সেনাদলে সর্ব্বসমষ্টিতে ৫৫০ জন যোদ্ধপুরুষ সম্মিলিত হইল; তন্মধ্যে তিনশত পল্টন সিপাহী, পঞ্চাশ বাট জন ফিরিঙ্গী এবং দুইশত পল্টন মোগল অশ্বারোহী ছিল।* মুঙ্গেরের নিকটবর্ত্তী করকপুরের রাজার বিদ্রোহ দমনের জন্য এই সেনাদলের উপর আদেশ হইল। বিদ্রোহী রাজা তৎসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, দুই সহস্র পদাতিক ও অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে আপন সেনা-নায়ককে অগ্রগামী করিয়া ইংরাজ-শিবির অক্রমণ করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। রাজ-সেনা মুঙ্গেরের তিন মাইল দূরে আসিয়া ছাউনি ফেলিল। পরদিন প্রভাতে ইংরাজ শিবির আক্রান্ত হইবে, এই রূপ জনরব শ্রবণ করিয়া, ইংরাজ-সেনানায়ক রজনী এক ঘটিকার সময়ে অলক্ষিত ভাবে বিদ্রোহী-সেনাদলের সুষুপ্ত শিবির সবেগে আক্রমণ করিলেন।

বিদ্রোহী সেনাদল সুপ্তোত্থিত হইয়া সহসা নিশা-রণে আক্রমণকারিদিগের গতিরোধ করিতে পারিল না। কিন্তু তাহারা রণে পলায়ন না করিয়া, পুরাতন পরিখার পার্শ্বে আসিয়া সমবেত-শক্তিতে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইল; এইখানে উভয় সেনাদলের শক্তি পরীক্ষা হইতে লাগিল। সে পরীক্ষায় বিদ্রোহী সেনাদল ইংরাজের সুশিক্ষিত গোরাসৈন্যের নিকট পশ্চাদ্‌পদ হইল না। ফিরিঙ্গিদল তাহাদের অমিত বিক্রমের নিকট অগ্রসর হইতে পারিল না। অবশেষে সিপাহী-সেনা সদর্পে অগ্রসর

---

* *Broom's Rise and Progress of the Bengal Army*, vol. I. 320.

হইল। এইবার তাহারা বীরের স্থায় বন্দুকের উপর সঙ্গীন চড়াইয়া, ধীরে দৃঢ়পদে অমিততেজে বিদ্রোহী-সেনাশিবির লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইল। শক্র সেনার প্রতিরোধ বশতঃ অনেকে ধরাশায়ী হইতে লাগিল; কিন্তু যাহারা জীবিত রহিল, তাহারা হটিল না; বীরবিক্রমে অগ্রসর হইয়া, শিবির ভেদ করিয়া, শক্রব্যূহ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। বিদ্রোহিদল প্রভাতের অরুণালোকের সহায়তায় করকপুরের রাজধানীর দিকে পলায়ন করিতে লাগিল;—বিজয়োন্মত্ত মোগল-অশ্বারোহী তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া চলিল।

করকপুরের রাজধানীর সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তরে বিদ্রোহী রাজা সসৈন্যে দণ্ডায়মান হইয়া আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; মোগল অশ্বসেনা ও তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী সেনানায়ক ষ্টেবল্‌সের পদাতিকগণ করকপুরে উপনীত হইবামাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে কেহ কাহাকেও ক্ষমা করিল না; জীবন পণ করিয়া, বিদ্রোহী রাজা সসৈন্যে অস্ত্রচালনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে মানুষের শক্তিতে যাহা হইবার তাহা হইল; আর যুদ্ধজয়ের আশা রহিল না; বিজয়ী মোগল-সেনাদল রাজধানীর পল্লীতে পল্লীতে,—কুটীরে, প্রাসাদে, বিপণীতে, বিনোদ-মন্দিরে—সর্ব্বত্র অগ্নি-সংযোগ করিয়া, করকপুরের হাস্যময়ী রাজধানী শ্মশানভস্মে পরিণত করিয়া ফেলিল! বিদ্রোহ শান্তিলাভ করিল। সেনানায়ক ষ্টেবল্‌সের পদোন্নতির সূত্রপাত হইল। যে মোগল-সেনার চরিত্রহীনতার জন্য কাসিম আলি মর্ম্ম পীড়িত, মুসলমানের গৌরব অবসাদগ্রস্ত, ইতিহাস কলঙ্ক ঘোষণায় নিযুক্ত, অন্ততঃ এক বারের জন্য সেই মোগল-সেনার বীরকীর্ত্তির কথা ইংরাজদিগের মুখে মুখে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। তাহাদের সে দিনের বীরত্ব-কাহিনী আজিও ইংরাজদিগের সামরিক ইতিহাস-পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।*

* The alarm however speedily spread, and he (Ensign Stables)

ইহার পর প্রধান সেনাপতি কেলড আর অধিকদিন পাটনা অঞ্চলে অবস্থান করিতে পারিলেন না; তাঁহাকে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই মেজর কার্ণাকের হস্তে সেনা বিভাগের ভার সমর্পণ করিয়া মাদ্রাজ যাত্রা করিতে হইল।

---

found the enemy strongly posted under cover of an old entrenchment; but he did not hesitate to attack them and finally succeeded *through the gallantry of the sipahis* in forcing the camp at the point of the bayonet.—*Broome's Rise and Progress of the Bengal Army*, vol. I. 321.

একাদশ পরিচ্ছেদ

শাহজাদার অভিযান

He was most desirous to persuade the English to embrace his claims. And support him with a force to enable him to advance upon Delhi and take possession of his capital and his throne.—*Broome's Bengal Army.*

মোগল রাজশক্তির অধঃপতন সময়ে ভারতবর্ষে অনেকগুলি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র খণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল;—হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং অযোধ্যার উজির মোগল বাদশাহের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হইয়াও, স্বাধীন-রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন; বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব নাজিম বাদশাহের সুবেদার হইয়াও, কর প্রদান করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন; ইউরোপীয়গণ সওদাগর হইয়াও, সর্ব্বত্র পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, মহারাষ্ট্র সেনানায়কগণ মোগল-রাজশক্তি সমূলে উৎখাত করিয়া, পুনরায় হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করিবার জন্য দেশলুণ্ঠনে নিযুক্ত হইয়াছিল;—ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই অরাজকতার প্রবল প্রতাপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল; আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতার সন্ধান লাভ করিয়া নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া গিয়াছিলেন। আহমদ শাহ আবদালী আসিয়া পাণিপথের শেষ সমরে মহারাষ্ট্রপ্রতাপ পদদলিত করিয়া, ভারতবর্ষকে হীনবল করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এইরূপ তুমুল রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে মীর কাসিম যেমন মোগল রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বাহু হইয়া উঠিয়াছিলেন, আর একজন মুসলমান যুবকও সেইরূপ দুরাকাঙ্ক্ষাতাড়িত হৃদয়ে সেনাদল সংগ্রহ করিতেছিলেন।

তাঁহার নাম শাহজাদা শাহ আলম; দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া, শাহজাদার নামের গৌরব তখন পর্য্যন্তও একেবারে তিরোহিত হয় নাই। তাহার উপর আবার আহমদ শাহ আবদালীর ন্যায় একজন পরাক্রান্ত মুসলমান বীর এবং অযোধ্যার নবাবের ন্যায় একজন অর্থশালী মুসলমান ওমরাহ শাহজাদাকে অভয়দান করায়, তাঁহার পথ সহজ হইয়া উঠিয়াছিল। দিল্লী এবং আগরার মোগল-রাজধানী তখনও শত্রুকবলে। সুতরাং শাহজাদা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দিকেই প্রথমে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। সিরাজদ্দৌলার সময়েই ইহার সূচনা হইয়াছিল। মীর কাসিম যখন সিংহাসনে পদার্পণ করেন, শাহজাদা তখন বিহারের অধিকাংশ স্থানে অধিকার বিস্তার করিয়া, শোণনদীর তীরস্থ দাউদ নগরে এবং ফল্গুতীরস্থ গয়াধামে সেনা সমাবেশ করিয়া, পাটনার অনতিদূর পর্য্যন্ত দক্ষিণ-বিহারে নিরুদ্বেগে করসংগ্রহ করিতেছিলেন।*

শাহজাদা দীর্ঘকাল দক্ষিণ-বিহারে অধিকার বিস্তার করায়, অনেক বিদ্রোহী জমিদার তাঁহার পক্ষভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং নবাব সেনাদল হইতে সিপাহী ও জমাদারগণ পলায়ন করিয়া তাঁহার সেনা-শিবিরে আশ্রয় লাভ করিতেছিল। শাহজাদা সম্রাট্‌পদে অধিরোহণ করিতে পারিলে, মীর কাসিম যে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার মস্‌নদ উপভোগ করিতে পারিবেন, অথবা তাঁহার ইংরাজ-বন্ধুগণই যে অবলীলাক্রমে মোগল-সাম্রাজ্যের বাণিজ্য-ব্যবসায়ে একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবেন, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। সুতরাং শাহজাদার অভি-যানের গতিরোধ করা উভয়ের পক্ষেই অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত

* His head quarters were established at Behar, but Daud-nugger on the Soane, and Gyah on the Falgu, were also occupied by large detachments of his troops, and the revenues of the province were collected in his name up to within a few miles of the city of Patna.—*Broome's Rise and Progress of the Bengal Army*, vol. I. 322.

হইয়াছিল। কর্ণেল কেলড মান্দ্রাজ গমন করিবার পর, তৎপদে মেজর কার্ণাক প্রতিষ্ঠিত হইয়াই, শাহজাদাকে সসৈন্যে আক্রমণ করিতে কৃত-নিশ্চয় হইলেন।*

মীর কাসিম আরও তিন লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দিলেন; এবং ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পুনরায় ছয় লক্ষ টাকা পাঠাইয়া সেনাদলের পূর্ব্ববেতন পরিশোধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাঁহাদের দেনা-পাওনার হিসাব প্রস্তুত করিবার জন্য নহবৎ রায়কে পাটনায় প্রেরণ করিলেন। সিপাহীসেনা ইহাতেও সহজে যুদ্ধযাত্রা করিতে সম্মত হইল না; অবশেষে ইংরাজসেনার দৃষ্টান্ত দেখিয়া এবং ইংরাজসেনাপতির ভৎর্সনাবাক্যে লজ্জিত হইয়া, তাঁহার অনুগমন করিতে সম্মত হইল।

কামগার খাঁ এবং রাজা বুনিয়াদ সিংহ সসৈন্যে শাহজাদার শিবিরে মিলিত হইয়াছিলেন; কিন্তু শাহজাদার দরবারে কামগার খাঁর আধিপত্য প্রবল হওয়ায় ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া পালোয়ান সিংহ এবং বলবন্ত সিংহ প্রভৃতি অন্যান্য জমিদারবর্গ শাহজাদার পক্ষাবলম্বন করেন নাই। এরূপ সময়ে শাহজাদাকে আক্রমণ করা মীর কাসিমের ও ইংরাজদিগের পক্ষে সুবুদ্ধির কার্য্য হইয়াছিল।

বিহার নগরের তিন ক্রোশ পশ্চিমে সোয়ান নামক ক্ষুদ্র পল্লীর নিকটে মোহানা নদীর একটি ক্ষুদ্রশাখার তীরে শাহজাদা সসৈন্যে শিবির সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। মেজর কার্ণাক-পরিচালিত বঙ্গসেনা এই ক্ষুদ্র নদীর অপর তীরে আসিয়া উপনীত হইলে, উভয় সেনাদলে যুদ্ধারম্ভ হইল।† এই যুদ্ধে শাহজাদার সেনাদল অমিত-

---

* Major Carnac now assumed command of the Bengal force, and that officer determined upon an immediate attack upon the Emperor,—*Broome's Rise and Progress of Bengal Army*, vol. I. 322.

† মিলের ইতিহাসে এই যুদ্ধ গয়ার যুদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রকৃত

বিক্রমে বঙ্গসেনার গতিরোধের আয়োজন করিয়াছিল, কিন্তু একটি আকস্মিক ঘটনায় যুদ্ধের গতি সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। শাহজাদা একটি সুশিক্ষিত রণহস্তীতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধভূমিতে স্বয়ং সেনাচালনা করিতেছিলেন। সহসা একটী গোলা আসিয়া তাঁহার নিকটে পতিত হইল; হস্তী আহত-কলেবরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে শিবিরাভিমুখে পলায়ন করিল; ইহাতে বাদশাহী সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন-পর হইল।*

মেজর কার্ণাক উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া, প্রচণ্ডবেগে শত্রুসেনার পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া সহসা বাধা প্রাপ্ত হইলেন। ফরাসী বীর মসিয় লা সিরাজদ্দৌলার অধঃপতনের পর শাহজাদার শিবিরে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ইংরাজসেনার গতিরোধ করিবার জন্য সসৈন্যে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া, মেজর কার্ণাক আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

মসিঁয় লার পিতার নাম জন লা। তিনি স্কট্ল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া চিরজীবন ফরাসিদেশে রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, ফরাসী বলিয়াই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরপুত্র মসিঁয় লা ফ্রান্সদেশের সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া, ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইংরাজের অত্যাচারে চন্দননগর হইতে তাড়িত হইয়া, মসিঁয় লা সিরাজদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলা ইংরাজ-সেনাপতির চক্রান্তজালে আবদ্ধ; মসিঁয় লার মত অকৃত্রিম বন্ধুকে বিদায় দান করিয়া, বিদ্রোহী রাজকর্ম্মচারীদের কুটিল কৌশলে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছিলেন। মসিঁয় লা ইংরাজদিগের চিরশত্রু বলিয়া, তাঁহাকে ইংরাজেরা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। আজ সেই সকল পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া, মসিঁয় লা সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছেন।

স্থান তাহা নহে। ইংরাজ ইতিহাস লেখকদিগের মধ্যে কেবল ক্রম স্বকৃত সামরিক ইতিহাসে ইহার প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

* Ironside's Narrative, p. 24.

সকলে হটিয়া গেল। ইংরাজের গোলা খাইয়া অনেকে "পৃষ্ঠ প্রদর্শন" করিল। কিন্তু পঞ্চাশজন সাহসী সেনা, তের জন সেনানায়ক এবং তাহাদিগের অধিনায়ক মহাবীর লা পদমাত্র বিচলিত হইলেন না।* ইংরাজ সেনাপতি এই অকুতোভয়তা ও শৌর্য্য-বীর্য্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরক্ষণেই সেনাদল পশ্চাতে রাখিয়া স্বয়ং মসিঁয় লার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, তাঁহাকে বীরোচিত অভিবাদন করিয়া, জীবনবিসর্জ্জন করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন। মসিঁয় লা অনেক অনুনয় বিনয়ে যুদ্ধভূমি ত্যাগ করিয়া ইংরাজশিবিরে আগমন করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু প্রাণ থাকিতে অস্ত্রত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন ইংরাজ সেনানায়ক পরম সমাদরে ফরাসী-সেনাদল-বেষ্টিত মহাবীর মসিঁয় লাকে ইংরাজ-শিবিরে আবদ্ধ করিয়া বীরত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।† এইরূপে যুদ্ধজয় হইল। এইরূপে শাহজাদার সেনাদল পশ্চাৎপদ হইল। কিন্তু এই যুদ্ধে কেহই কোন ফললাভ করিতে পারিলেন না। শাহজাদা পুনরায় সসৈন্যে সমবেত হইয়া পাটনাভিমুখে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিলেন।

যুদ্ধজয়ের অব্যবহিত পরেই ইংরাজ-সেনাপতি শাহজাদার শিবিরে

---

* Mooshur Lass finding himself abandoned and alone, resolved not to turn his back; he bestrode one of his guns, and remained firm in that posture, waiting for the moment of his death. This being reported to Major Carnac he detached himself from his men, with Captain Knox and some other officers, and he advanced to the man on the gun without taking with him either a guard or any Telingas at all. Being arrived near, his troop alighted from their horses, and pulling their caps from their heads they swept the air with them as if to make him a *salaam*; and the salute being returned by Mooshur Lass in the same manner, some parley ensued in their own language.—*Seir Mutakherin*, Vol. 11. 164.

† Ironside's Narrative, p. 24.

দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে শাহজাদার পাটনা আক্রমণের সংবাদে নগর রক্ষার জন্য তথায় সেনা প্রেরণ করিতে হইল।

যিনি রাজদূত হইয়া শাহজাদার শিবিরে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মহারাজ সিতাব রায়। তাঁহার নাম বাংলার ইতিহাসে চিরপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। বিদ্যাবুদ্ধি সাহস ও রণশিক্ষায় সিতাব রায় সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্য ইংরাজ সেনাপতি তাঁহাকেই দৌত্য কার্য্যে নিযোগ করিয়াছিলেন।

সিতাব রায় শাহজাদাকে ইংরাজের প্রার্থিত সন্ধি সংস্থাপনে সম্মত করিতে পারিলেন না। তিনি অনেক বুঝাইলেন, অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, এবং অবশেষে মর্ম্মাহত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আজ ইংরাজ যে নিয়মে সন্ধি প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা শাহজাদা গ্রহণ করিলেন না; কিন্তু শীঘ্রই শাহজাদাকে সন্ধিপ্রার্থী হইয়া, ইংরাজের শরণাগত হইতে হইবে; তখন ইংরাজ এই সকল নিয়মে সন্ধিসংস্থাপন করিতে কদাচ সম্মত হইবেন না।" *

সিতাব রায় যাহা বলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাই হইল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই শাহজাদার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সেনাদল বেতন না পাইয়া, ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে লাগিল। ইংরাজদিগের অক্লান্ত অধ্যবসায় চিরপ্রসিদ্ধ—তাঁহারা ক্রমাগত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে শাহ্‌জাদার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ২৯এ জানুয়ারী তারিখে শাহজাদাই সন্ধিপ্রার্থী হইয়া, ইংরাজ-শিবিরে বক্‌সী ফয়েজউল্লা খাঁকে দূত প্রেরণ করিলেন। ইংরাজ-সেনাপতি মেজর কার্ণাক বলিলেন, "তিনি স্থায়ী সন্ধিবিগ্রহের কর্ত্তা নহেন; তবে

* His Majesty would himself shortly seek those terms of pacification, which he now refused, and would not find them; or if he found any at all, they would fall short of those now proffered, and not redound so much to His Majesty's honor and advantage.—*Seir Mutakkherin*, Vol. 11. 166.

শাহজাদা যদি কুচক্রী কাম্‌গার খাঁকে পরিত্যাগ করিয়া এখনই সসৈন্যে শোণ নদের অপর তীরে প্রত্যাগমন করিতে সম্মত হন, তবে মেজর সাহেব তাঁহার প্রস্তাব কলিকাতার ইংরাজ-দরবারে পাঠাইয়া দিতে পারেন।" ইংরাজেরা যুদ্ধ কলহে ক্ষান্ত হইলেন না। ২রা ফেব্রুয়ারী তাঁহাদের সেনাদল শাহজাদার শিবিরের নিকটস্থ হইল। শাহজাদা তখন যুদ্ধার্থ সেনাদল সজ্জিত করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু তখন তাঁহার রণসাধ শান্ত হইয়াছিল। তিনি যুদ্ধে বিরত হইয়া, সন্ধিসংস্থাপনাশায় ইংরাজ-শিবিরে দূত প্রেরণ করিলেন। ইংরাজ সেনাপতি নিরস্ত হইলেন না;—তিনি সসৈন্যে শাহজাদাকে আক্রমণ করিলেন। ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইল;—শাহজাদাকে পলায়ন করিতে হইল এবং কাম্‌গার খাঁকে পদচ্যুত করিয়া, সন্ধিপ্রার্থী হইয়া, বৃটীশ-শিবিরে স্বয়ং শুভাগমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল।*

গয়াধামের নিকট বাদশাহী এবং সুবাদারী শিবিরের মধ্যস্থলে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষের মোগল রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী শাহজাদা শাহ আলমের সঙ্গে ইংরাজবণিক সমিতির সেনা-নায়ক মেজর কার্ণাকের শুভ-সম্মিলন সংঘটিত হইল। ইহাই প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষে বৃটীশ রাজশক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবার মূলসূত্র। ইহার পর দিবস শাহজাদা স্বয়ং ইংরাজ-শিবিরে শুভাগমন করিলেন। তাঁহাকে যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শনের কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না। তিনি ইংরাজদিগের ব্যবহারে অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট হইয়া, ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে স্বয়ং আসিয়া ইংরাজ-শিবিরে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। দিল্লীর মোগল-সিংহাসনের অধিপতি আসিয়া ইংরাজের আতিথ্য গ্রহণ করায়, সমস্ত যুদ্ধ কলহ শান্তিলাভ করিল; এবং ইংরাজ-শিবিরে সর্ব্বত্র তাঁহাকে

---

* *Broome's Rise and Progress of the Bengal Army*, vol. I. 132.

'বাদশাহ' বলিয়া ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। রাজা রামনারায়ণ অতিথি-সৎকারের জন্য দৈনিক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে লাগিলেন।

ভারতবর্ষের মোগল-রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী শাহজাদা শাহ আলমকে বশীভূত করিয়া, ইংরাজসেনাপতি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া বিহারের রাজধানী পাটনায় গমন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। আলেকজাণ্ডার চ্যাম্পিয়ান এবং রাজা দুল্লর্ভরামের উপর সেনা-চালনার ভার সমর্পণ করিয়া, তাঁহাদিগকে গয়া প্রদেশে রাখিয়া, সেনাপতি মেজর কার্ণাক বাদশাহ আলমকে লইয়া পাটনাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

পাটনা অনেক দিনের পুরাতন স্থান। হিন্দু এবং বৌদ্ধ নরপালদিগের পাটলীপুত্র, মুসলমানের শাসন সময়েও বিবাহের রাজধানী বলিয়া পরিচিত ছিল। এই মোগল রাজধানীতে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ এবং পরিখা-বেষ্টিত নগর-প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হইত। নগরের একদিকে ভাগীরথী বেলাভূমি চুম্বন করিয়া রহিয়াছেন, অপর তিন দিকে দৃঢ়োন্নত প্রাচীর। এই প্রাচীরের বাহিরে নগরোপকণ্ঠে ইংরাজেরা একটী কুঠী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। শাহজাদা আসিয়া বাঁকীপুরে শিবির সংস্থাপন করিলেন, ইংরাজেরা পাটনার পশ্চিমদ্বারের নিকট ছাউনী ফেলিয়া রহিলেন, এবং ২২এ ফেব্রুয়ারী শাহজাদা সমুচিত সমারোহে নগর প্রবেশ করিয়া পাটনা দুর্গে বাসস্থান প্রাপ্ত হইলেন।

ইংরাজের সহিত শাহজাদার সৌহার্দ্দ্য দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করাই শাহজাদার প্রধান লক্ষ্য। তিনি ইংরাজদিগের সেনা-সহায়তা গ্রহণ করিয়া, লক্ষ্য সাধন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া দিতে পারিলে যে ইংরাজের বাহুবল চির-প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, ইহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু কলিকাতায় ইংরাজ-দরবারের গৃহ-কলহে এবং

ইংরাজদিগের আশানুরূপ সেনাবল না থাকায়, শাহজাদার আশা পূর্ণ হইতে পারিল না। তিনি আপাততঃ দৈনিক ১০০০ মুদ্রার আতিথ্য-সংকার লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে বাধ্য হইলেন!*

---

* The prospect of an advance upon Delhi, and the advantages to be expected from restoring the Monarch to his throne, appear for a moment to have dazzled the eyes of the Council and to have been considered as feasible; but it was finally abandoned, partly from a conviction of the want of means and material, and partly owing to the dissensions and disputes in Council, in which any plan proposed by one party was certain of meeting with opposition from the other.—*Broome's Rise and Progress of the Bengal Army*, vol. I. 329.

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মীর কাসিমের সনন্দ-লাভ

"Lo, the dire tempest gathering from afar.
In dreadful clouds has dimm'd the Imperial star ;
Has to the winds, and broad expanse of Heaven,
My state, my royaltty, my kingdom given !
Time was, O king, when clothed in power supreme,
Thy voice was heard, and nations hailed the theme ;
Now sad reverse,—for sor-did lust of gold,
By traiterous wiles, thy throne and Empire sold !"

—*Shah Alam.*

মোগল-সম্রাজ্যের অভ্যুদয় যেমন নিরতিশয় বিস্ময়ের ব্যাপার তাহার অধঃপতন-কাহিনীও সেইরূপ। সে বিষাদ-কাহিনী অভিব্যক্ত করিবার জন্য সর্ব্বশেষ মোগল সম্রাট শাহ আলম যে মর্ম্মগাথা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার অক্ষরে অক্ষরে অশ্রুধারা ফাটিয়া বাহির হইতেছে! মূল কবিতা পারস্য ভাষায় লিখিত। তাহার ইংরাজী অনুবাদ এক সময়ে সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছিল। কালক্রমে মূল এবং অনুবাদ উভয়ই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। *

মোগল-শাসন চলিয়া গিয়াছে। তাহার ধ্বংস-কাহিনীও বিস্মৃতি-গর্ভে বিলীন হইতেছে। মোগল-বীরবাহু ভারতবর্ষে যে পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য-সংস্থাপনের আয়োজন করিয়াছিল, একদিন তাহার সৌভাগ্য-

* মূল কবিতা ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ কাপ্তান ফ্রাঙ্কলিন-বিরচিত "শাহ আলম" নামক গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছিল। সে গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে।

গর্ব্ব ইউরোপকে বিস্ময়ে অভিভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এখন কেবল যমুনা-তটের জগদ্বিখ্যাত মর্ম্মর-মন্দির সে সৌভাগ্য-গর্ব্বের একমাত্র অতীত-সাক্ষী। আর যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যাইত, সে সকল ক্রমে ক্রমে জরাজীর্ণ হইয়া পড়িতেছে!

বাদশাহদিগের চরিত্রহীনতাই মোগল-সম্রাজ্যের অধঃপতনের মূল কারণ বলিয়া সুপরিচিত। কিন্তু বাদশাহমাত্রেই নিতান্ত অপদার্থ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। মোগল-সাম্রাজ্যের গঠন-প্রণালীর মধ্যেই তাহার ধ্বংসবীজ নিহিত ছিল। বাদশাহেরা তাহার ক্রম-বিকাশের গতিরোধ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা নিতান্ত অশিক্ষিত ছিলেন না। অনেক বিবিধ বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া বিদ্বৎ-সমাজেও সমাদর লাভ করিয়াছিলেন।

শেষ সম্রাট শাহ আলম শিক্ষায়, চরিত্রবলে এবং অভিজ্ঞতায় সজ্জন-সমাজের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তৎকালে ভারতবর্ষে যে সকল ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, শাহ আলম রচনা-লালিত্যে সুকবি বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। * কিন্তু তাঁহার সময়েই মোগলের গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছিল!

তরবারি-বলে রাজ্য বিস্তার করা কঠিন নহে। শাসন-গৌরবে মহাসাম্রাজ্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন। যতদিন শাসন-গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন উত্তরোত্তর পদোন্নতি হইয়াছিল। যে দিন শাসন-গৌরব অবসন্ন হইল, সেই দিন হইতে মোগলের অধঃপতনের গতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। শাহ আলমের জন্মগ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই তাহার পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল।

---

* Shah Alam had improved a very good education by study and reflection; he was a complete master of the languages of the East, and as a writer, attained an eminence seldom acquired by persons in his high position.—*Captain Franclia's Shah Alam.*

একটি মাত্র ঘটনায় এক দিনে মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন সংঘটিত হয় নাই। আরঙ্গজীবের জীবন-সন্ধ্যায় যে অরাজকতার অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতেই মোগলের রাজ-সিংহাসন ভস্মীভূত হয়। আরঙ্গজীবের উত্তরাধিকারিগণ তাহার গতিরোধ করিতে পারেন নাই।

যাঁহারা মোগল সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্ত্তা—আমীর ওমরাহ—তাঁহাদের বিশ্বাসঘাতকতায়, গৃহবিবাদে এবং স্বার্থপরতায় মোগলের গৌরব পতাকা ভূপতিত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে নিজাম, এবং অযোধ্যার উজীর স্বাধীনভাবে রাজ্যসংস্থাপন কামনায় অগ্রসর হইয়াই বাদশাহের শাসন-ক্ষমতা শিথিল করিয়া তুলিয়াছিলেন। উপযুক্ত অবসর লাভ করিয়া, বিজয়োন্মত্ত মহারাষ্ট্র-বাহিনী লুণ্ঠনবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অসি-হস্তে ধাবিত হইয়া মোগল-শাসনকে ছত্রভঙ্গ করিয়া তুলিয়াছিল। মোগল-শাসনের ছায়ামাত্রই বর্ত্তমান ছিল। নাদির শাহের আক্রমণে তাহাও তিরোহিত হইয়া গেল।

দিল্লীর নাম-সর্ব্বস্ব মোগল-বাদশাহ মহম্মদ শাহ কোনরূপে নাদির শাহের গতিরোধ করিতে পারিলেন; নিতান্ত অকীর্ত্তিকর সন্ধি-সংস্থাপন করিয়া, মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তঃসারশূন্য শোচনীয় দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। এই সন্ধিসূত্রে আটক নদীর পশ্চিম তীরের সমগ্র সম্পন্ন জনপদ নাদির শাহের রাজ্যভুক্ত হইল। লাহোর, গুজরাট, মুলতান ও কাবুল প্রদেশের সমস্ত রাজকর নাদির শাহের প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র সেনা ও নিজাম স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন; বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার কর প্রদান করিতে অসম্মত হইয়াছেন; অযোধ্যার উজীর স্বতন্ত্র রাজ্যগঠনে নিযুক্ত রহিয়াছেন;—এ সময়ে পশ্চিম ভারত নাদির শাহকে উৎসর্গ করিয়া দিয়া, দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহ

হৃতসর্ব্বস্ব কাঙ্গাল গৃহস্থের ন্যায় কায়ক্লেশে ধ্বংসাবশিষ্ট দিল্লীনগরে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

নাদির শাহের দেহাবসানে কিছুদিনের জন্য মহম্মদ শাহ আপদ্মুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি পুনরায় মোগল-সাম্রাজ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার আশায় পশ্চিম ভারতে আত্মশক্তির বিস্তার করিবার জন্য উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার রাজত্বের শেষ বৎসর (১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে) পুনরায় সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আহমদ শাহ আবদালী "শাহেন-শাহ" উপাধি গ্রহণ করিয়া, ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার আশায়, লাহোর প্রদেশে উপনীত হইলেন।

এবার আত্মরক্ষার জন্য দিল্লীশ্বর সেনাসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। শাহজাদা আহমদ শাহ, প্রধান অমাত্য কমর্ উদ্দীন ও কমর্ উদ্দীনের পুত্র মহিমন্ মোলক সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলেন। ইঁহাদের রণপাণ্ডিত্যে আবদালী পরাভূত হইয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। কমর্ উদ্দীন নিহত হওয়ায়, তাঁহার পুত্রকে লাহোরের সুবাদার পদে নিযুক্ত করিয়া, শাহজাদা দিল্লী যাত্রা করিলেন।

পাণিপথের নিকটে উপনীত হইয়া, শাহজাদা পিতার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। রাজধানীতে উপনীত হইয়া, তখ্‌ত অধিকার করিবামাত্র আহ্‌মদ শাহ পাত্রমিত্রগণকে রাজপদ বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে মুসলমান আমীর ওমরাহগণ স্বার্থান্ধ হইয়া মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল উৎখাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বাদশাহের অনুকম্পায় তাঁহারাই প্রধান প্রধান রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন।

অযোধ্যার মন্‌সুর আলি খাঁ তৎকালে ওমরাহদিগের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি "উজীর" পদে অভিষিক্ত হইয়া, ইচ্ছামত অনুগত অন্তরঙ্গগণকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিয়োগ

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অনুগ্রহে গাজি উদ্দীন খাঁ "মীর-বক্সী" হইলেন। প্রকৃত পক্ষে দিল্লীশ্বরের সমস্ত শাসনক্ষমতাই ক্রমে ক্রমে অযোধ্যার উজীর-সাহেবের করতলগত হইল; বাদশাহ তাঁহার হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলে পরিণত হইলেন।

অন্যান্য আমীর ওমরাহ ইহাতে অতিমাত্রায় অসন্তুষ্ট হইয়া বাদশাহের নিকট নানারূপ অভিযোগ উপস্থিত করিতে ত্রুটি করিলেন না। উজীর-সাহেবও বাদশাহকে দস্যু তস্করের ন্যায় নিরন্তর প্রহরী-বেষ্টিত করিয়া তাঁহার সহিত শত্রু-পক্ষের আলাপ পরিচয় সংঘটিত হইবার পথ রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী উজীর-সাহেবের দাসানুদাস; স্বয়ং সেনাপতি পর্য্যন্ত তাঁহারই অনুগত অন্তরঙ্গ। এরূপ অবস্থায় বাদশাহ মুখের কথায় উজীর-সাহেবকে পদচ্যুত করিবার আশা করিতে পারেন না। তিনি আত্মভ্রমের পরিণাম-চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া গুপ্ত মন্ত্রণায় মুক্তিলাভের আশায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতনদিনে এইরূপে প্রবল গৃহ-কলহের সূত্রপাত হইল।

মোগল-সাম্রাজ্যে শাসন-কৌশল অপেক্ষা সেনা-বলের উপরেই অধিক আস্থা ছিল। নিয়ত সেনাবলে প্রজা-শাসন করা সহজ নহে। সময় ও সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই প্রজাবর্গ যে কোন প্রবল পুরুষের উত্তেজনায় বাদশাহের শাসন-ক্ষমতা অস্বীকার করিয়া অভিনব নবাবের পক্ষভুক্ত হইত। উজীর সাহেব এইরূপে অযোধ্যা প্রদেশে স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। সুতরাং ধনবল ও সেনাবল উভয় বলে বলীয়ান্ হইয়া, উজীর-সাহেব দিল্লীর নাম-সর্ব্বস্ব মোগল-সম্রাট্ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি সহজে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না; বাহুবলে সকল ষড়যন্ত্র চূর্ণ করিবার জন্য অচিরে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধে মোগলের শাসন-গৌরব একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল।

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও, দিল্লীশ্বর তাহার ফলভোগ করিতে পারিলেন না। মন্‌সুর আলি রণপরাজিত হইয়া জাঠ-রাজ্যে পলায়ন করিলেন। ইন্‌তিমাদ্দৌলা উজীর-পদে অভিষিক্ত হইলেন। মন্‌সুর আলির রাজ-বিদ্রোহের দণ্ড দান করা দূরে থাকুক, ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া, তাঁহাকে ক্ষমা প্রদর্শন করিতে হইল। ইহাতে গৃহকলহ শান্ত না হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। মন্‌সুর আলির অনুগ্রহেই গাজি উদ্দীন মীর-বক্‌সী হইয়াছিলেন। তিনিই মন্‌সুর আলিকে ক্ষমা করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া, জাঠ-রাজ্য আক্রমণ করিলেন। প্রধান অমাত্য ইহাতে উত্যক্ত হইয়া মীর বক্‌সীকে কামান ও গোলা বারুদ প্রেরণ করিতে নিরস্ত হইলেন।

মীর বক্‌সী এইরূপ ব্যবহারে অবমাননা প্রাপ্ত হইয়া মহারাষ্ট্র সেনার সহায়তা গ্রহণ করিলেন। এক বিদ্রোহীকে শাস্তি প্রদানের জন্য অন্য বিদ্রোহীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে গিয়া দিল্লীশ্বরের প্রধান সেনাপতি যে মোগলের শাসন-ক্ষমতা চূর্ণ করিতেছিলেন, সে কথা বিচার করিবার সময় হইল না। মহারাষ্ট্র সেনানায়ক মল্‌হর রাও সসৈন্যে গাজি উদ্দীনের সহিত মিলিত হইলেন। বাদশাহ এবং উজীর সাহেব সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধে মোগলের সর্ব্বনাশ হইল। বাদশাহ দিল্লীদুর্গে অবরুদ্ধ হইলেন। বিজয়োন্মত্ত গাজিউদ্দীন তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আজিমুদ্দীন নামক তৈমুরবংশীয় কোন রাজ-কুমারকে সিংহাসনে সংস্থাপিত করিলেন। আহম্মদ শাহের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত হইল! ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে দিল্লীশ্বর আত্মভৃত্যের গোলাম সাজিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

গাজি উদ্দীনের কৃপায় সিংহাসন লাভ করিলেও তাঁহার মত অকৃতজ্ঞ নরাধমের কথায় বাদশাহ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি পাকে-চক্রে গাজি উদ্দীনকে পদচ্যুত করিবার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে নিতান্ত অরাজক অবস্থায় পতিত হইয়া, বাহুবলে মোগল-শাসন পুনঃ সংস্থাপিত করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে না পারিয়া, পাত্রমিত্রগণ আহম্মদ শাহ আব্দালীকে পুনরায় ভারতবর্ষে উপনীত হইবার জন্য আহ্বান করিতে প্রস্তুত হইলেন। স্বয়ং দিল্লীশ্বর পর্য্যন্ত তাহাতে যোগদান করিলেন। মহিমন্ মোল্‌কের অভাবে তাঁহার বেগম লাহোরের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্যূহদ্বারে রমণী, ব্যূহাভ্যন্তরে গৃহকলহ ;—আহম্মদ শাহ আব্দালী ভারতবর্ষের এইরূপ অসহায় অবস্থার সন্ধানলাভ করিয়া, ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে অসম্মত হইলেন না।

বেগম বীররমণীর ন্যায় প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াও আব্দালীর গতিরোধ করিতে পারিলেন না। তিনি দিল্লী অধিকার করিয়া, গাজি উদ্দীনকে পদচ্যুত করিলেন। দিল্লীশ্বর আপন্মুক্ত হইয়া ইচ্ছামত উজীর নিয়োগের ক্ষমতা লাভ করিলেন। আব্দালী জাঠ-রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য সসৈন্যে ধাবিত হইলেন।

বাদশাহ আপন পুত্র আলি গহরকে উজীরপদে নিযুক্ত করিলেন। আব্দালীর পক্ষে জাঠ-রাজ্য জয় করা সহজ হইল না; তিনি পদে-পদে বিপর্য্যস্ত হইয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। সুযোগ বুঝিয়া পদবিচ্যুত গাজি উদ্দীন তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে ক্রটি করিলেন না। গাজি উদ্দীনকে পুনরায় উজীরপদে নিযুক্ত করিলে, তিনি জাঠ-রাজ্য জয় করিবার সহায়তা করিবেন—এইরূপ আভাস প্রাপ্ত হইয়া, আব্দালী সম্মতি জ্ঞাপন করিবামাত্র, গাজি উদ্দীন জাঠযুদ্ধে অগ্রসর হইয়া জয়লাভ করিলেন। দিল্লীশ্বর তৎকালে আব্দালীর গোলাম। আব্দালীর আদেশে গাজি উদ্দীনকে আবার উজীরপদে নিযুক্ত করিতে হইল। শাহজাদা আলি গহর প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন।

মোগল-সাম্রাজ্যের ধ্বংস-দশায় পিতৃসিংহাসন আপদমুক্ত করিবার আশায় শাহজাদা আলি গহর মহারাষ্ট্র সেনার শরণাগত হইলেন। দিল্লীশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র এইরূপে দিল্লীশ্বরের প্রধান শত্রুর সহায়তা ভিক্ষার্থ মহারাষ্ট্র-শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করায় মোগল-শাসনের ছায়া পর্য্যন্তও অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইল। এই সময় হইতে আলি গহর ভারতবর্ষের ইতিহাসে পরিচিত হইলেন। সে ইতিহাসে তিনি কখন শাহজাদা কখন বা শাহ আলম নামে সুপরিচিত।

মীর কাসিম যখন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় মোগল-শাসন সুসংস্থাপিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শাহজাদা শাহ আলম সেই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনকে পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবার আশায় কখন মহারাষ্ট্র সেনার, কখন অযোধ্যার উজীরের, কখন বা ইংরাজ বণিকের সহায়তা ভিক্ষা করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এক সময়ে মোগল বাদশাহের প্রবল প্রতাপে ভারতবর্ষের জল-স্থল কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন মোগল বাদশাহের দুর্দ্দশার দিনে সকলেই স্বেচ্ছাচারী হইয়া স্বার্থরক্ষার্থ লালায়িত হইতে লাগিল। শাহজাদাকে হাতে রাখিতে পারিলে, তাঁহার নামের দোহাই দিয়া স্বার্থরক্ষা করা সহজ হইতে পারে—এই আশায় অনেকেই শাহজাদার সহায়তাসাধনের জন্য প্রতিশ্রুত হইতেছিলেন। ইংরাজও তাহার সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। চতুর-চূড়ামণি কর্ণেল ক্লাইব সর্ব্বাগ্রে সে পথে অগ্রসর হইবার আশায় বিলাতে পত্র লিখিয়াছিলেন। ক্লাইবের পরামর্শ গৃহীত হইলে, ইংরাজ-বণিক্ বহুপূর্ব্বে দেওয়ানী-সনন্দ লাভ করিয়া বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিতে পারিতেন। তখন সে কথায় কেহ কর্ণপাত না করায়, মীরকাসিম স্বাধীনভাবে রাজ্য গঠনের চেষ্টা করিবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন।

ইংরাজ ইতিহাসলেখক ফ্রাঙ্কলিন্ বলেন, "সমসাময়িক লোকে শাহজাদা শাহ আলমের মতি-গতি এবং শক্তি-সামর্থ্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।" * অন্যের কথা যাহাই হউক, মীর কাসিমের সম্বন্ধে এই উক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না।

মীর কাসিম যেরূপ সুচতুর মানব-চরিত্রজ্ঞ কর্ম্মকুশল নরপতি, তাহাতে তাঁহার পক্ষে বুঝিতে বিলম্ব হইল না—ইংরাজদিগের সহায়তায় সিংহাসন লাভ করাই শাহজাদার একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহাতে মীর কাসিম সুখী হইতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন, সাময়িক স্বার্থ-সাধনের জন্য শাহ আলম যাহার-তাহার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া বসিতেন। এইরূপে আহমদ্ শাহ আবদালী, মাহরাট্টা সেনাপতি, অথবা মুসলমান ওমরাহগণ শাহ আলমকে সূত্রানুচালিত পুত্তলবৎ পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। শাহ আলম ইংরাজহস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলে মীর কাসিমের পক্ষে স্বাধীনতা সংস্থাপন করা যে সহজ হইবে না, তাহা বুঝিতে পারিয়াই মীর কাসিম বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এইরূপ বিচলিত হইবার কারণেরও অভাব ছিল না। শাহ আলম পাটনায় পদার্পণ করিয়াই ইংরাজদিগকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার "দেওয়ানী-সনন্দ" দিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার সংকল্প আর কিছু নহে—ইংরাজদিগকে উৎকোচ স্বরূপ "দেওয়ানী-সনন্দ" প্রদান করিয়া, তাঁহাদের সেনাবল লইয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করা। ইংরাজেরা "দেওয়ানী-সনন্দ" গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করায়, তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। একদিন যে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? সে দিন মীর কাসিমের স্বাধীন-সিংহাসনের পরিণাম কি হইবে? সে দিন মীর

---

* It would appear, however that this prince's disposition and cap city has been imperfectly understood by his contemporaries.

—*Franclin's Shah Alum.*

কাসিমের মুসলমান-শাসন-সংস্থাপনের গুপ্ত-সংকল্প কোথায় ভাসিয়া যাইবে? মীর কাসিম শিহরিয়া উঠিলেন।

বাহুবলে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় মুসলমান-শাসন সংস্থাপিত করিয়া, বিদেশীয় বণিক্‌দলকে পদানত রাখিয়া, আত্মাধিকার বিস্তৃত করিবেন বলিয়াই মীর কাসিম গোপনে গোপনে আয়োজন করিতেছিলেন। ঘটনাচক্র অন্য ভাবে আবর্ত্তিত হইয়া গেল;—ইংরাজদিগের সঙ্গে শাহজাদার সখ্য-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল। সুতরাং মীর কাসিমের পক্ষে শাহ আলমের শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহার নিকট সনন্দ গ্রহণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর রহিল না। ইহাতে আত্মভিমানী মীর কাসিমের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তথাপি তাঁহাকে নীরবে মাথা পাতিয়া এই সর্ব্বনাশ বহন করিতে হইল।

মীর কাসিম বর্দ্ধমান ও বীরভূম-অঞ্চলে শান্তি সংস্থাপনের জন্য সসৈন্যে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহাকে পাটনাভিমুখে গমন করিতে হইল। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ তারিখে পাটনার নিকটবর্ত্তী বৈকুণ্ঠপুরে আসিয়া মীর কাসিম ছাউনি ফেলিলেন।

ইংরেজ-সেনাপতি মেজর কার্ণাকের সহিত মীর কাসিমের কলহ-বিবাদের সূত্রপাত হইল।* নবাব প্রথমতঃ স্বয়ং সেনাচালনার ভার গ্রহণ করিয়া আত্মাধিকার সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়া দেখিলেন; শাহ আলমকে পাটনায় আনয়ন করা হইল কেন, তাহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ করিলেন;—অবশেষে গত্যন্তর না দেখিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে শাহ আলমের নিকট খেলাত গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন।

এই কার্য্য সহজে সুসম্পন্ন হইল না। মীর কাসিম সাধ্যমত বাধা প্রদান করিতে ত্রুটি করিলেন না; মেজর কার্ণাক তাঁহার আত্মাভিমানে

* On arrival, he was visited by Major Carnac and the long series of discussions and disputes, which followed, appear to have commenced at the first interview.—*Broome's Bengal Army, vol. I. p. 331.*

আঘাত করিতেও ত্রুটি করিলেন না। অবশেষে ১২ই মার্চ্চ পাটনার ইংরাজ-কুঠিতে শাহজাদার সহিত মীর কাসিমের শুভসম্মিলন সম্পন্ন হইল।

মুসলমান-ইতিহাসলেখক সাইয়েদ গোলাম হোসেন এই দরবারের সমুজ্জ্বল বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। ইংরাজদিগের অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই; —তাঁহারা সিংহাসনের অভাবে দুইখানি "খানার টেবিল" পাতিয়া, তাহার উপর লাল বনাত বিছাইয়া দিলেন; এবং গৃহতল গালিচায় মণ্ডিত করিয়া, যথাসাধ্য সাজসজ্জা সুসম্পন্ন করিলেন। বাহিরে ইংরাজ সেনা সারি বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হইল। সাহজাদা তোরণদ্বারে উপনীত হইবামাত্র, ইংরাজসেনানায়কগণ পদব্রজে প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। শাহজাদা উপবেশন করিবামাত্র দরবার আরম্ভ হইল। ইংরাজ-সেনাপতিগণ "নজর" প্রদান করিয়া, ও যথারীতি "কুর্ণীশ" করিয়া দরবারের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। এক ঘণ্টা পরে মীর কাসিম উপনীত হইলেন। তাঁহাকেও যথারীতি "নজর" প্রদান করিতে হইল। শাহজাদা তাঁহাকে সিংহাসনের এক পার্শ্বে আসন দান করিয়া, যথাসাধ্য "খেলাত" সহ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারপদে অভিষেক করিলেন। মীর কাসিম বার্ষিক ২৪ লক্ষ টাকা রাজকর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সুবাদারী গ্রহণ করিলেন। যথাসময়ে দরবার ভঙ্গ হইল।*

এই দরবারে কাহারও আশা পূর্ণ হইল না। মীর কাসিমের মুখ অবনত হইল। শাহ আলমের মুখও অবনত হইল। মীর কাসিমকে অধীনতা স্বীকার করিতে হইল। ইংরাজেরা শাহজাদাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া দিতে সম্মত না হওয়ায়, শাহ আলমকে অল্পদিনের মধ্যেই ভগ্নহৃদয়ে পাটনা পরিত্যাগ করিতে হইল।

---

* Seir Mutakherin—*vol. II, 170—172.*

পাটনার দরবারের কথা এখন ইতিহাসের জীর্ণদপ্তরে নীরবে কীটদষ্ট হইতেছে। কিন্তু এই দরবারেই ইংরাজশক্তি বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যখন এই সমাচার ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তখন সকলেই চাহিয়া দেখিল ইংরাজ বণিকের ইচ্ছানুসারে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব কেন, ভারতবর্ষের অধীশ্বর পর্য্যন্ত পরিচালিত হইতেছেন।

ইংরাজেরা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী-সনন্দ গ্রহণ করিয়া, মীর কাসিমকে প্রতারিত করিতে পারিতেন। তাঁহারা এইরূপ প্রতারণা করেন নাই বলিয়া, ইতিহাসে তাঁহাদের প্রশংসাবাদ হওয়া দূরে থাকুক, বরং কেহ কেহ লিখিয়া গিয়াছেন—"হাতের কাছে দেওয়ানী-সনন্দ পাইয়া এমন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া ভাল হয় নাই!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাজ্য শাসন

At the close of 1762 he had not only paid off all the debts of the State, but his revenue-returns showed an excess of income over expenditure.—*Col. Malleson.*

মীর কাসিমের বিচিত্র ইতিহাস বহুবিধ যুদ্ধকাহিনীতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; সেইজন্য কোন ইতিহাসেই মীর কাসিমের শাসন কাহিনী বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইতে পারে নাই। মীর কাসিম অল্প-দিনের মধ্যে সমুদায় ঋণ পরিশোধ করিয়া রাজকোষে অর্থ-সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ইহাতে অনেকে মনে করেন—প্রজাপীড়ন ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে এ কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে কিরূপে মীর কাসিম রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহার যথাসাধ্য অনু-সন্ধান করা আবশ্যক।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তৎকালে অর্থোপার্জ্জনের জন্য ভারতবর্ষে নানা দেশের নানা শ্রেণীর লোক উপনীত হইয়াছিল। বসুন্ধরা ধন-ধান্য-ভরা, বাঙ্গালী শিল্পকারগণ বহুবিধ শিল্পদ্রব্য প্রণয়নে সিদ্ধহস্ত; দেশ অরাজক;—এই সকল কারণে বাণিজ্যে অথবা সামরিক ব্যাপারে রাতারাতি বড়-মানুষ হইবার সম্ভাবনা ছিল। ইউরোপীয়-দিগের মধ্যে কেহ কেহ বাণিজ্য-ব্যাপারে, কেহ কেহ বা সামরিক ব্যাপারে অর্থোপার্জ্জনের অবসর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। শেষোক্ত শ্রেণীর ইউরোপীয়গণ মীর কাসিমের বেতন গ্রহণ করিয়া তাঁহার অধীনে সেনাচালনার ভার গ্রহণ করিতেও ত্রুটি করেন নাই।

এইরূপে যে সকল বিদেশীয় বীরপুরুষ মীর কাসিমের সেনাশিবিরে নিয়োগ প্রাপ্ত হন, তন্মধ্যে কেহ কেহ এ দেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। সমরু, গর্গীন এবং মার্কারের নাম লোকে এখনও বিস্মৃত হইতে পারে নাই। তাঁহারা ইংরাজ-দলনের জন্য মীর কাসিমকে উৎসাহ দান করিতেন।*

ইংরাজদিগের সহায়তায় সিংহাসন লাভ করিয়া, ইংরাজদিগকে এতদূর অবিশ্বাস করিবার কারণ কি? ইহা কি মীর কাসিমের পক্ষে নিতান্ত অব্যবস্থিত-চিত্ততার লক্ষণ নহে? ইংরাজেরা বাহুবলে রাজ্যসংস্থাপনের জন্য ব্যাকুল ছিলেন না। বরং শাহজাদা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী-সনন্দ প্রদান করিবার জন্য স্বয়ং উপযাচক হইয়াও, ইংরাজদিগকে তাহা গ্রহণ করাইতে পারেন নাই! তবে আর ইংরাজদিগকে সন্দেহ করিবার কারণ কি?

মীর কাসিম এই সকল কথা অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়া লইয়াছিলেন। ইংরাজেরা যে পতনোন্মুখ মোগল-সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত নহেন, তাহা মীর কাসিম সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইহাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, ইংরাজ-সওদাগরেরা এ দেশের ধন-ধান্য প্রকারান্তরে কুক্ষিগত করিবার আশায় স্বাধীন বাণিজ্য পরিচালনা করিতেছেন; তাহাতে বাধা প্রদান না করিলে, দেশ বাঁচিবে না; বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেও, যুদ্ধ-কলহ উপস্থিত হইবে। ইংরাজ সওদাগরদিগের স্বাধীন বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা না করিলে, মীর কাসিমকে কোনরূপ সামরিক

* মীর কাসিমের এই সকল কার্য্য কলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইতিহাস লেখক ম্যালিসন লিখিয়া গিয়াছেন:—These preparations, his movement to Mounger, his repairing and strengthening of the fortifications of that place, the reform of his revenue system, had been inspired by one motive—distrust of the English.

—*Decisive Battles of India, p.* 144.

আয়োজন করিতে হইত না। কিন্তু যিনি সবলের উৎপীড়ন হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য প্রজার পক্ষ গ্রহণ করিয়া, জমিদারদিগকে দণ্ড দান করিতেন, তাঁহার পক্ষে স্বদেশের বাণিজ্যনাশে ও অবশ্যম্ভাবী হাহাকারে উপেক্ষা প্রদর্শন করা অসম্ভব। সেইজন্য মীর কাসিমকে জানিয়া শুনিয়াই অনলে হস্ত প্রসারণ করিতে হইয়াছিল। ইহাই তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল কারণ; ইহাই আবার এ দেশে বৃটিশ রাজশক্তি সংস্থাপিত হইবার ঐতিহাসিক সূত্র। মীর কাসিম ইংরাজের সহিত কলহ বিবাদে লিপ্ত না হইলে, এ দেশে মোগলশাসন উৎখাত হইত না; বরং ইংরাজ-বণিক্ এবং মোগল-নবাবের যুগপৎ উৎপীড়নে এ দেশের নানারূপ অকল্যাণ হইত।

লোকে লাভের লোভে সহজেই অন্ধ হইয়া পড়ে। সে কালের ইংরাজ সওদাগরেরাও অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ দেশ যে তাঁহাদের শাসনাধীন নহে, সে কথা তাঁহারা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া, প্রজাবৃন্দ অরণ্যে রোদন করিতে বাধ্য হইত। মুসলমান বা হিন্দু ফৌজদারগণ তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারিতেন না। মীর কাসিম প্রতিদিন এই হাহাকার শ্রবণ করিয়া উন্মত্তবৎ অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। লাভের লোভে ইংরাজ অন্ধ হইয়াছিলেন। রাজধর্ম্ম পালনের অক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া আত্মগ্লানিতে মীর কাসিমও অন্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মুসলমান ইতিহাস-লেখক সাইয়েদ গোলাম হোসেন মীর কাসিমের প্রশংসাবাদের জন্য গ্রন্থ রচনা করেন নাই। কিন্তু তাঁহাকেও সত্যানুরোধে লিখিতে হইয়াছে:—"যাঁহারা মানব কার্য্যের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবেন, তাঁহাদিগকে সত্য কথা বলিতে হইবে। আমি মীর কাসিমের অনেক অপকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং তাঁহার সৎকীর্ত্তিগুলিরও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য! মীর কাসিম বঙ্গীয় সেনানায়ক ও সিপাহীদলের

প্রভুভক্তিতে বিশ্বাস করিতেন না বলিয়া, অনেক সময়ে সামান্য কারণে অনেকের প্রাণদণ্ড করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। কিন্তু দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিচারকার্য্যে অথবা সেনাদল ও নবাব দরবারের শাসন কার্য্যে অথবা পণ্ডিত সমাজের মর্য্যাদারক্ষা-কার্য্যে তিনি যেরূপ ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে তৎসময়ের আদর্শ নরপতি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তিনি সপ্তাহে দুই দিবস যথারীতি বিচারাসনে উপবেশন করিতেন। নিম্নপদস্থ বিচারকগণের বিচার-কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেন, স্বয়ং অর্থী প্রত্যর্থী ও তাহাদের সাক্ষি-গণের বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া বিচারকার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহার আমলে কোন রাজকর্ম্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করিয়া 'হাঁ'কে 'না' করিয়া দিতে পারিতেন না। জমিদারদিগের উৎপীড়ন হইতে দুর্ব্বল প্রজা-দিগকে রক্ষা করা তাঁহার বিশেষ প্রিয়-কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। সিরাজদ্দৌলা বহু ব্যয়ে যে ইমামবাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি তাহার গৃহসজ্জা বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন।" *

মীর কাসিম সঙ্কল্প সাধনের জন্য নানা উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করিয়া ছিলেন। সেই অর্থে ভোগ-বিলাসের পথ উন্মুক্ত না করিয়া শক্তি-সংস্থাপনের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন;—মুঙ্গেরের পুরাতন কেল্লা সুসংস্কৃত করিয়া তথায় রাজধানী সংস্থাপিত করিলেন; কর্ম্মকুশল দেশীয় শিল্পকার নিয়োগ করিয়া, গুলি গোলা বারুদ কামান ও বন্দুক প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং ইউরোপীয় প্রণালীতে সেনা-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের সুব্যবস্থা করিলেন।

সে কালের বাঙ্গালীর বাহুবলের অভাব ছিল না; কিন্তু ইউরোপীয় প্রণালীর সমর-কৌশলের অভাব ছিল। মীর জাফর সিংহাসনারোহণ করিবার অল্পদিন পরে সেনাপতি ক্লাইব তাঁহাকে সদলবলে নিমন্ত্রণ

---

* Soot,—*vol.* II. p. 411.

করিয়া ইউরোপীয় সমর-কৌশল প্রদর্শন করেন। তাহাদের ত্বরিত গতি, তাহাদের অপূর্ব্ব অস্ত্র-চালনা-কৌশল, তাহাদের অদ্ভুত রণশিক্ষা দেখিয়া মীর জাফর বিস্মিত নয়নে মীর কাসিমকে বলিয়াছিলেন, "ইউরোপীয় সমরকৌশল সর্ব্বথা অনুকরণযোগ্য, দূর হইতে ইহাদিগকে আক্রমণ করা অসম্ভব, নিকটে পাইলে একবার দেখা যাইতে পারে!" কথাগুলি মীর কাসিমের হৃদয়ে দৃঢ়মুদ্রিত হইয়াছিল। তিনি সময় পাইয়া, বাহুবলের সঙ্গে সমর-কৌশল মিলিত করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।

তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ফল হইল না, কলিকাতায় ইংরাজ দরবারে সকরুণ আবেদন করিয়া কোন ফল হইল না—হেষ্টিংস এবং গভর্ণর ভান্সিটার্ট ভিন্ন ইংরাজ মাত্রেই যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য ব্যাকুল। সুতরাং বাহুবলে বাণিজ্য রক্ষা করিবেন বলিয়াই মীর কাসিম এই সকল সামরিক অনুষ্ঠানে লিপ্ত হইতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

উদ্যোগ পর্ব্ব

The ravenous hordes thus let loose on India made the race-name of christian (Firingi) a word of terror—until the strong rule of the Moghul Empire turned it into one of contempt.—*Sir W. Hunter.*

ইউরোপীয়গণ যখন উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে সম্ভ্রান্ত বণিক্‌রূপেই ভারতবর্ষের লোকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। ইউরোপীয়গণ অল্পদিনের মধ্যেই জলদস্যুরূপে সর্ব্বত্র বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া আত্মসম্মান বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহারা তখন "ফিরিঙ্গি" নামে অভিহিত হইতেন। এই নাম ভারতবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। লোকে ফিরিঙ্গিকে ভয় করিত—ঘৃণা করিত—শ্রদ্ধা করিত না! ইংরাজেরাও ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া "ফিরিঙ্গি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। * কিন্তু তাহাদের বাহুবলের ও সমরকৌশলের পরিচয় প্রাপ্ত হইবার পর ভারতবর্ষের লোক প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে সাহস করিত না। বরং বিপদে পড়িলে তাঁহাদের শরণাপন্ন হইত। "নেটিভ" বলিলে ভারতবাসীমাত্রেই অপমান বোধ করেন; "ফিরিঙ্গি" বলিলে, ইংরাজমাত্রেই খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু মীর কাসিমের সময়ে মুসলমানগণ ইংরাজদিগকে "ফিরিঙ্গি" বলিয়াই মনে করিত;

---

* In India it is a positive affront to call an Englishman a Firingi.
—*Gotebrooke's Life of Elphinstone* vol. II. 207.

কেবল অন্যান্য ফিরিঙ্গি অপেক্ষা ইংরাজদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে শিক্ষা করিয়াছিল।

মীর কাসিম তাহা জানিতেন। ইংরাজের সমর-শিক্ষার উৎকৃষ্ট প্রণালীই ইংরাজের বাহুবলের মূল কারণ বলিয়াই মীর কাসিমের ধারণা ছিল। সেকালের ইংরাজ বাঙ্গালীর পক্ষে পরস্পরের প্রকৃত দোষ-গুণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার সম্ভাবনা ছিল না। ইংরাজেরা যৎসামান্য কারণে সমগ্র বাঙ্গালীজাতির বিরুদ্ধে নানাবিধ কুৎসা রটনা করিতেন; বাঙ্গালীরাও যৎসামান্য কারণে সমগ্র ইংরাজজাতির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিতে ত্রুটি করিতেন না। সে সকল কথা ঐতিহাসিক প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইবার অযোগ্য। তথাপি সেকালের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হইলে, সেকালের ভ্রান্ত সংস্কারকেও একেবারে পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। লোকে ইংরাজদিগকে ভয় করিত; ভক্তি করিত না। লোকে ইংরাজদিগের বাহুবলের ও সমরকৌশলের প্রশংসা করিত; ধর্ম্মনীতির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিত না। কেহ ইংরাজ-চরিত্রের অনুকরণ করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিত না। ইংরাজেরাই বরং আহার-বিহার-বিলাস-বিভ্রমে বাঙ্গালী-চরিত্রের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আল্‌বোলায় তামাকু সেবন করিতেন; মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর দিবানিদ্রা অভ্যাস করিতেন। রাজপথে বহির্গত হইলে দোলারোহণ করিতেন; পদব্রজে যাত্রা করিতে হইলে ছত্রধর ছত্র ধারণ করিয়া চলিত! মীর কাসিম ইংরাজের সমর-কৌশলের অনুকরণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

যে উপায়ে ইংরাজ-সেনা বিশ্ববিজয়িনী বীরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছে, সেই উপায়ে এ দেশের লোক কি সমর-কৌশলে ইংরাজের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারে না? এই চিন্তা মীর কাসিমের মস্তিষ্ক অধিকার করিয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় রাজা বা নবাব সে

কথা যে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মীর কাসিম সংকল্প সাধনের জন্য অগ্রসর হইলেন। এই কার্য্যের জন্য মীর কাসিমের স্মৃতি অদ্যাপি বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। তিনিই প্রথমে এ দেশের লোককে সমর-কৌশলে ইংরাজের সমকক্ষ করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহা সর্ব্বাংশে সফল হইলে, মীর কাসিমকে সিংহাসন দান করিবার জন্য ইংরাজকে অনুতপ্ত হইতে হইত।

মীর কাসিমের জন্মগ্রহণের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ফিরিঙ্গিরাই প্রথমে এদেশের লোককে ইউরোপীয় প্রণালীতে সমর-শিক্ষা প্রদান করিবার সূত্রপাত করেন। সেকালে ইউরোপ হইতে বহু সংখ্যক সুশিক্ষিত সৈনিক আনয়ন করিবার সুবিধা ছিল না। পর্ত্তুগীজগণ বাধ্য হইয়া এ দেশের লোক লইয়া সেনাদল গঠন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগের অনুকরণে ফরাসী এবং ইংরাজেরাও "সিপাহী পল্টন" গঠন করিয়াছিলেন। ক্লাইবের "লাল পল্টন" বঙ্গদেশে তাহার স্মৃতি অদ্যাপি উজ্জ্বল করিয়া রাখিযাছে। উপযুক্ত শিক্ষক পাইলে, এদেশের লোক অল্প সময়ে ইউ-রোপীয় সমর-শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া, ইউরোপীয়গণের বাহুবল প্রবল করিতে পারে—মীর কাসিম তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উপযুক্ত শিক্ষক পাইলে, এদেশের লোক ইংরাজের বাহুবলকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিতে পারিবে মনে করিয়াই, মীর কাসিম ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

মোগল সেনার শৌর্য্য-বীর্য্যের অভাব ছিল না। তাহারা বহুবার অল্প সংখ্যক ইউরোপীয় সেনার নিকট পরাজিত হইলেও, শৌর্য্য-বীর্য্যে পরাভূত হয় নাই। তাহাদের শিক্ষাপ্রণালীর দোষেই তাহারা পরাজিত হইয়াছে। তাহারা উপযুক্ত বেতন পাইত না; উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদ পাইত না; উপযুক্ত নায়কের দ্বারা পরিচালিত হইত না। মনসবদারগণ পদগৌরব অনুসারে সেনাপতি হইতেন। সমগ্র সেনাদল

একদল বলিয়াই গণ্য হইত। সমরক্ষেত্রে বহুসংখ্যক সেনা সমবেত হইয়া একমাত্র নায়কের ইঙ্গিতমাত্রে পরিচালিত হইত। এই সকল কারণেই মোগল-সেনা পরাভূত হইত, মীর কাসিম তাহা পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি এই সকল অসুবিধা দূর করিয়া ইংরাজসেনার ন্যায় মোগলসেনার সংস্কার সাধনে অগ্রসর হইলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ ও সেনাদিগের সমর কৌশল শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইল। মুঙ্গের দুর্গ এই অভিনব শিক্ষার কেন্দ্র স্থান হইয়া উঠিল।

শিক্ষকের অভাব হইল না। সংকল্প সাধনে মীর কাসিমের একাগ্রতা ছিল। তিনি অনন্যকর্ম্মা হইয়া সংকল্প সাধনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিবার জন্য যন্ত্রশালা নির্ম্মিত হইল। তখন ইউরোপীয় শিক্ষকের উপদেশে এদেশের লোকে শীঘ্রই কামান বন্দুক প্রস্তুত করিবার উৎকৃষ্ট কৌশল শিক্ষা করিল। সেকালে কামানে অগ্নি-সংযোগ করিতে হইত; বন্দুক ছুঁড়িতে হইলে চক্‌মকি পাথর দিয়া অগ্ন্যুৎপাদন করিতে হইত। বন্দুকের নাল তাপসহ করিতে হইলে উৎকৃষ্ট লৌহের প্রয়োজন হইত। রাজমহলের চক্‌মকি এবং ছোট নাগপুরের লৌহ শীঘ্রই বিখ্যাত হইয়া উঠিল। এই সকল বন্দুক লইয়া উত্তরকালে ইংরাজেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন,—কোম্পানীর বন্দুক অপেক্ষা মীর কাসিমের বন্দুক সর্ব্বাংশেই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল! কামানগুলি পিত্তল গলাইয়া ঢালাই করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া মীর কাসিম এক নূতন কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ইংরাজদিগকে প্রতারিত করিয়া কোন কোন স্বাধীন ইউরোপীয় বণিক্ এদেশে বন্দুক কামান ও গুলি-গোলার আমদানী করিতেন। মীর কাসিমের অস্ত্রাগারে তাহাও সংগৃহীত হইতে লাগিল। এইরূপে মীর কাসিম যে সকল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেকালের

হিসাবে তাহা ইংরাজের অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিল না ; বরং অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছিল। *

যাঁহারা মীর কাসিমের সেনাদল সুশিক্ষিত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকের কথাই ইতিহাসে স্থানলাভ করিয়াছে। সেকালে কলিকাতার আরমানী বণিক্‌গণের মধ্যে খোজা পিক্রু নামক এক ব্যক্তি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজ-মহলে এবং নবাব দরবারে তুল্য রূপে সমাদর লাভ করিতেন। তাঁহার ভ্রাতা গ্রেগরী মীরকাসিমের প্রধান সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। গ্রেগরী এদেশের ইতিহাসে গরগিন খাঁ নামে পরিচিত। তিনি বাঙ্গালীর উপন্যাসে স্থান লাভ করিয়া সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছেন। উপন্যাসে তাহার নাম গুর্গণ খাঁ। তিনি সামরিক সকল বিভাগেই কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায়, খোজা পিক্রুর যোগে মীরকাসিম গোপনে ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নানা কারণে মীর কাসিমের দরবারে গুর্গণ খাঁর আধিপত্য প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সূত্রে অনেক আরমানী সৈনিক নবাব সেনাদলে প্রবেশ লাভ করে ; তাহাদের কথা কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

গুর্গণ খাঁ বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত বলিয়াই নবাব-দরবারে সুপরিচিত ছিলেন। মীর কাসিম যখন অশান্ত হৃদয়ে ইংরাজ-দলন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন, সেনাপতি গুর্গণ তখন মীর কাসিমকে শান্ত

---

* The muskets with which they were armed were manufactured in the country, and from trials subsequently made between them and the Tower-proof arms of the Company's troops, the reader will be surprised to learn, that they were found to be superior to English manufacture, particularly in the barrels, the metal of which was of an admirable description ; the flints were also of a very excellent quality composed of agates found in the Rajmehal Hills and were much preferred to those imported—*Broome's Bengal Army, p.* 351.

করিয়া কহিতেন, "এখনও সময় হয় নাই!"* এই আরমানী সেনাপতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নবাব-সেনাদলকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন;—এক শ্রেণী অশ্বারোহী, এক শ্রেণী গোলন্দাজ, এক শ্রেণী পদাতি। পদাতি-সেনা নজীব ও তেলেঙ্গা নামক দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল। তেলেঙ্গাগণ ঠিক কোম্পানীর পল্টনের ন্যায় সজ্জীভূত হইয়াছিল। অশ্বারোহিগণ মোগল-বংশোদ্ভূত সেনানায়কদিগের অধীন ছিল;—আরমানী, জার্ম্মান্, পর্ত্তুগীজ ও ফরাসী সেনানায়কগণ কেহ গোলন্দাজ, কেহ বা পদাতিক সেনার পরিচালনা-ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গুর্গণ খার অধীনে মার্কার নামক একজন আরমানী সেনানায়ক বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। মার্কারের অধীনে তিন শ্রেণীর সেনাই সুশিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি প্রত্যেক শ্রেণীর পল্টন হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়া একটি বিশেষ দল গঠন করিয়াছিলেন। মার্কার ইউরোপে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং হল্যাণ্ডের যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি ও সমর-কৌশলের কথা অদ্যাপি বঙ্গবাসীর স্মৃতিপট হইতে অপসৃত হয় নাই।

মীর কাসিমের সেনানায়কগণের মধ্যে সেনাপতি সমরুর নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। সমরু ইউরোপে কসাইখানায় নিযুক্ত ছিলেন; তথা হইতে সুইস সেনাদলের সহিত ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া ফরাসি-দিগের অধীনে সেনাচালনার ভার গ্রহণ করেন; ক্রমে তথা হইতে মীর কাসিমের সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সমরু ইংরাজের চিরশত্রু বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত। তিনি রাক্ষসের ন্যায় ক্রূরকর্ম্মা

* Bear and forbear; you are not yet fledged; reserve your anger till the time when you shall have feathers to your wings.

—*Seir Mutakherin*, vol. II. 186.

ছিলেন; প্রভুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, তাহার হিতাহিত বিচার করিতেন না। সমরুর প্রকৃত নাম ওয়াল্টার রেনল্ড!

সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে মীর কাসিম সেনানায়কের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াই জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন। সামরিক ব্যাপারে তাঁহার অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না। তথাপি সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর মীর কাসিম যুদ্ধ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাসী সেনানায়কগণের হস্তেই সকল ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ইংরাজ ইতিহাসলেখকদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে এই কারণে রণভীরু বলিয়াও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

মীর কাসিমের সেনানায়কগণ শৌর্য্য-বীর্য্য ও সমরকৌশলে ইংরাজ সেনানায়কদিগের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়াই মীর কাসিম ইংরাজের সহিত কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কাসিম আলি জানিতেন—দেশের লোকের বাণিজ্যরক্ষার্থ ইংরাজের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার দমন করিবার জন্য চেষ্টা করিলে যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে নীরবে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছিলেন।

মীর কাসিম যে নীরবে সেনা সংগ্রহ করিতেছেন, সে কথা ইংরাজদিগের অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহারাও সাধ্যমত বাহুবলে বাহুবল প্রতিহত করিবার জন্য আয়োজন করিতে ত্রুটি করেন নাই। বিবাদের কারণ-পরম্পরার অভাব ছিল না। প্রতিদিবস নবাব দরবারে ইংরাজ গোমস্তার অত্যাচারকাহিনী মীর কাসিমকে উত্যক্ত করিয়া তুলিত। সময় হয় নাই বলিয়া মীর কাসিম হৃদয়বেগ দমন করিতেন। বালক সিরাজদ্দৌলা হৃদয়বেগে অধীর হইয়া অকালে কলহানলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রবীণ মীর কাসিম উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় হৃদয়াবেগ দমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অস্ত্র শস্ত্র সংগৃহীত ও সেনাদল সুশিক্ষিত হইলে, মীর কাসিম বেতিয়া-রাজ্য জয় করিয়া নেপাল অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তৎকালে মোরঙ্গ নামক নেপালের "তরাই" প্রদেশ লইয়া সর্ব্বদা কলহ উপস্থিত হইত। তিব্বতযাত্রী পর্য্যটকগণের নিকট নেপালের প্রবেশপথের সন্ধানলাভ করিয়া, মীর কাসিম গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া নেপালরাজ্য আক্রমণ করিলেন। ইউরোপীয় প্রণালীতে সুশিক্ষিত নবাব সেনা নেপালের সুবিখ্যাত বীরপুরুষগণকে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াও গুপ্ত আক্রমণে নিয়ত ব্যতিব্যস্ত হইতে লাগিলেন। ইহাতে ভগ্নমনোরথ হইয়া মীর কাসিম সসৈন্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গুর্গণ খাঁর শিক্ষা-কৌশলে নবাবসেনাদল যে সম্মুখযুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল।

মোগল-সেনার সংস্কার সাধনের জন্য মীর কাসিম মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাদলও নেপালযুদ্ধে আত্মশক্তির পরিচয় লাভ করিয়া ইউরোপীয় রণকৌশলের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এই সময়ে বঙ্গদেশের অবস্থা সর্ব্বাংশেই সমুন্নতি লাভ করিয়াছিল। রাজকোষে অর্থের অভাব ছিল না; নবাবসেনা সুশিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল; শিল্পবাণিজ্যে বঙ্গবাসী জগদ্বিখ্যাত হইয়া নানা দেশে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। মীর কাসিমের ন্যায়-বিচারে অরাজকতা দূর হইয়া দেশের সকল স্থানেই সুবিচার প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। তথাপি এই সময়েই বঙ্গবাসীর হাহাকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

দেশের লোকের পক্ষে বাণিজ্য ব্যাপারে অর্থোপার্জ্জন করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। আড়ঙ্গে যে সকল পণ্যদ্রব্য আনীত হইত, ইংরাজেরাই তাহা আত্মসাৎ করিতেন। তাঁহারা অল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া অগ্নিমূল্যে

বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে গিয়া বঙ্গবাসীর সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইলেন। কোম্পানীর বাণিজ্যে দেশের লোকের ক্ষতি হইত না, কোম্পানী এ দেশের পণ্যদ্রব্য বিলাতে বিক্রয় করিতেন; কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া দেশের লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে লাগিলেন। ইংরাজমাত্রেই প্রবল হইয়া উঠিলেন; নবাবের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগের অত্যাচারের প্রতিকার সাধন করিতে সমর্থ হইলেন না। ইংরাজ বণিক্ লাভের লোভে অন্ধ হইয়া নবাবের শাসন-ক্ষমতা অস্বীকার করিতেও ইতস্ততঃ করিলেন না। ভান্সিটার্ট তাহার প্রতিকার সাধনের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দোষ কাহার—তাহা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে গিয়া ইংরাজেরাও বলিয়া গিয়াছেন, নবাবের অপরাধ ছিল না; ইংরাজেরাই প্রধান অপরাধী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বন্ধু-বিচ্ছেদ

Mir Kasim was a man of a stamp different to that of his father-in-law. The pliant disposition which had caused the latter to bend on every decisive occasion to the will of his European masters did not belong to his nature—*Col. Malleson.*

ইংরাজেরা মীর জাফরকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারিতেন; ইংরাজের সহিত কলহের কোনরূপ সম্ভাবনা উপস্থিত হইবামাত্র তিনি ইংরাজ-হস্তেই আত্মসমর্পণ করিতেন। মীর কাসিমকে সেরূপভাবে ইচ্ছামত পরিচালনা করিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহার চরিত্র স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত হইয়াছিল। সুতরাং বন্ধুবিচ্ছেদ উপস্থিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না।

দোষ কাহার? তাহার আলোচনা না করিয়া, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইংরাজের সহিত কলহে লিপ্ত হইয়াই মীর কাসিম সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজের সহিত কলহ উপস্থিত হইল কেন, তাহার মূল কারণ অন্বেষণ করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

এদেশ তৎকালে মুসলমানের অধীন ছিল। দেশের লোকের সুখ দুঃখের সহিত দেশের নবাবের সংশ্রব ছিল। ইংরাজেরা দেশের লোকের ক্ষুধার অন্নে হস্তক্ষেপ করায়, মীর কাসিমকে বাধ্য হইয়া প্রজা রক্ষা করিতে গিয়াই সিংহাসনচ্যুত হইতে হইল।

কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ রাতারাতি বড়-মানুষ হইবার আশায় বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কোম্পানীর যৎসামান্য বেতনে কাহারও অভাব দূর হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং অভাব মোচনের জন্যও কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণকে অন্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইত। তাঁহারা ইহার যে উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে দেশের লোকের সর্ব্বনাশ ঘটিলে কি হইবে? আত্মরক্ষার প্রবল তাড়না কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণকে সে কথা চিন্তা করিবার অবসর দান করিত না। তাঁহারা বিলাতে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিয়া বাণিজ্য করিতে পারিতেন না; তাঁহারা দেশের মধ্যেই জলপথে স্থলপথে বাণিজ্য করিতেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ কোম্পানীর মোহরাঙ্কিত "দস্তক" নামক অনুমতি-পত্র দেখাইয়া বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতেন। ইহাতে যে কেবল রাজকোষের ক্ষতি হইত, তাহা নহে; দেশের লোকে শুল্ক দান করিয়া বাণিজ্য করিতে গিয়া কোম্পনীর কর্ম্মচারিদিগের প্রতি-যোগিতায় পরাভূত হইত।

গবর্ণর ভান্সিটার্ট এবং সদস্য ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভিন্ন ইংরাজমাত্রেই কোম্পানীর কর্ম্মচারিদিগের এই উচ্ছৃঙ্খল বাণিজ্যের পক্ষপাতী ছিলেন। তাহাতে সকলেরই লাভের সংশ্রব ছিল। লাভের লোভে কর্ত্তব্যবুদ্ধি লুপ্ত হইয়াছিল। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ বারম্বার নিষেধ করিয়াও কোম্পা-নীর কর্ম্মচারিগণের এই প্রবৃত্তি নিরস্ত করিতে পারেন নাই। এই স্বাধীন বাণিজ্যের অত্যাচারে দেশের লোকের হাহাকারে নবাব দরবার পূর্ণ হইয়া উঠিল। মীর কাসিম তাহাতে কর্ণপাত না করিলে, বন্ধুবিচ্ছেদ সংঘটিত হইত না। কিন্তু মীর কাসিম যে দেশের শাসন-ভার গ্রহণ করিয়া মনুষ্য ও পরমেশ্বরের নিকট কর্ত্তব্য পালনের জন্য দায়ী, সে দেশের প্রজাপুঞ্জের হাহাকারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না! ইহাতেই বন্ধু-বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল।

মীর কাসিম যে ইংরাজ-বন্ধুর অন্যায় উৎপীড়ন হইতে প্রজা-রক্ষার জন্য তীব্র প্রতিবাদে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের লাভের পথ অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবেন, তাহার আভাস প্রাপ্ত হইয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ কলহ উপস্থিত করিলেন। মীর কাসিম বাহুবলে ইংরাজ-কর্ম্মচারির অন্যায় উৎপীড়ন নিবারণ করিতে পারিতেন। তিনি ইচ্ছা করিলে উৎপীড়নকারিগণকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিতেন। তিনি ইংরাজ দরবারের শরণাপন্ন হইলেন। অভিযোগের মূল অনুসন্ধান করিবার জন্য ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রতি ভার অর্পণ করিয়া গভর্ণর ভান্সিটার্ট মীর কাসিমকে আশ্বস্ত করিলেন। হেষ্টিংস নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া যাহা লিখিয়া পাঠাইলেন তাহাতে আর কোন কথা অস্বীকার করিবার উপায় রহিল না।*

ঢাকার ইংরাজগণ শ্রীহট্টে সিপাহী পাঠাইয়া তথাকার একজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসীকে খুন করিযা জমিদারকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। যে কেহ কোম্পানীর কর্ম্মচারিদিগের গুপ্তবাণিজ্যের অন্তরায় হইত, কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ ফৌজ পাঠাইয়া তাঁহাকে এইরূপে শাসন করিতে ত্রুটি করিতেন না।†

নবাবের কর্ম্মচারিবর্গ এই সকল অত্যাচারের গতিরোধ করিতে পারিতেন না; জমিদারগণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন; নিরীহ প্রজাগণ ইংরাজ-গোমস্তার অত্যাচারভয়ে গ্রাম ত্যাগ করিযা পলায়ন করিত। এই সকল অত্যাচারের কথা বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইলে,

---

* *Proceedings of Council* October 14, 1762.

† Mr. Vansittart has received private intelligence that a party of Sepoys were sent to Sylhet by the gentlemen at Dacca on account of some private dispute, who fired upon and killed one of the principal people of the place and afterwards made the Zaminder prisoner and forcibly carried him away.—*Ibid*.

তাঁহারা লিখিয়া পাঠাইলেন ;—"আমরা স্পষ্টাক্ষরে আদেশ করিতেছি যে, আমাদের অধীনে নিযুক্ত থাকিবার ইচ্ছা থাকিলে, পত্র পাঠ মাত্র আমাদের পক্ষ হইতে নবাবকে জানাইবে—আমরা এই সকল কার্য্যের পক্ষ সমর্থন করি না। নির্লজ্জভাবে "দস্তকের" অপব্যবহার করিয়া নবাবের শুল্ক নষ্ট ও তাঁহার পদমর্য্যাদা অস্বীকার করা আমাদের অভিপ্রেত নহে।" *

বিলাতের ডিরেক্‌টারগণের সাধুসঙ্কল্পও বিফল হইয়া গেল। ইংরাজের অত্যাচার অক্ষুণ্ণ প্রতাপে প্রজাপুঞ্জের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে লাগিল। আত্মাপরাধ গোপন করিবার জন্য ইংরাজেরা নবাবের নামে অলীক অভিযোগের সৃষ্টি করিতেও ত্রুটি করিলেন না। তখন কাসিম আলি প্রজারক্ষার্থ ইংরাজ-গোমস্তার "মুচলিকা" লইবার আদেশ প্রচার করিতে বাধ্য হইলেন! সিরাজদ্দৌলা "মুচলিকা" লইবার চেষ্টা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন ; সে চেষ্টা আবার সর্ব্বনাশ আনয়ন করিবে ;—মীর কাসিম সে কথা চিন্তা করিয়াও, কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

সেকালে রাজসাহীর জমিদারীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জমিদারী বলিয়া পরিচিত ছিল। বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থান এই জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর শাসন-কৌশলে রাজসাহী শিল্প-বাণিজ্যের জন্য জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজগণ ভারতবর্ষ হইতে যে সকল পণ্য দ্রব্য বিলাতে প্রেরণ করিতেন, তাহার অধিকাংশই রাজসাহী প্রদেশে উৎপন্ন হইত। এই প্রদেশের শিল্প বাণিজ্য যায় যায় হইয়া উঠিল! মীর কাসিম ইংরাজ-গোমস্তাবর্গের "মুচলিকা" লইবার

---

* We positively direct, as you value our service that you do immediately acquaint the Nabab, in the Company's name that we disapprove of every measure which has been taken in real prejudice to his authority and government, particularly with respect to the wronging in his revenues by a shameful abuse of *dusticks*.—*Court's letter*, December 30, 1762.

আদেশ প্রচার করায়, ভান্সিটার্ট প্রকৃত অবস্থার অনুসন্ধান করিবার জন্য গঙ্গারাম মিত্রকে রাজসাহী অঞ্চলে প্রেরণ করিলেন।*

মিত্র মহোদয়ের দৌত্য সফল হইল না। দেশীয় বণিগ্বর্গ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন; দেশীয় বাণিজ্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইল; রাজ-কোষের সমূহ ক্ষতি হইতে লাগিল; দেশের লোক ক্রমে কাঙ্গাল হইয়া পড়িতে লাগিল। কাসিম আলি পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ করায়, গভর্ণর সাহেব তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য মুঙ্গের যাত্রা করিলেন।

ইংরাজ-গোমস্তার স্বাধীন বাণিজ্যে এদেশের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, সহৃদয় ইংরাজ লেখকগণ তাহার কথা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সম্ভ্রান্ত দেশীয় মহাজন পুনঃ পুনঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন; পরগণাগুলি একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সমগ্র দেশীয় বাণিজ্য ছত্রভঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। †,

কাসিম আলির সহিত ইংরাজ গভর্ণরের অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণের আশ্রয়লাভ করিয়া, তাঁহাদের নিকট "দস্তক" লইয়া, কোম্পানীর নিশান উড়াইয়া, অনেকেই বিনা শুল্কে বাণিজ্য

---

* I am acquainted with Mr. Chevalier, Mr, Texeira and sundry English gomastass, without either dustak or order from the Huzoor, do in the Pergnnah of Rajshahy and other Districts in the Zamindary of Rani Bhobany, oppressively stop and embark goods and force people to buy, by which the inhabitants are obliged to fly the country and the King's revenues are greatly prejudiced. I therefore send you with some Burkandazes. You must, on your arrival at the said Pergannah, prevent those people who have raised such disturbances, who, if they mind you it will be well, if not whatever oppressions they have been guilty of you must make yourself fully acquainted with, and send me an authentic account of the same and agreeably thereto I shall take account of their oppressive proceedings, and punish them.—*Proceedings*, January 17, 1763.

† The results of this shameful oppressive system were that the respectable classes of native merchants were ruined, whole districts became impoverished; the entire native trade became disorganised. —*Malleson's Decisive Battles of India* p. 145.

করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ কখন বাণিজ্যে কখন বা "দস্তক" বিক্রয়ে অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এদেশের যে সকল লোক ছল প্রতারণার উপকার উপলব্ধি করিয়া ইংরাজের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারা কখন কখন "দস্তক" জাল করিয়া, কখন সিপাহী সাজিয়া, কখন বা ইংরাজ গোমস্তাকে উৎকোচ দান করিয়া, বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।*

ইংরাজ গভর্ণর ইহার কোন কথা অস্বীকার করিতে পারিলেন না! দেশ একেবারে অরাজক হইয়া উঠিয়াছে—নবাবের শাসনক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে—জলে স্থলে বাঙ্গালীর আকুল আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে! কেহ ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিলে, ইংরাজ-গোমস্তার সিপাহীসেনা তাহাকে দণ্ডদান করিতেও ইতস্ততঃ করিতেছে না। কোন দেশের শাসনকর্ত্তা এরূপ অরাজকতা সহ্য করিতে পারেন না—ইংরাজ-গভর্ণরকে তাহা স্বীকার করিতে হইল।†

কোম্পানী ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল না। ইংরাজ গভর্ণর সেই প্রথা পুনরায় প্রবর্ত্তিত করিয়া ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণের স্বাধীন বাণিজ্যের উপর শুল্ক স্থাপনের প্রস্তাব

---

* The river was covered with fleets of boats proceeding up and down under English flags with small guards of *Sypahis* and English *dustaks* and a system speedily obtained amongst the native merchants of using the same *dustak* over and over again, and finally of forging them ; also of dressing up their own followers as English *Sipahis*.—Broom's *Bengal Army*, p. 345.

† For my own part, I think that the honour and dignity of our nation would be better maintained by scrupulous and careful restraint of the *dustuck*, than by extending it beyond its usual bounds, and by putting our gomastas under some checks, than by suffering them to exercise our authority in the country, every one according to the means put into his hands, and thereby bringing an odium upon the name of the English by repeated violence done to the inhabitants.

উপস্থিত করিলেন। এক "দস্তক" পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইতে না পারে, অথবা জাল "দস্তক" ব্যবহৃত হইতে না পারে, তজ্জন্য ভান্সিটার্ট প্রস্তাব করিলেন—ইংরাজ-গোমস্তা ও নবাব-কর্ম্মচারী স্বাক্ষর না করিলে, দস্তক স্বীকৃত হইবে না। গভর্ণর এই সকল প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া, ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণের পক্ষে শতকরা নয় টাকা শুল্ক দানে স্বীকৃত হইলেন।

কাসিম আলি ইহার কোন কথাই স্বীকার করিলেন না। ইহাতে ইংরাজ-গোমস্তার অত্যাচার দূর হইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল না। অবশেষে গভর্ণর সাহেবের অনুরোধে আপাততঃ এই ব্যবস্থায় সম্মত হইয়া, কাসিম আলি দরবার ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—"কিছুদিন দেখিব; প্রতিকার না হইলে, শুল্ক রহিত করিয়া ইংরাজ-বাঙ্গালীকে তুল্যভাবে বাণিজ্য করিবার অধিকার দান করিব।"

ভান্সিটার্ট যাহা স্বীকার করিয়া নবাবের নিকট ধর্ম্মশপথ করিলেন, কলিকাতার ইংরাজগণ তাহাও স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা শুল্ক দান করিয়া বাণিজ্য করিতে অসম্মত; তাঁহাদের পক্ষে শুল্ক-দানের সম্মতি প্রকাশের জন্য ভান্সিটার্টের অধিকার ছিল না; তাঁহার কার্য্যে ইংরাজগণ বাধ্য হইতে পারেন না;—এইরূপ নানা তর্ক বিতর্কে ইংরাজ-দরবার কোলাহলময় হইয়া উঠিল। সেদিন ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভিন্ন আর কেহই গভর্ণরের পক্ষ সমর্থন করিলেন না। হেষ্টিংস পুনঃ পুনঃ বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন,—এরূপ আচরণ করিলে, ইংরাজের নাম ঘৃণার আধার হইয়া উঠিবে!*

ইংরাজগণ লবণের বাণিজ্যে শতকরা ২৷৷০ টাকা শুল্ক দানে সম্মত

* Such a system of Government cannot fail to create in the minds of the wretched inhabitants an abhorrence of the English name, and authority; and how will it be possible for the Nabab, whilst he heard the cries of his people which he cannot redress, not to wish to free himself from an alliance which subjects him to such indignities ?—Hasting's *Minute*, *Proceedings*, March 3, 1763.

হইয়া অন্যান্য পণ্যদ্রব্য বিনা শুল্কে বহন করিবার প্রস্তাব করিলেন। গভর্ণর যে সকল কথা স্বীকার করিয়াছিলেন, কাসিম আলির অনুরোধে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া নবাব দপ্তরে দাখিল করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার প্রতিলিপি সর্ব্বত্র প্রেরিত হইয়াছিল। ইংরাজগণ শুল্কদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করায়, তাঁহাদের নৌকা আটক হইয়াছিল। এই সকল সংবাদে ইংরাজমাত্রেই অশান্ত হইয়া উঠিলেন। এদিকে ইংরাজ-দরবারের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া, কাসিম আলিও ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না।

পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কাসিম আলি দেশীয় বাণিজ্যের জীবন-রক্ষার্থ শ্বেত-কৃষ্ণের প্রভেদ বিলুপ্ত করিয়া সর্ব্বপ্রকার বাণিজ্য-শুল্ক রহিত করিবার জন্য ঘোষণাপত্র প্রচারিত করিলেন। এই বিখ্যাত ঘোষণাপত্র ১৯ সাবান তারিখে (১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ) রাজা নবৎ রায়ের বরাবর লিখিত হইল। ইহার প্রতি ছত্রে কাসিম আলির প্রকৃত চরিত্র পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। ইংরাজের সহিত কলহে লিপ্ত হইলে, সর্ব্বস্বান্ত হইবার আশঙ্কা আছে; এখনও প্রকাশ্য কলহে লিপ্ত হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই;—এই বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া, কাসিম আলি রাজাজ্ঞা প্রচারিত করিলেন। ইংরাজেরা এই ঘোষণাপত্রের যে ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল।

Having been certainly informed that the greater part of merchants of my country have suffered considerable losses, and have laid aside all traffic, sitting idle and unemployed in thier houses,—

Therefore with a view to the welfare and quiet of this kind of people, I have caused all duties of customs, chaukeedary Margan, collections upon new-built boats and other lesser taxes by land and water, for two years

to come, to be removed, and my Sunnod is accordingly sent to enforce it.

দেশের মধ্যে এই ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইতে না হইতে, ইংরেজ-মণ্ডলীতে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। তাঁহাদের ইচ্ছা—কেবল তাঁহারাই বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন। সকল শ্রেণীর প্রজাকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার দান করায়, ইংরাজের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। ইংরাজেরা বলিয়া উঠিলেন—কাসিম আলির আদৌ এরূপ ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার অধিকার নাই!

কাসিম আলি ইংরাজের সহিত যুদ্ধ কলহে লিপ্ত হইয়া, উপর্য্যুপরি নরহত্যায় বঙ্গদেশের ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। তাহার জন্য বাঙ্গালীমাত্রেই লজ্জিত। তথাপি বাঙ্গালী কাসিম আলির এই বিখ্যাত ঘোষণাপত্রের জন্য অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। ইংরাজ ইতিহাস-লেখক ইহার উল্লেখ করিবার সময়ে স্বজাতিকলঙ্ক স্মরণ করিয়া, অধোবদন হইয়া থাকেন। একজন ইতিহাসলেখক স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন—মানুষ স্বার্থে অন্ধ হইয়া কতদুর অধোগতি লাভ করিতে পারে, সেকালের ইংরাজেরাই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লিখিত হইতে পারেন!*

---

* The conduct of the Company's servants upon this occasion furnishes one of the most remarkable instances upon record of the power of interest to extinguish all sense of justice and even of shame They had hitherto in isted contrary to all right and all precedent, that the Government of the country should except their goods from duty. They now insisted that it should impose duties upon the goods of all other traders, and assumed it a guilty of a breach of place toward the English nation, because it proposed to remit them.—Mill's *History of British India* (Wilson) vol. III. 337.

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সমর-সূচনা

As a last resource it was agreed that a deputation should be sent to the Nawab, who was then at Mongeer, to endeavour to arrange terms with him and to induce him to countermand his order for the abolition of all transit duties.—*Captain. A. Broome.*

ইংরাজ-কর্ম্মচারিবর্গের স্বাধীন বাণিজ্যরক্ষার জন্য ইংরাজমাত্রেই বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ইংরাজ-গভর্ণর নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাদের বিচারে মীর কাসিমের স্কন্ধেই সকল অপরাধ ন্যস্ত হইল; তিনি সহজে সম্মত না হইলে, তাঁহাকে বাহুবলে সিংহাসনচ্যুত করিবার সংকল্পও স্থির হইয়া গেল!

ইংরাজদিগের বিচার-বিতণ্ডার সমালোচনা করিয়া একজন ইংরাজ ইতিহাসলেখক লিখিয়া গিয়াছেন,—নবাব ইংরাজদিগের অনুরোধে প্রজাবর্গের সর্ব্বনাশ সাধনে অসম্মত হইলে, সকলেই একবাক্যে স্থির করিলেন, বাহুবলই প্রতিকার সাধনের একমাত্র উপায়!*

তথাপি বাহুবল প্রয়োগের পূর্ব্বে একবার তর্জ্জন-গর্জ্জনে কার্য্যোদ্ধারের আশায় নবাবের নিকট দূত প্রেরণ করা স্থির হইয়াছিল। তদনু-

* One and all had come to the conclusion that when an independent Nawab of Bengal should dare to move in a direction contrary to that which had been urged upon him from Calcutta, there was but one remedy, and that remedy was force.—*Malleson's Decisive Battles of India, p.* 148.

সারে ৪ এপ্রিল তারিখে মিঃ আমিয়ট এবং মিঃ হে নামক দুইজন সদস্য কলিকাতা হইতে মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। যুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল। পাটনার গোমস্তা ইলিশ সাহেবের পরামর্শে কয়েক নৌকা সিপাহী ও গুলি-গোলাও পাটনার অভিমুখে প্রেরিত হইল। ইলিশ সাহেব এইরূপে যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত হইলে, তাঁহার আদেশে বিহারপ্রদেশে নবাবের কর্ম্মচারিগণ প্রকাশ্যভাবে সিপাহী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। এদিকে দৌত্যকার্য্যের বাহ্য আড়ম্বরও সমান ভাবে চলিতে লাগিল।

মীর কাসিম স্বার্থলুব্ধ অকর্ম্মণ্য কাপুরুষ হইলে, কোন গোলযোগই উপস্থিত হইত না। তিনি ইংরাজদিগের সিপাহী ও গুলিগোলার নৌকা আটক করিয়া, ইলিশ সাহেবের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে ইংরাজ-দরবারে অভিযোগ উপস্থিত করিবার জন্য কলিকাতায় দূত প্রেরণ করিলেন।

এই সকল কারণে ইংরাজ-দূত নবাব দরবারে ফললাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের কথায় কে আস্থা স্থাপন করিবে? তথাপি মীর কাসিম যুদ্ধকলহ পরিহার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিলেন না। প্রজা-রক্ষার জন্যই যে তাঁহাকে বাণিজ্য শুল্ক রহিত করিতে হইয়াছে, কাসিম আলি তাহা দৃঢ়স্বরে ব্যক্ত করিলেন। প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া ইংরাজ কর্ম্মচারীর অর্থোপার্জ্জনের সহায়তা সাধন করা যে তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, সে কথাও যথাসাধ্য বুঝাইয়া দিলেন! কলিকাতা হইতে নবাবদূত প্রত্যাগত না হওয়া পর্য্যন্ত অমিয়ট ও হে সাহেব মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইলেন! অদৃষ্ট বিড়ম্বনায় ইহাতেও মীর কাসিমের শান্তি-পিপাসা চরিতার্থ হইতে পারিল না!*

---

* They found him, whilst firmly resolved to adhere to the policy which he declared with most perfect truth was the only policy capable of saving the industrial classes of his dominion from absolute ruin yet anxious, almost painfully anxious to avoid hostilities.

—*Malleson's Decisive Battles of India.*

কলিকাতার ইংরাজগণ একেবারে আগুন হইয়া উঠিলেন। আমিয়ট এবং হে সাহেব ফিরিলেন না;—সিপাহীর নৌকা আটক হইয়া রহিল; নবাবের ঘোষণাপত্রও রহিত হইল না;—ইহাতে ইংরাজমাত্রেই বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। আমিয়ট এবং হে সাহেবকে গোপনে মুঙ্গের হইতে পলায়ন করিবার জন্য পত্র লিখিত হইল। তাঁহারা পলায়ন করিবামাত্র বাহুবল প্রয়োগ করিবার জন্য ইলিশ সাহেবকে অনুমতি প্রদান করা হইল। কোপনস্বভাব ইলিশ সাহেব পাটনার দুর্গ আক্রমণ করিবার আশায় আয়োজন করিতে লাগিলেন।

দিন যায়, কলিকাতা হইতে নবাব-দূত প্রত্যাগত হয় না। এরূপ অবস্থায় কাসিম আলি আমিয়ট সাহেবকে কলিকাতায় প্রেরণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। হে সাহেবকে প্রতিভূ স্বরূপ নবাব-দরবারে রাখিয়া, আমিয়টকে কলিকাতায় প্রেরণ করিলে, যুদ্ধ-কলহ পরিহার করিবার উপায় হইতে পারে,—এই ভাবে আমিয়টকে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবামাত্র, আমিয়ট মুঙ্গের ত্যাগ করিলেন। মীর কাসিম জানিতেন না যে ইহাতেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে।

২৩ জুন তারিখের মধ্যে আমিয়ট ও হে সাহেব (যে কোন উপায়ে হউক) মুঙ্গের হইতে পলায়ন করিবেন, তাহার পর ইলিশ সাহেব পাটনাদুর্গ অধিকার করিবেন—ইংরাজেরা এইরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইলিশ তাহার জন্য দিনগণনায় ব্যাপৃত ছিলেন। হে সাহেবকে প্রতিভূ স্বরূপ নবাব দরবারে রাখিয়া আমিয়ট একাকী কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন;—সে সংবাদ ইলিশ সাহেবের কর্ণগোচর হইবার পূর্ব্বেই তিনি বাহুবল প্রয়োগ করিলেন।

ইলিশ সাহেবের এইরূপ হঠকারিতাই সকল অনর্থের মূল বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে একাকী ইলিশ সাহেব অপরাধী হইতে পারেন না। যুদ্ধ উপস্থিত হইবার বহুপূর্ব্বে—এপ্রিল মাসের ১৪

তারিখে কলিকাতার দরবারে—স্থির হইয়াছিল, যুদ্ধ উপস্থিত হইবামাত্র কোন্ সেনাপতিকে কোন্ পথে যাত্রা করিতে হইবে।* আমিয়ট এবং হে সাহেবের দৌত্য শেষ হইবার পূর্ব্বে—১৮ জুন তারিখে কলিকাতার দরবারে—স্থির হইয়াছিল, সেনাপতিগণ সংকেতস্থানে সমবেত হইবেন। তদনুসারে সকলের যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন।†

আমিয়ট এবং হে সাহেব ১৪ জুন তারিখে মুঙ্গের হইতে কলিকাতায় যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহা ২৩ জুন তারিখে কলিকাতায় উপনীত হয়। তাহাতে লিখিত ছিল—"পাটনায় সেনা সমাবেশ করায় নবাব অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; সেনাদল স্থানান্তরিত না করিলে, শান্তি সংস্থাপনের সম্ভাবনা নাই! গুর্গণ খাঁর ভ্রাতা কলিকাতায় আছেন; তাঁহার প্রতি অত্যাচার না হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই হে সাহেবকে মুঙ্গেরে রাখা হইতেছে!"

কাসিম আলি এইরূপে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া, পাটনাদুর্গ সুরক্ষিত করিবার আশায় সেনাপতি মার্কারকে পাটনাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইলিশ সাহেব দেখিলেন, মার্কার সসৈন্যে উপনীত হইলে, পাটনাদুর্গ অধিকার করা সহজ হইবে না। আমিয়ট ও হে সাহেবের ২৩ জুন মুঙ্গের হইতে পলায়ন করিবার কথা ছিল। সুতরাং ২৩শে

---

* *Vansittart's Narrative*, Vol. III. 194.

† It is agreed in order to form a front for the protection of the company's *aurungs* and lands, to secure their investment and revenues in the best manner possible, and to endeavour to collect what we can from other provinces to answer the expence of the war, that our troops be immediately prepared for taking post, according to the following disposition.—*Vansittart's Narratives*, Vol. III. 227. বলা বাহুল্য যে মীর কাসিম এ পর্য্যন্ত কোম্পানীর আড়ঙ্গ বা জমীদারীর উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ আপনাদের স্বার্থরক্ষার জন্য কোম্পানীর ব্যয়ে যুদ্ধ কলহ উপস্থিত করিবার জন্যই এইরূপ অলীক কথা কোম্পানীর দপ্তরে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এ সময়ে যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারী কলিকাতায় কোম্পানীর বাণিজ্য রক্ষা করিতেন, তাঁহাদের সত্যনিষ্ঠা প্রবল ছিল না।

পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই পাটনাদুর্গ হস্তগত করিবার জন্ম ইলিশ সাহেব অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

পাটনা দুর্গ একরূপ অরক্ষিত ছিল। অল্প সংখ্যক সেনা লইয়া পাটনার নায়েব-নবাব মীর মেহেদী খাঁ নিরুদ্বেগে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। নগর-প্রাচীরের অভ্যন্তরে পাটনার দুর্গ—আয়তন বৃহৎ নহে—তাহাও আবার এইরূপ অরক্ষিত। ২৩ জুনের রজনীতে সে দুর্গে সেনাপতি ও সেনাদল নিশ্চিন্তহৃদয়ে নিদ্রিত হইবার পর, ইলিশ সাহেব নীরবে ইংরাজ কুঠিতে সেনা-সমাবেশ করিলেন। রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই ইংরাজ-সেনা তস্করের ন্যায় নগর-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া সিংহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল। নগর লুণ্ঠন আরম্ভ হইল; সুপ্তোত্থিত নবাব-সেনা আত্মরক্ষা করিতে পারিল না; মীর মেহেদী খাঁ দ্রুতপদে মুঙ্গেরাভিমুখে পলায়ন করিলেন; ইলিশ সাহেব সহাস্য-বদনে প্রাতরাশের আশায় ইংরাজ-কুঠিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; পাটনার রাজপথ নিরীহ নাগরিকগণের শোণিত-স্রোতে প্লাবিত হইতে লাগিল।

একজন হিন্দু এবং একজন মুসলমান সেনা-নায়ক এত বিপদের মধ্যেও মীর কাসিমের লবণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ত্রুটি করিলেন না। হিন্দু লালসিংহ ছত্রভঙ্গ সেনাদল সংগৃহীত করিয়া দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং প্রাণপণে দুর্গরক্ষা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। মুসলমান মহম্মদ আমীন দুর্গত্যাগ করিয়া "চেহেল সেতুন" নামক পুরাতন প্রাসাদ অবরোধ করিলেন। এই প্রাসাদে অসুস্থ ইংরাজগণ ডাক্তার ফুলারটনের সহিত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে ইলিশ সাহেবের পাটনাবিজয় ব্যর্থ হইয়া গেল;—দুর্গ হস্তগত হইল না; ইংরাজগণ অবরুদ্ধ হইলেন; কেবল নগরবাসিগণ ইংরাজ-সেনার অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন।

মার্কার সসৈন্যে পাটনার নিকটবর্ত্তী হইয়া মীর মেহেদী খাঁর নিকট পাটনার প্রকৃত অবস্থা অবগত হইলেন। নগর ইংরাজের হস্তগত হইলেও, দুর্গ হস্তগত হয় নাই; লালসিংহ বীরবিক্রমে আত্মরক্ষা করিতেছেন;—এই সংবাদে মার্কার উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। মার্কারের সেনাদল অবিলম্বে জয়ধ্বনি করিয়া নগর-তোরণ আক্রমণ করিল। ইংরাজ সেনা-নায়ক সিংহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া কামান পাতিয়া আক্রমণের গতিরোধ করিবার জন্য গোলাবর্ষণ করিতে ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু মীর কাসিমের সেনাদল মীর নসীর নামক সেনা-নায়কের চালনা-কৌশলে শীঘ্রই ইংরাজকে পরাভূত করিয়া নগর অধিকার করিল; পাটনার ক্ষুদ্র দুর্গ লালসিংহের সাহসে ও রণকৌশলে ইংরাজ-কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিল।

মীর নসীরকে নগরাক্রমণে নিযুক্ত করিয়া, মার্কার ইংরাজ কুঠি আক্রমণ করিতে ধাবিত হইয়াছিলেন। রণশিক্ষায়, শৌর্য্যবীর্য্যে, সমর-কৌশলে মার্কার সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আক্রমণ-বেগ প্রতিহত করিয়া কুঠি রক্ষা ইংরাজদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। চারিদিন এইরূপে অবরুদ্ধ থাকিয়া, ইংরাজগণ আহারাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া, নৌকাপথে পলায়ন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইংরাজ কুঠি গঙ্গাতীরেই অবস্থিত ছিল। সে পথে নবাবসেনা অগ্রসর হয় নাই। সুতরাং ইলিশ সাহেব নৌকাযোগে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া পলায়ন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু গঙ্গাস্রোতে ভাসমান হইয়া কলিকাতাভিমুখে গমন করিবার উপায় ছিল না; মুঙ্গের দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা ছিল। ইলিশ সাহেব অযোধ্যার নবাবের রাজ্যে আশ্রয় লাভের আশায় পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইলেন। বর্ষার প্রবল প্রতাপে গঙ্গাস্রোত প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। অধিকদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই মার্কারের সেনাগণ আসিয়া পথরোধ

করিয়া দণ্ডায়মান হইল। ১ জুলাই তারিখে পলায়ন-পরায়ণ ইংরাজ সেনা গত্যন্তর না দেখিয়া, সম্মুখযুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার আশায় গঙ্গাতীরে ব্যূহ রচনা করিল। নবাব-সেনার আক্রমণ প্রতীক্ষায় কালক্ষয় না করিয়া, আক্রমণ করিবার জন্যই ইংরাজ সেনানায়কগণ আদেশ প্রচার করিলেন। গোরাপল্টন আক্রমণ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াও, অগ্রসর হইতে সম্মত হইল না; সিপাহী-সেনা তাহাদের দৃষ্টা-ন্তের অনুকরণ করিল। সুতরাং ইংরাজসেনা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল। ডাক্তার ফুলারটন ও চারিজন সার্জ্জেণ্ট ব্যতীত সকলেই শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন; অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। এইরূপে ইলিশ সাহেবের সামরিক লীলার অবসান হইল।

যথাকালে এই সকল দুর্ঘটনার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, মীর কাসিম মুরশিদাবাদে পত্র লিখিয়া আমিয়ট সাহেবের গতিরোধের আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। সৈয়দ মহম্মদ খাঁ তৎকালে মুরশিদাবাদের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। তিনি কাসিমবাজারের ইংরাজকুঠি অবরুদ্ধ করিয়া, আমিয়ট সাহেবের নৌকা আটক করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। হে এবং গলষ্টনকে প্রতিভূ স্বরূপ মুঙ্গেরে রাখিয়া, আমৃক্লেট, ওয়াল-ষ্টন, হচিন্‌সন, জোন্স, গর্ডন, কুপার এবং ডাক্তার ক্রুকের সহিত আমিয়ট সাহেব নৌকাপথে কলিকাতাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। মুরশিদাবাদের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র নৌকা আটক হইল। তাঁহাদিগকে আটক রাখা ভিন্ন হত্যা করিবার কথা ছিল না। আমিয়ট অসহিষ্ণু হইয়া সিপাহীগণকে বন্দুক ছুড়িতে আদেশ করিলেন। তাহারা বীর-বিক্রমে নবাব-সেনার উপর গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। একজন হাবিলদার এবং দুই এক জন সিপাহী পলায়ন করিয়া পরিত্রাণ লাভ করিল, আর সকলেই প্রাণত্যাগ করিলেন!* আমিয়ট সিপাহী-সেনাকে

---

* Mr. Amyatt, refusing to land or surrender, directed his

বন্দুক ছুড়িতে আদেশ প্রদান করিয়াই এই দুর্ঘটনা উপস্থিত করিয়াছিলেন; সামরিক ইতিহাস ভিন্ন অন্য অন্য গ্রন্থে তাহার কথা উল্লিখিত হয় নাই। বরং কোন কোন ইতিহাসলেখক প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া, ইহাকে হত্যাকাণ্ড বলিয়াই রটনা করিয়া গিয়াছেন! অল্প সংখ্যক পলায়নপরায়ণ ইংরাজ-সেনার পক্ষে বহুসংখ্যক নবাব-সেনা কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া হত্যাকাণ্ড মাত্র—তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু আমিয়ট সাহেবই তাহার জন্য অপরাধী। হঠকারিতার জন্য ইলিশ সাহেব বন্দী হইলেন;—হঠকারিতার জন্যই আমিয়ট সাহেব সসৈন্যে মানবলীলা সংবরণ করিলেন!

ইংরাজ সওদাগরের এই সকল উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে মীর কাসিম বুঝিয়াছিলেন, বাহুবল ভিন্ন অন্য উপায়ে শান্তি সংস্থাপনের আশা নাই। তিনিও সেনাদল সজ্জিত করিতে ক্রটি করিলেন না। কিন্তু আত্মরক্ষা ভিন্ন আক্রমণের জন্য নবাব-সেনা আদেশ প্রাপ্ত হইল না। তাহারা রাজধানী-রক্ষার্থ মুরশিদাবাদ অঞ্চলে সমবেত হইতে লাগিল। কাসিম আলি এই সময়ে ইংরেজ-গভর্ণরকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনের ভাব সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই পত্র ৭ জুলাই তারিখে গভর্ণরের হস্তগত হইল। ইহাতে কাসিম আলি লিখিয়াছিলেন;—"আমি ইলিশ সাহেবকে পরম শত্রু বলিয়াই সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতাম; এখন দেখিতেছি তিনি প্রকৃতপক্ষে বন্ধু বলিয়াই গণ্য হইবার যোগ্য। তাঁহার বিবিধ আচরণে তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি তস্করের ন্যায় নিশাযোগে পাটনার কিল্লা

---

sipahis to fire upon the Nawab's boats, which were approaching to compel them; a short and desperate struggle ensued, the English boats were finally boarded, and the whole party destroyed or made prisoners, with exception of a Havilder and one or two Sipahis, who made their escape, and brought the melancholy intelligence to Calcutta.—*Broome's Bengal Army*, p. 361.

আক্রমণ করিয়া বাজার লুণ্ঠন করিয়াছেন, প্রাতঃকাল হইতে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত কেবল লুণ্ঠন ও নরহত্যায় মহাজন এবং নাগরিকগণকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছেন। আমি এক সময়ে আপনার নিকট দুই তিন শত বন্দুক চাহিয়াছিলাম;—আপনি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। দুর্ভাগ্য ইলিশ সাহেব, আমার সহিত আন্তরিক মিত্রতা বশতই, এই হত্যাকাণ্ডে তাঁহার সেনাদলের সমস্ত বন্দুক কামান আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন এবং স্বয়ং ভারবহনের উৎকট চিন্তা হইতে অবসর লাভ করিয়াছেন। এই ব্যক্তি আমার যতই অনিষ্ট সাধন করুন না কেন, আমার মনে কোম্পানীর অনিষ্ট সাধনের অভিপ্রায় না থাকায়, আমি সে সমস্তই উপেক্ষা করিলাম; কিন্তু কোম্পানীর যাহা ক্ষতি হইল, তাহার জন্য আপনারাই দায়ী রহিলেন। আপনারা নিতান্ত অন্যায় করিয়া নির্দ্দয়রূপে নগর-লুণ্ঠন ও নরহত্যা করিয়া বহুলক্ষ মুদ্রার দ্রব্য-সামগ্রী অপহরণ করিয়াছেন; কোম্পানীর পক্ষ হইতে তাহার জন্য সমুচিত ন্যায় বিচার করিয়া দরিদ্রগণকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থদান করা কর্ত্তব্য। কলিকাতা লুণ্ঠনের পর (সিরাজদ্দৌলার সময়ে) তাহাই হইয়াছিল। আপনারা বড় আশ্চর্য্য বন্ধু! সন্ধি করিয়া—সন্ধিপালনের জন্য যিশু খৃষ্টের নামে ধর্ম্ম-শপথ করিয়া—আপনারা সামরিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আমার নিকট হইতে জমিদারী লইয়াছেন;—আপনাদের সেনাদল সর্ব্বদা আমার নিকটে থাকিয়া আমার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত আছেন। কার্য্যকালে দেখিতেছি—আপনারা আমাকে বিনষ্ট করিবার জন্যই সৈন্য পোষণ করিতেছেন। আপনাদের সেনাদল যখন আমার সহিত এরূপ আচরণ করিতেছে, তখন আমার অভিপ্রায় এই যে, আপনারা যে জমিদারী ভোগ করিতেছেন, তাহার তিন বৎসরের রাজকর আমাকে প্রেরণ করিবেন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কোম্পানীর গোমস্তাগণ

নিজমতের অধিকারে যত অত্যাচার করিয়াছেন, বলপূর্ব্বক যত অর্থ শোষণ করিয়াছেন, দেশের লোকের যত ক্ষতি করিয়াছেন, এ সময়ে তাহার প্রতিকার সাধন করা কোম্পানীর পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আপনাদিগকে কেবল এইটুকু বিরক্তি সহ্য করিতে হইবে যে, আপনারা যেমন বর্দ্ধমান ও অন্যান্য স্থানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সেরূপ ভাবেই প্রত্যর্পণ করিতে হইবেই।" *

ইংরাজের এই পত্রের কোনরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মীর কাসিম ইহাতে ইংরাজগণের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে একান্ত অলীক, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার উপায় নাই। নরহত্যা—নগরলুণ্ঠন—সন্ধিভঙ্গ—শপথ-ভঙ্গ প্রভৃতি সকল কথাই স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত আছে। ইহার কোন্ কথা মিথ্যা—ইতিহাস তাহার বিচার করিতে সাহস করে নাই। এতকাল পরে সে বিচারে হস্তক্ষেপ করিয়া, কৃতকার্য্য হইবার আশা নাই।

সিরাজদ্দৌলা ঠিক এই ভাবেই ইংরাজদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন। মীর কাসিমের পত্রে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইতিহাস-লেখকগণের স্বকপোলকল্পিত মতামত অপেক্ষা এই সকল পত্রেই সেকালের প্রকৃত চিত্র অবিকল সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। মীর কাসিমের পত্রে অহঙ্কার নাই—অভিমান আছে! ইংরাজ যে অলীক বন্ধু তাহাই যেন প্রতি কথায় ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যাহাদের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া মীর কাসিম এরূপ ভাবে হৃদয়-বেদনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা লাভের লোভে অন্ধ হইয়া ইংলণ্ডের শুভ্রযশে কলঙ্ক-

* মীর কাসিমের এই পত্রের যে ইংরাজী অনুবাদ ভান্সিটার্ট সাহেব প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহা পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। মূল পত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংরাজী অনুবাদ নানা গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে ; মূল পত্র কি হইল,—কোন গ্রন্থেই তাহার উল্লেখ নাই।

লেপনের জন্যই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট সুবিচার লাভের আশা ছিল না। উত্তরকালের ইংরাজ-ইতিহাসলেখকগণ মীর কাসিমের প্রতি সুবিচার করিতে ক্রটি করেন নাই। ইংরাজদিগের দোষেই যে যুদ্ধ কলহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে সকলেই এক-বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন।

ঘটনাচক্রে মুসলমান-শাসন ভাসিয়া গিয়াছে। ঘটনাচক্র ভিন্নভাবে আবর্ত্তিত হইলে, ইংরাজদিগের ব্যবহারই যে ইংরাজশক্তি উচ্ছেদ সাধনের মূল কারণরূপে ইতিহাসে নিন্দিত হইত তাহাতে সংশয় নাই। এতকাল পরে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। সেকালের তাঁহারা এই সরল কথা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা বাহুবলকেই একমাত্র আশ্রয়স্থল বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং বাহুবলেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সেকালের বাহুবল কেবল বাহুবলের উপরেই নির্ভর করিত না; লোকে তাহার সহিত ছলকৌশল সংযুক্ত করিবার জন্যও লালায়িত হইত। একালেও তাহা একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। মীর কাসিমের পত্র পাইয়া, ইংরাজগণ কেবল বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না;—বাহুবলের সহিত ছলকৌশল সংযোগের চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইল। যে উপায়ে সিরাজদ্দৌলার অধঃপতন সম্পাদিত হইয়াছিল, মীর কাসিমের অধঃপতন সাধনের জন্য সে উপায় অবলম্বন করিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি যাহা ছিল, তাহাও উপেক্ষিত হইল না। সে উপায় আর কিছু নহে—আবার মীর জাফর!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আবার মীর জাফর

The Nawab Meer Mahomed Cossim Allee Cawn having entered upon and committed acts of open hostility against the English nation, and the interest of the English United East India Company, we, on their behalf, are reduced to the necessity of declaring war against him ; and having come to a resolution of placing the Nawab Meer Mahomed Jaffer Cawn Bahadur again in the Government, we now proclaim and acknowledge him as Subahdar of the provinces of Bengal Behar and Orissa.—*The Proclamation.*

আবার মীর জাফর! আবার সন্ধিপত্র! আবার ইংরাজ সওদাগর মীর জাফরকে সুবেদার বলিয়া সেলাম করিয়া, তাঁহার নামের দোহাই দিয়া সমরক্ষেত্রে ধাবমান; আবার নূতন সন্ধিপত্রে পুরাতন সন্ধিপত্র তিরোহিত!

একবার মীর জাফরের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করিয়া, ইংরাজবণিক্ বালক সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। আবার মীর জাফরের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করিয়া, স্বাধীনচেতা মীর কাসিমকে সিংহাসনচ্যুত করিবার আয়োজন আরম্ভ হইল। সেবার এবং এবার উভয় পক্ষের অবস্থা ঠিক একরূপ ছিল না। সেবার বাঙ্গালীর উত্তেজনায় ইংরাজ—এবার ইংরাজের উত্তেজনায় বাঙ্গালী,—বঙ্গবিপ্লবসাধনে অগ্রসর। সেবার মীর জাফর কেবল প্রভুবিদ্রোহে লিপ্ত হইয়াছিলেন;

এবার সমগ্র বাঙ্গালীজাতির শত্রুতাসাধনে অগ্রসর হইলেন। সেবার সিংহাসন পাইলে স্বাধীন হইবার আশা ছিল; এবার কেবল ইংরাজের আজ্ঞা পালনের জন্যই সিংহাসনে আরোহণ করিবার ব্যবস্থা হইল।

মীর জাফর তাহাতেই কৃতকৃতার্থ। যে কোন উপায়ে হউক, সিংহাসন লাভ করাই তাঁহার পরম লাভ। ইংরাজকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার দান করিয়া, বাঙ্গালীকে শুল্কভারে প্রপীড়িত করিলে বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ হইবে;—তাহা কে না বুঝিতে পারিয়াছিল? মীর জাফর তাহা বুঝিতে পারিয়াও, সিংহাসনের লোভে তাহাতেই সম্মত হইলেন।

মীর জাফরকে একবার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইংরাজেরা বুঝিয়াছিলেন সিংহাসন অপেক্ষা ফাঁসিকাষ্ঠই তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত হইত। হলওয়েল তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। সেই ধুয়া ধরিয়া অল্পদিনের মধ্যে ইংরাজেরা মীর জাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। আবার সেই মীর জাফরকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইংরাজ-বণিক্ ব্যাকুল হইলেন কেন?

তখনও সম্পূর্ণরূপে রাজশক্তিকে উপেক্ষা করিবার সাহস জন্মে নাই; তখনও ইংরাজ বণিক্ মাত্র। দেশের লোকের সহায়তা ভিন্ন মীর কাসিমকে সিংহাসনচ্যুত করিবার আশা ছিল না। দেশের লোকে সহসা রাজশক্তির বিরুদ্ধে—কাসিম আলির বিরুদ্ধে—ইংরাজের সহায়তা সাধন করিবে কেন? মীর জাফরকে মুরশিদাবাদের শূন্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, দেশের লোক তাঁহার নামে আকৃষ্ট হইতে পারে—সেই আশায় ইংরাজবণিক্ মীর জাফরকে হস্তগত করিলেন। যাহারা স্বার্থপর, তাহারা অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিয়া দেখিল না। মীর কাসিম দূরে—মীর জাফর নিকটে—তাহারা মীর জাফরকে নবাব বলিয়া সেলাম করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। দেখিতে না দেখিতে মীর-

জাফরের পক্ষেও অনেক গণ্যমান্য লোকে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। যে দেশে জনসাধারণের জয়ধ্বনি এরূপ সুলভ, মীর জাফর সেই দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জরাপলিত দেহযষ্টি সহসা সবল হইয়া উঠিল। তিনি ইংরাজ-শিবিরে উপনীত হইবামাত্র ইংরাজসেনা ডঙ্কা বাজাইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে লাগিল।

ইংরাজেরা এই যুদ্ধের যে ঘোষণাপত্র প্রচারিত করিযাছিলেন, তাহা পাঠ করিলে ইংরাজের সত্যনিষ্ঠার প্রশংসা করা যায় না। কিন্তু অধিকাংশ যুদ্ধঘোষণাপত্রই এইরূপ—তাহাতে ইতিহাস লজ্জিত হয না; ইহাতেও ইতিহাস লজ্জিত হয নাই। মীর কাসিমের ইংরাজ জাতির ও ইংরাজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে কিছুমাত্র অত্যাচার করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওযা যায না। তিনি কেবল ইংরাজ-কোম্পানীর জনকতক স্বার্থপর কর্ম্মচারীর অন্যায় উৎপীড়নের গতিরোধ করিযাছিলেন। তাঁহার স্বাধীন বাণিজ্যনীতি জয়যুক্ত হইলে, সেই সকল স্বার্থপর ইংরাজের ব্যক্তিগত স্বার্থ বিনষ্ট হইত, ইংরাজজাতির বা ইংরাজ-কোম্পানীর কিছুমাত্র অনিষ্ট হইত না; বরং কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের গুপ্ত বাণিজ্য তিরোহিত হইলে, কোম্পানীর বাণিজ্যোন্নতি সাধিত হইতে পারিত। এরূপ অবস্থায় ইংরাজজাতির ও ইংরাজ-কোম্পানীর নামের দোহাই দিয়া মীর কাসিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া, ইংরাজ-কোম্পানীর তহবিলের অর্থব্যয় করা কলিকাতার ইংরাজদিগের পক্ষে কতদূর ন্যায়সঙ্গত কার্য্য, ইতিহাস তাহার বিচার করিবার চেষ্টা করে নাই। যুদ্ধের পরিণাম অন্যরূপ হইলে ইংরাজ কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ এই ঘোষণাপত্রের জন্যে অবশ্যই দণ্ডিত হইতেন।

ইংরাজের সাহসের কথা জগৎবিখ্যাত। সে কাহিনী পাঠ করিতে করিতে তাহাকে অতিসাহস বলিয়াও স্বীকার করিতে হয়। এবার ইংরাজেরা যাহা করিলেন, তাহা কেবল অতিসাহস নহে—অদম্য

উন্মত্ততা। উপযুক্ত সেনাবল নাই—তহবিলে দশ সহস্রের অধিক মুদ্রা নাই—তথাপি মেজর আদমস্‌কে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইল।

যে সকল ইংরাজ বীরপুরুষের নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, তাঁহারা কেহই এরূপ অসহায় অবস্থায় আত্মবিসর্জ্জনের জন্য আদেশ লাভ করেন নাই। মেজর আদামস্ এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াও ইতস্ততঃ করিলেন না। সকলেই বুঝিয়াছিলেন মীর কাসিমের সহিত শত্রুতার পরিণাম সর্ব্বনাশ;—যুদ্ধ ঘোষণা করিলেও যাহা, নীরবে বসিয়া থাকিলেও তাহা। অগত্যা আশা মাত্র সম্বল করিয়াই ইংরাজ সওদাগরকে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইল।

আশা আর কিছু নহে, একমাত্র আশা—মীর জাফর। বঙ্গদেশে মীর জাফরের ন্যায় স্বদেশদ্রোহীর অভাব ছিল না; মীর জাফরের ন্যায় বিমূঢ়চিত্ত সমাদর-লোলুপ অকর্ম্মণ্য জমিদারেরও অভাব ছিল না। মীর জাফরকে কায়ক্লেশে মুরশিদাবাদের মস্‌নদে বসাইয়া দিতে পারিলে, এই সকল গণ্যমান্য বাঙ্গালী তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিবে বলিয়া আশা ছিল। তখন সমগ্র দেশ দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িবে;—এক দল কাসিম আলির, এক দল মীর জাফরের। ইহার মধ্যে এক দলের নেতা হইয়া ইংরাজ শনৈঃ শনৈঃ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারিবেন। কর্ণেল ক্লাইব এই নীতির পথ প্রদর্শন করিবার পর হইতে, ইংরাজবণিক্ তাহার অমোঘ উপকারের পরিচয় লাভ করিয়া, বিপদে পড়িয়া এই নীতি অবলম্বন করিতেই বাধ্য হইয়াছিলেন। বিদেশে শক্তি-বিস্তার করিবার পক্ষে এই নীতিই অব্যর্থ নীতি। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজবণিক্ বুঝিয়াছিলেন—বাঙ্গালী মনুষ্যত্বহীন; তাহারা স্বদেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াও আত্মোন্নতি সাধন করিবার জন্য লালায়িত। সুতরাং এই নীতি অবলম্বন করিবার সময়ে ইংরাজকে বিশেষ ইতস্ততঃ করিতে হইল না।

বাঙ্গালীর বাণিজ্য রক্ষার জন্য মীর কাসিম সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। তথাপি বাঙ্গালী মীর কাসিমকে ভুলিয়া মীর জাফরের পক্ষাবলম্বী হইল কেন? যাহারা সিরাজদ্দৌলার সিংহাসনে শওকতজঙ্গকে বসাইবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়া, তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া, অবশেষে মীর জাফরের ন্যায় সুপাত্রকে দেশের শাসনকর্ত্তা মনোনীত করিয়াছিলেন, স্বার্থ ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা তাঁহাদের চিত্তক্ষেত্রে উদিত হইত না। মীর কাসিমের কঠোর শাসন তাঁহাদিগকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল; মীর কাসিমের ন্যায়দণ্ড তাঁহাদিগকে নিয়ত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, মীর কাসিম ইংরাজ দমন করিয়া, নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইলেই, প্রজারক্ষার্থ জমিদার দমন করিবেন বলিয়া আশঙ্কা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং যাহারা প্রজাপীড়ক, তাহারা মীর কাসিমের অধঃপতন আকাঙ্ক্ষা করিত। যাহারা ইংরাজ-গোমস্তার গুপ্ত বাণিজ্যের অংশীদার হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিত, যাহারা ইংরাজ-গোমস্তাকে উৎকোচ দান করিয়া কোম্পানীর দস্তক লইযা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিয়া অর্থশালী হইয়া উঠিত, যাহারা লাভের লোভে ইংরাজ কোম্পানীর দস্তক জাল করিয়া, ভৃত্যগণকে কোম্পানীর বরকন্দাজ সাজাইয়া, নবাবেব শুল্কসংগ্রহকারী কর্ম্মচারিগণকে প্রতারিত করিত, মীর কাসিমের স্বাধীন বাণিজ্যের সুবিখ্যাত ঘোষণাপত্রে তাহাদের সকলের অন্নেই কাঠি পড়িযাছিল। তাহারা স্বয়ং সবল হইলে, মীর কাসিমকে সিংহাসনচ্যুত করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিত না; ইংরাজেরা তাহাতে অগ্রসর হইবামাত্র এই শ্রেণীর লোকে প্রফুল্লচিত্তে ইংরাজের সহায়তা সাধনে অগ্রসর হইতে লাগিল। মুসলমান অপেক্ষা এই প্রবৃত্তি হিন্দুর মধ্যেই সমধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমান তরবারি হস্তে সেনাদলে প্রবেশ করিত, হল-কর্ষণে শস্য উৎপাদন করিত, কেহ বা সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য লইয়া আলস্যে বিলাসে জীবন অতিবাহিত করিত।

অল্প লোকেই বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিত। ইউরোপীয় বণিকবর্গের সহিত মিলিত হইয়া যাঁহারা অর্থোপার্জ্জনের অভিনব উপায় অন্বেষণ করিতেন, তাঁহারা হিন্দু। মীর কসিম বুঝিয়াছিলেন, এই শ্রেণীর স্বার্থলুব্ধ হিন্দু ধনাঢ্যগণের ইংরাজভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তিনি সময় থাকিতে সাবধান হইবার জন্য হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান কর্ম্মচারির হস্তেই রাজশক্তি ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ইহাতেও অনেকে মীর কাসিমের শত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন। এরূপ দেশে, এরূপ ক্ষেত্রে, মীর জাফরকে নবাব বলিয়া ঘোষণা করিবামাত্র, ইংরাজের ন্যায় অনেকেই মীর জাফরকে নবাব বলিয়া সেলাম করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিল বলিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবামাত্র মীর কাসিম বুঝিয়াছিলেন, মীর জাফরকে লইয়া ইংরাজ সেনা মুরশিদাবাদে উপনীত হইলে, এই সকল স্বার্থপর বঙ্গবাসী মীর জাফরের পদানত হইবে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে মুরশিদাবাদ সুরক্ষিত করিবার কথা মীর কাসিমের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। মুরশিদাবাদ অরক্ষিত অবস্থায় অবস্থিত ছিল। তাহাকে সুরক্ষিত করিবার জন্য বহুসংখ্যক নবাবসেনা মুরশিদাবাদ অঞ্চলে প্রেরিত হইল। তাহারা রাজধানী সুরক্ষিত করিবে—কাসিমবাজারের ইংরাজ-কুঠি অবরোধ করিবে—প্রয়োজন হইলে ইংরাজ-সেনার গতিরোধ করিয়া ইংরাজশক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করিবে;—এই আশা মীর কাসিমের হৃদয়-ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাহার জন্য আয়োজনের ত্রুটি করিলেন না। সেনানায়ক-দিগের মধ্যে যাঁহারা প্রভুভক্ত, তাঁহারাই মুরশিদাবাদ অঞ্চলে প্রেরিত হইলেন। মুরশিদাবাদের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ মহম্মদ খাঁ একাকী কাসিমবাজারের ইংরাজ-কুঠি ধূলি-পরিণত করিতে পারিতেন; তথাপি জাফর খাঁ, আলম খাঁ ও সেথ হায়বৎ উল্লা নামক তিনজন বিখ্যাত

সেনাপতি সৈযদ মহম্মদের সহিত মিলিত হইবার জন্য মুরশিদাবাদ অভিমুখে প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা রাজধানীতে উপনীত হইতে না হইতেই কাসিমবাজারের ইংরাজ-কুঠি অবরুদ্ধ হইল।

এত বিপুল বাহিনীর তুলনায় কাসিমবাজারের ইংরাজ-কুঠি অরক্ষিত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দুই তিন পল্টন শিক্ষিত সৈন্য, দুই এক পল্টন অর্দ্ধ-শিক্ষিত বরকন্দাজ এবং অল্প সংখ্যক ইংরাজ ভিন্ন কাসিমবাজারের ইংরাজ-কুঠিতে আর কোন রক্ষক বর্ত্তমান ছিল না। তাহারা আর কি করিবে—যুদ্ধের প্রথম উপক্রমেই পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইল! ইংরাজগণ মুঙ্গেরে প্রেরিত হইয়া তথা হইতে পাটনায় নীত হইলেন; পাটনার ইংরাজ-বন্দীদিগের দল পুষ্ট হইয়া উঠিল! কাসিমবাজারের সেনাদল মীর কাসিমের পল্টনভুক্ত হইল; যাহারা তাহাতে সম্মত হইল না, তাহারা বিদায় লাভ করিল। কলিকাতার ইংরাজবাহিনী অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই কাসিমবাজার হইতে এইরূপে ইংরাজের নাম লুপ্ত হইয়া গেল!

মীর কাসিমের সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সেনাদল বীরভূমি প্রদেশে অবস্থিত ছিল। তাহার নায়কের নাম মহম্মদ তকি খাঁ। সাহসে, কর্ত্তব্যনিষ্ঠায়, রণকৌশলে, তকি খাঁ সকল দেশেই জনসমাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিতেন। মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন যুগে তকি খাঁর ন্যায় প্রভুভক্ত মুসলমান সেনাপতি অধিক থাকিলে, ইতিহাসে মুসলমানের নাম কলঙ্কলিপ্ত হইত না। মীর কাসিম তাঁহাকেও মুরশিদাবাদে প্রেরণ করিলেন।

স্বয়ং মুঙ্গের দুর্গে অবস্থিতি করিয়া মীর কাসিম এই সকল সেনাপতির উপরে সম্মুখ-সমরের ভার ন্যস্ত করায়, অধিকাংশ ইংরাজ ইতিহাস-লেখক মীর কাসিমকে রণভীরু বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মীর কাসিম কি জন্য স্বয়ং সেনাচালনার ভার গ্রহণ করেন নাই, ইতিহাসে

তাহার সুব্যক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি প্রধান সেনাপতি গর্গিণ খাঁর সহিত মুঙ্গেরে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন; যখন যেখানে যেরূপ সেনাদল প্রেরণ করা কর্ত্তব্য, তাহার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার জন্য সেনা ও শস্ত্র-সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন।

এদিকে ইংরাজ-সেনা নিতান্ত অসহায় অবস্থায় অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের সেনাপতির অসীম সাহস এবং অপরাজিত অধ্যবসায় ভিন্ন অন্য সম্বল অধিক ছিল না। রসদ ও অস্ত্র-শস্ত্র বহন করিবার উপযোগী যান ও বাহনের অভাবে সেনাদলকে অনেক অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এরূপ অবস্থায় যুদ্ধযাত্রা করা সহজ নহে।—প্রতিদিন সেনাদল পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে যে পথে সেনাপতি ক্লাইব সতর্ক পদবিক্ষেপে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়াছিলেন, এবারও সেই পথ। সে-বার মীর জাফরের সেনাদলের সহায়তা লাভের আশা ছিল, এবার কেবল স্বয়ং মীর জাফর। তথাপি মীর জাফরের নামের দোহাই দিয়া ইংরাজ-সেনা অনেক উপকার লাভ করিতে লাগিল।

ইংরাজ-শিবিরে উপনীত হইয়া বৃদ্ধ মীর জাফর নামসর্ব্বস্ব নবাবের মত অভিনয় করিতে লাগিলেন। তিনি যে সন্ধিপত্রে আত্মবিক্রয় করিলেন, তাহাতে বাঙ্গালীর স্বাধীনতার ছায়া পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া গেল। যে সকল পাত্রমিত্র সিরাজদ্দৌলাকে পদবিচ্যুত করিয়া মীর জাফরকে সিংহাসন দান করিয়াছিলেন, তাঁহারা আবার মীর জাফরকে নবাব বলিয়া অভিবাদন করিলেন। আবার স্বার্থপর বাঙ্গালী স্বদেশের কথা বিস্মৃত হইয়া, স্বকীয় পদগৌরব বৃদ্ধির জন্য লালায়িত হইল। মীর জাফর এই সকল পাত্রমিত্রের সহায়তা লাভ করিয়া ইংরাজ-শিবিরে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সকল প্রকার বিপজ্জালে পরিবেষ্টিত হইয়া ইংরাজ-বণিক্ মুক্তি লাভের জন্য প্রাণপণে শক্তি প্রয়োগে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন! অর্থাভাবে ইংরাজের সকল আশা আকাশ-কুসুমে পরিণত হইত। মীর জাফর যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, ইংরাজবণিকের বাহুমূলে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিলেন;—বৃটিশ-বাহিনী বিপুল বিক্রমে সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মীর কাসিম স্বয়ং সেনাচালনার ভার গ্রহণ করেন নাই কেন, তাহার সুব্যক্ত প্রমাণ না থাকিলেও, সমসাময়িক ইংরাজ-লেখকগণের গ্রন্থে কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংকল্পসাধনের জন্য মীর কাসিমকে বিদেশের সেনানায়কদিগের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই নবাবের প্রিয়পাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তথাপি মীর কাসিম তাঁহাদিগকে আন্তরিক বিশ্বাস করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। সেনাপতি গর্গিণ খাঁ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তথাপি গর্গিণ খাঁর সহিত ইংরাজের ঘনিষ্ঠতার অভাব ছিল না। মীর কাসিম ইংরাজের গতিরোধের জন্য মুসলমান সেনা-নায়কগণকেই সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। গর্গিণ খাঁ মুঙ্গেরে বসিয়া নবাবকে উপদেশ দিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কি কিছুমাত্র গুপ্ত সংকল্প লুক্কায়িত ছিল না? একজন সমসাময়িক ইংরাজ-লেখক লিখিয়া গিয়াছেন—মীর কাসিম সমর-ক্ষেত্রের সকল প্রকার কষ্টই সহ্য করিতে পারিতেন; তাঁহার সাহস ও সমরকৌশলেরও অভাব ছিল না। কিন্তু স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইলে কৃতঘ্ন সেনানায়কগণ তাঁহাকে শত্রু-হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন বলিয়াই মীর কাসিম যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ করেন নাই! * সেকালের সকল কথার বিচার করিয়া দেখিলে,

* Mir Kasim was inured to the hardships of the field; he united the gallantry of the soldier with the sagacity of the statesman; but he did not hazard his own person in any engagement

সমসাময়িক ইংরাজ-লেখকের এই সিদ্ধান্ত অলীক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায় না। ইংরাজেরা কেবল বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়াই মীর কাসিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না; যাঁহাদের অর্থ নাই, সেনাবল নাই, তাঁহারা কি সাহসে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী ঘটনায় তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল।

---

where his officers might have made a merit of their treachery in betraying him.—*Transactions in India from* 1756 to 1783.

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কাটোয়ার যুদ্ধ

The next day Mahammed Takky Khan attacked them. Success was for sometime doubtful. He had two horses killed under him, and had mounted a third when a ball lodging in his forehead, he expired. —*Scott's History of Bengal.*

সিংহাসন লাভ করিবার আশায় মীর জাফর ইংরাজ বণিকের সহিত দ্বিতীয় বার যে সন্ধিপত্রের আদান-প্রদান করিযাছিলেন, তাহাতে ইংরাজ-বণিক্ আশাতীত উৎসাহ লাভ করিযাছিলেন। মীর কাসিম ইংরাজদিগের অনুকূলে যে সকল আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন তাহা স্থির থাকিবে; মীর কাসিম ইংরাজদিগের প্রতিকূলে যে সকল আদেশ প্রচার করিযাছিলেন, তাহা স্থির থাকিবে না;—ইংরাজ ভিন্ন আর সকলকেই বাণিজ্য-শুল্ক প্রদান করিতে হইবে; ইংরাজ ভিন্ন আর কোন ইউরোপীয বণিক্ দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না;—যুদ্ধের ব্যয নির্ব্বাহের জন্য কোম্পানীকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিতে হইবে, ভবিষ্যতের জন্যও সেনারক্ষার ব্যয-ভার বহন করিতে হইবে;—ইংরাজ-সেনা পঁচিশ লক্ষ টাকা ও ইংরাজ নৌ-সেনা সাড়ে বার লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। এরূপ সন্ধিসংস্থাপনে ইংরাজবণিক্ উৎফুল্ল হইবেন না কেন?

জুলাই মাস গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাড়নে চরাচর দগ্ধ হইবার উপক্রম হয়। এ সমযে সহসা যুদ্ধ-যাত্রা করা সহজ নহে। তথাপি এই

সময়েই ইংরাজ সেনা যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে বাধ্য হইল। তাহারা অজয়-তীরে উপনীত হইয়া সহসা বাধা প্রাপ্ত হইল। জাফর খাঁ, আলম খাঁ ও সেখ হায়তুল্যার সেনাদল ইংরাজসেনার গতিরোধ করিবার জন্য বীরগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইল। মহম্মদ তকি খাঁ স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলেও, নবাব-সেনা অকুতোভয়ে ইংরাজ-সেনার উপর আপতিত হইল। ইংরাজ সেনানায়ক লেপ্টেনান্ট গ্লেন অসংখ্য নবাব-সেনা কর্ত্তৃক এইরূপে আক্রান্ত হইয়া, গোলন্দাজ ও সিপাহীদিগের সাহসেই আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন। নবাব-সেনার সহিত কামান ছিল না; ইংরাজ-সেনার কামান মুহুর্মুহুঃ অনল বর্ষণ করিয়া নবাব-সেনাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তথাপি চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত নবাব-সেনা অতুল বিক্রমে বহু সংখ্যক ইংরাজের নিধন সাধন করিয়া, যুদ্ধ-ভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। গ্লেন জয় লাভ করিয়াও সুখী হইলেন না; তাঁহার ইউরোপীয় গোলন্দাজ ও সার্জ্জেণ্টদিগের মধ্যে অধিকাংশই প্রাণত্যাগ করায়, ইংরাজশিবিরে, হাহাকার উত্থিত হইল। নবাব-সেনা তিন বার ইংরাজের কামান কাড়িয়া লইয়াছিল; তিনবারই ইংরাজের বেতনভুক্ সিপাহীসেনা কামানগুলির উদ্ধার সাধন করিয়া ইংরাজের লজ্জা রক্ষা করিয়াছিল। এই যুদ্ধে গ্লেন দেখিলেন—ভারতবর্ষের লোকেই ভারতবর্ষের লোকের পরাজয় সাধন করিল; সিপাহী না থাকিলে, ইংরাজের পক্ষে কেবল গোরা পল্টন লইয়া সদলে বিনষ্ট হইতে হইত!

ইংরাজ-সেনাপতি জয়লাভ করিয়াও যুদ্ধক্ষেত্রে শিবির সংস্থাপন করিতে পারিলেন না; মেজর আদাম্সের সেনাদলের সহিত মিলিত হইবার আশায় সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কাটোয়ার দুর্গে অতি অল্পসংখ্যক সিপাহী বর্ত্তমান ছিল; তাহারা ইংরাজ-সেনার গতিরোধ করিতে পারিল না। গ্লেন সায়ংকালে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া রসদাদি হস্তগত করিলেন। তকি খাঁর সেনানায়কগণ ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া দূরে

শিবির সংস্থাপন না করিলে, ইংরাজসেনার পক্ষে জয়লাভ করা সহজ হইত না। * তকি খাঁ একাকী ইংরাজের আক্রমণ প্রতীক্ষায় ব্যূহ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৯শে জুলাই তকি খাঁর সহিত ইংরাজসেনার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ ইতিহাসে "কাটোযার যুদ্ধ" নামেই পরিচিত। কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধভূমি পলাশীর নিকটে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ;—কাটোয়া হইতে অল্প দূরে অবস্থিত।

হলদীঘাটের যুদ্ধক্ষেত্রে মহাবীর প্রতাপ সপ্ত স্থানে আহত হইয়াও যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাচালনা করিয়াছিলেন। পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে সেরূপ অদ্ভুত রণপাণ্ডিত্যের নিদর্শন অধিক নাই। কাটোযার যুদ্ধক্ষেত্রেও মহম্মদ তকি সেইরূপ বীরত্বের কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রোহিলা ও আফ্‌গান পল্টনের সিপাহীরা যেরূপ বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, তদপেক্ষা কোন দেশের কোন সেনা-দলই অধিক সাহসের পরিচয় দিতে পারিত না। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত রণ-কোলাহল চলিতে লাগিল; কে হারিবে, কে জিতিবে—কেহই তাহা অনুমান করিতে সমর্থ হইলেন না। তকি খাঁ আহত হইলেন; তাঁহার অশ্ব নিহত হইয়া গেল; তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। একটি অশ্ব নিহত হইবামাত্র অন্য অশ্বে আরোহণ করিয়া, আহত মহম্মদ তকি সেনাতরঙ্গের সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হইয়া, মার মার রবে শত্রু দলনে অগ্রসর হইলেন। ইংরাজ-পক্ষ সে তীব্রবেগ সহ্য করিতে পারিল না; তাহাদের সেনাদল পশ্চাদ্‌পদ হইতে লাগিল! তকি খাঁর ক্ষতস্থান দিযা শোণিতস্রোত ছুটিযা চলিয়াছে; তিনি তাহা সযত্নে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া, সহাস্যমুখে পুনরায় অশ্বারোহণ করিযা, সেনাচালনার আয়োজন করিতেছেন, এমন

* Owing to some jealousy on the part of their commanders, the irregular troops, which had been so maltreated by Glenn on the 17th refused to join him.—*Malleson's Decisive Battles of India*, p. 158.

সময়ে তাঁহার পার্শ্বচর বলিলেন, "আর কেন, শোণিতস্রাব প্রবল হইতেছে, এখন যুদ্ধভূমি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন্ করুন!" তকি খাঁ ভ্রূকুটি করিয়া উঠিলেন—"ফিরিব? কিসের জন্য ফিরিব?" অনুচরের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ফিরিয়া গিয়া মীর কাসিমকে কোন্ মুখে এই কৃষ্ণশ্মশ্রু দেখাইব? চল, অগ্রসর হও!" ইঙ্গিতে সেনাদল অগ্রসর হইল। ইংরাজেরা নদীখাতের মধ্যে ঝোপের আড়ালে পলায়ন করিয়াছিলেন; মুহূর্ত্ত মধ্যে তকি খাঁ সেখানে আসিয়া উপনীত হইলেন। অমনি লুক্কায়িত শত্রুসেনা হইতে বন্দুকের শব্দ হইল; গুলি মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া তকি খাঁর বলিষ্ঠ বীরকলেবর ভূপাতিত করিল, তাঁহাকে আবরণ করিয়া তাঁহার শত শত অনুচর সম্মুখ সমরে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল! ইংরাজের জয় হইল। যাহারা যুদ্ধ জয় করিত, তকি খাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে তাহারাই রণ-পরাজিত হইল! *

ইংরাজ সেনা যায় যায়—এমন সময়ে সহসা মস্তিষ্কে গুলি প্রবিষ্ট হইয়া মহম্মদ তকি খাঁ বাহাদুর পরলোকগমন করেন। ইহা উপন্যাস নহে—ইতিহাস। মুতক্ষরীণ নামক পারস্যগ্রন্থে এবং তাহার ইংরাজী অনুবাদে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত পারস্যগ্রন্থের উর্দ্দু এবং ইংরাজী অনুবাদপুস্তকে কাটোয়ার যুদ্ধের কথা এইরূপ লিখিত রহিয়াছে:—

"মহম্মদ তকি খাঁ বাহাদুর দুস্‌রে ইয়া তিসরে রোজ পঞ্চম্ মাহে মোহরম্ সন ১১৭৭ হিজ্‌রীকো আপ্‌নে জমিয়াৎ হাম্‌রাহিকে সাৎ সওয়ার্ হো কর ময়দান্ কার্‌জার্‌মে বা আজ্‌মে ওস্তওয়ারি যো ইস্ আজিজ্‌ ইয়া গায়রাৎকি উমর্ সোবক্ রপ্তার্ থি আয়া। * *

---

* এই যুদ্ধের বিবরণ গোলাম হোসেনের মুতক্ষরীণে, মুস্তাফা খাঁর টীকায় স্কটের ও ম্যালিসনের ইতিহাসে ও অন্যান্য সমসাময়িক লেখকগণের গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত আছে। মুতক্ষরীণের উর্দ্দু ও ইংরাজী অনুবাদ মাত্র এস্থলে উল্লিখিত হইল।

ইসি আর্‌ছামে মহম্মদ তকিখাঁকে পায়েঙ্মে গোলী লাগি; ঘোড়া কসে আদম্ পর্ লোট্‌ গেয়া। ইয়া জওয়াঁমর্দ্দ দুসরে রাহওয়ার্ পর্-সওয়ার্ হুয়া। নেহায়েৎ মত্তাসেল্ মোখালেফ্‌সে যা পহুঁচা। গাণিম্‌কি ফৌজ আহেস্তা আহেস্তা পিছে হট্‌তি থি। লেকিন্ হস্‌বে জাবেতা জঙ্গ্ কোণা তা আঁকে দোসরী গোলী মহম্মদ তকিখাঁকে ঘোড়ে কো আ লাগি; আওর্ উস্ রাহওয়ার্‌নেভি আর্‌ছা আদম্‌কা কদম বাঢ়ায়া! আব্ তেস্‌রে ঘোড়েকি বারি আয়ি আওর আগেকো বাঢ়া। কাজারা খাঁ মজকুর্‌কে পাহালুই সিনামে গোলী আ কর্‌নিকল গেয়ি। উস্ দেলাওর বাহাদুর্‌নে দামান্ কাহারম্ কর্ কে কন্ধে পর ডালা; নজরে মোখালেফ্‌সে পর্দ্দা কিয়া, আগে কদম্ বাঢ়ায়া! ইয়া ইংলিসিয়োঁনে আইন্‌সে—পস্‌পায়মে ফৌজ্‌কো নালামে বাতওর্ কমিকে কায়েম কিয়া। আওর মহম্মদ তকিখাঁ নালাকে সেরি পর্ মতওয়াজ্জা ইউরস্ থা। চুঁকে দরিয়াচা মজকুর্ পর্ ওবুর্ না হুয়া; ইয়া কোই বাত তজ্‌বিজ্ কর্ রহা থা; উসি ওয়াক্তমে গাণিম্‌নে বহুৎ মজ্‌মুয়ি হো কর্ একবারগী বাঢ় মারি। ইস্ বাঢ়মে আক্‌ছার্ হাম্‌রাহি মহম্মদ তকিখাঁকে জান্ নেসার্ হুয়ে!!"*

Two or three days after, that is fifth of Mohurrum, in the year 1177 of the Hijira, Mahammed-taky-qhan came out with resolution to oppose the enemy's march. Putting the foot of courage in the stirrup of steadiness he mounted a horse whose motions were as fleet as the moments of his unfortunate rider's existence. * * The moment was becoming critical, when a ball of cannon wounded Mahammed-taky-qhan in the foot, and killed his horse, which fell sprawling on the ground. The General, without betraying any anguish, mounted auother, and continued to advance, and to

* Urdu Mutakherin published by Munshi Newal Kishore of Lucknow.

exhort his men ; and he was now very near the ranks of the English who on their side advanced. * * * At this moment, a musket-ball entering at his shoulder came out on the opposite side. That brave man without betraying any emotion, assembled the hemn of his garment, and throwing it over his shoulder, to conceal his wound from his men, still advanced. The English were on the point of retreating, but they had placed an ambuscade at the bottom of a little river which was full on his passage ; and the General being arrived there, was looking out for a passage to come to handblows with them, when the ambuscademen, rising at once, made a sudden discharge full in his face, overthrew numbers of his followers, and lodging a bullet in his forehead, that incomparable hero, who was the main prop of Mir-cassim-qhan's fortune hastened into eternity in the middle of his slaughtered soldiers."

ইহাই তকি খাঁর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—ইহাই মীর কাসিমের সর্ব্বনাশের প্রথম সোপান। মুতক্ষরীণেই হউক, আর অন্যান্য "সচরাচর প্রচলিত" ভারতবর্ষীয় বা বাঙ্গালার ইতিহাসেই হউক—সর্ব্বত্রই এই কথা। কেবল উপন্যাসে উঠিয়া এই কথা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে!

ইতিহাসের মীর কাসিম স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ না করায় এবং তকি খাঁর ন্যায় প্রভুভক্ত প্রধান সেনানায়ক প্রথম যুদ্ধেই পরলোকগমন করায়, ইংরাজদিগের পক্ষে মীর কাসিমের পরাজয়সাধন করা সহজ হইয়াছিল।* ইহাই সামরিক ইতিহাস লেখকবর্গের সার সিদ্ধান্ত।

* গিরিয়ার যুদ্ধে মীর কাসিমের পরাজয় হইল কেন তাহা বুঝাইবার জন্য ম্যালিসন লিখিয়া গিয়াছেন :—

It wanted but one man, a skilful leader, such a man as the Mahammed Taki Khan whom they had lost at Katwa, to make success, humanly speaking, absolutely certain. It had not that man, it was not even inspired by the presence of the Prince for whom it was fighting.—Col. Malleson's *Decisive Battles of India*, p. 160.

উপন্যাসের মীর কাসিম কিন্তু উধুয়ানালার সমর-শিবিরে সশরীরে বর্ত্তমান। কেবল তাহাই নহে—ইংরাজেরা যখন নবাব-শিবির আক্রমণ করে, সে সময়ে "তাম্বুমধ্যে একা নবাব ও বন্দী তকি বসিয়া" রহিয়াছেন।

তার পর কি হইল? উপন্যাসে লিখিত রহিয়াছে,—"সেই সময়ে কামানের গোলা আসিয়া তাম্বুর মধ্যে পড়িতে লাগিল। নবাব সেই সময়ে স্বীয় কটিবন্ধ হইতে অসি নিষ্কাষিত করিয়া, তকির বক্ষে স্বহস্তে বিদ্ধ করিলেন। তকি মরিল। নবাব তাম্বুর বাহিরে গেলেন।"

বলা বাহুল্য, ইহার এক বর্ণও সত্য নহে—সর্ব্বৈব স্বকপোলকল্পিত! মহম্মদ তকির মত প্রভুভক্ত বীরপুঙ্গবের নামে এমন অকীর্ত্তিকর অলীক কল্পনার অবতারণা করা হইল কেন? মীর কাসিমের মত স্বদেশবৎসল মুসলমান নরপতির নামে এমন দুরপনেয় কলঙ্কলেপন করিবার প্রয়োজন হইল কেন? উপন্যাসে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা না হইলে, উপন্যাসবর্ণিত অনেকগুলি সরস কল্পনা নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িত! বোধ হয় সেই জন্য,—উপন্যাসের খাতিরে,—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির অনুরোধে,—ঐতিহাসিক পন্থা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ইতিহাস পরিত্যক্ত হউক, উপন্যাস বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! উপন্যাসে দেখিতে পাওয়া যায়—দৌলত-উন্নিসা ওরফে "দলনী বেগম" নাম্নী মীর কাসিমের এক "সপ্তদশবর্ষীয়া" সহধর্ম্মিনী নাকি সহসা ইংরাজ-হস্তে বন্দিনী হইয়াছিলেন। তকি খাঁ নাকি সে সময়ে মুরশিদাবাদের রাজকর্ম্মচারী।* তাই তাঁহার উপরেই নাকি বেগম্ উদ্ধারের ভারার্পণ হয়। উপন্যাসের তকি খাঁ অপ্রতিভ হইবার পাত্র নহেন। তিনি নবাবের নিকট সরফরাজ থাকিবার জন্য, দলনীর সন্ধান না করিয়াই, মিথ্যা করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন—"সন্ধান ত মিলিয়াছে, কিন্তু বেগমকে আর রাজসদনে

* তকি খাঁ মুরশিদাবাদের রাজকর্ম্মচারী ছিলেন না; যিনি এই সময়ে উক্ত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার নাম সয়ের মুতক্ষরীণ-পাঠকের নিকট অপরিজ্ঞাত নহে।

পাঠাইব কি? বেগম আমিয়টের উপপত্নীস্বরূপ নৌকায় বাস করিতেন। উভয়ে এক শয্যায় শয়ন করিতেন। বেগম স্বয়ং এ সকল কথা স্বীকার করিতেছেন।" কাসিম আলি আর ইহার পর কোন্ লজ্জায় বেগমকে পাঠাইতে লিখিবেন? তিনি লিখিলেন—"না, এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই; পাপীয়সীকে বিষদান করিও।" ইতিমধ্যে পতিগতপ্রাণা সরলা বালিকা ঘটনাক্রমে মুক্তিলাভ করিয়া, নানাক্লেশে অবশেষে মুরশিদাবাদে উপনীত হইয়া, তকি খাঁর শরণাপন্না হইলেন। তখন তকির মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! দলনী একবার কাসিম আলির সম্মুখবর্ত্তিনী হইবামাত্র তকি খাঁর পূর্ব্বপ্রতারণা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে;—এখন উপায়? উপায় উদ্ভাবন করিতে বিলম্ব হইল না। তকি খাঁর হস্তে দলনী বেগমের প্রাণদণ্ডাজ্ঞার পরোয়ানা ছিল; তিনি সেই রাজাজ্ঞা পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাজাজ্ঞা পালনের জন্য রাজাজ্ঞা পালন নহে;—দলনীকে নিহত করিয়া, আত্মাপরাধ গোপন করিবার জন্যই তকি খাঁ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। "গো হত্যাকারী ক্ষৌরিত-চিকুর"* মুসলমানদিগের আমলেও ফৌজদারগণকে স্বহস্তে প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিতে হইত না; তাহার জন্য ঘাতকের প্রয়োজন হইত। কিন্তু তকি খাঁ উপন্যাসের রসভঙ্গ না করিয়া, "স্বহস্তে বিষের পাত্র লইয়া দলনীর নিকট উপস্থিত" হইলেন!

তকি খাঁ জানিতেন না, দলনী কি অপূর্ব্ব সুন্দরী! তাই দলনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তকির হৃদয়ে এক নূতন প্রতারণা জাগিয়া উঠিল!

"মহম্মদ তকি দলনীকে দেখিতে লাগিলেন। সুন্দরী—নবীনা—সবেমাত্র যৌবনবর্ষায় রূপের নদী পূরিয়া উঠিতেছে—ভরা বসন্তে অঙ্গমুকুল

---

* বঙ্কিমবাবু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিবার সময়েও মুসলমান ইতিহাস-লেখকের নামোল্লেখ করিতে হইলেই লিখিয়া গিয়াছেন—"গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর অথবা আত্মজাতিগৌরবান্ধ হিন্দুদ্বেষী মিথ্যাবাদী মুসলমান!"

সব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ** এই সে কাতরা বালিকা—বাত্যাতাড়িত, প্রস্ফুটিত কুসুম—তরঙ্গোৎপীড়িতা প্রমোদ নৌকা—ইহাকে লইয়া কি করিব—কোথায় রাখিব? সয়তান আসিয়া তকির কাণে কাণে বলিল —'হৃদয় মধ্যে'।

"তকি বলিল, শুন সুন্দরি—আমাকে ভজ—বিষ খাইতে হইবে না।"

"শুনিয়া দলনী—লিখিতে লজ্জা করে—মহম্মদ তকিকে পদাঘাত করিলেন। মহম্মদ তকির বিষদান করা হইল না—মহম্মদ তকি দলনীর প্রতি, অর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে ধীরে, ধীরে, ধীরে, ফিরিয়া গেল।"

দলনী কিন্তু বাঁচিল না। উপন্যাসের নায়িকা—রঙ্গমঞ্চের নয়নানন্দদায়িকা—পাঠক-পাঠিকার বিস্ময়োৎপাদনকারিকা—সুন্দরী, নবীনা, যুবতী, অথচ "কাতরা বালিকা!" বিশেষ সে যখন এত বড় একজন মোগল মহাবীরকেশরীকে কুসুমলোভনীয় "পদপল্লবমুদারং" তুলিয়া লাথি মারিতে সাহস পাইয়াছিল, তখন সে কি না পারিত? সে গোপনে বিষ আনাইয়া ভোজন করিল। দলনী মরিল!

এ সকল কথা অধিক দিন গোপন রহিল না। বাঁদী কুল্‌সম সময় পাইয়া, আম-দরবারে সর্ব্বজনসমক্ষেই, এক এক করিয়া সকল কথা নবাবের কর্ণগোচর করিয়া দিল। নবাব ওমরাহদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—

"তোমরা শুন, এ রাজ্য আমার রক্ষণীয় নহে; এই বাঁদী যাহা বলিল, তাহা সত্য—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ। তোমরা পার সুবা রক্ষা কর, আমি চলিলাম। আমি রুহিদাসের গড়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লুকাইয়া থাকিব, অথবা ফকিরি গ্রহণ করিব"—বলিতে বলিতে নবাবের বলিষ্ঠ শরীর, প্রবাহ মধ্যে রোপিত বংশখণ্ডের ন্যায় কাঁপিতেছিল;—চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া মীর কাসেম বলিতে লাগিলেন, "শুন বন্ধুবর্গ! যদি আমাকে সিরাজদ্দৌলার ন্যায়, ইংরেজে বা তাহাদের অনুচর মারিয়া ফেলে, তবে

তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা, সেই দলনীর কবরের কাছে আমার কবর দিও। আর আমি কথা কহিতে পারি না—এখন যাও। কিন্তু তোমরা আমার এক আজ্ঞাপালন কর—আমি সেই তকি খাঁকে একবার দেখিব—আলি হিব্রাহিম খাঁ!"

হিব্রাহিম খাঁ উত্তর দিলেন; নবাব বলিলেন, "তোমার ন্যায় আমার বন্ধু জগতে নাই—তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা,—তকি খাঁকে আমার কাছে লইয়া আইস।"

ইহার পর উপন্যাসের হিসাবে মীর কাসিমের স্বহস্ত-নিষ্কাষিত অসিবিদ্ধ হইয়া তকি খাঁর অপমৃত্যু সংঘটন কিছুমাত্র "অসাজন্ত" হয় নাই! উপন্যাস বেশ মুখরোচক হইয়াছে। রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া সহস্র করতালি ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে! "গো-হত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর" মুসলমানের প্রতি হিন্দুহৃদয়ের আন্তরিক অবজ্ঞাও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হায়! তকি খাঁ বা মীর কাসিম—কাহাকেও আর ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া চিনিয়া লওয়া যাইতেছে না।

বৃটীশ-বীরকেশরীদিগের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জয়ঘোষণা করিবার জন্য ইংরাজ সাহিত্যসেবকগণ কাব্যে ইতিহাসে সাহিত্যে উপন্যাসে—সর্ব্বত্র তাঁহাদের ঐতিহাসিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তাঁহাদের আদর্শে জাতীয় জীবন সমুন্নত করিয়া তুলিতেছেন। নব্যবঙ্গের সাহিত্যগুরু তকি খাঁর ন্যায় বঙ্গবাসী মুসলমানবীরের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ও আত্মবিসর্জ্জনের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস পাঠ করিয়াও; * উপন্যাস রচনা করিবার সময়ে, সে ঐতিহাসিক চরিত্রের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ঢাকিয়া ফেলিয়া, তাহাতে প্রতারণা,

* মুরশিদাবাদে রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে স্বনামখ্যাত সুপণ্ডিত ডাক্তার রামদাস সেনের পুস্তকালয়ে রক্ষিত মুতক্ষরীণের ইংরাজী অনুবাদ বঙ্কিমচন্দ্র যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া নানা স্থানে অধ্যয়নের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছিলেন এবং তিনি যে মুতক্ষরিণ পাঠ করিয়াছিলেন, উপন্যাসের ভূমিকাতেও তাহার উল্লেখ করিয়াছিলেন।

বিশ্বাসঘাতকতা এবং কাপুরুষত্বের কলঙ্ক-কালিমা ঢালিয়া দিয়াছেন! ফরাসি-সম্রাট্ মহাবীর নেপোলিয়ন দেশবহিষ্কৃত ও চিরনির্ব্বাসিত হইলেও, তাঁহার স্বদেশের সাহিত্যসেবকগণ তাঁহার ঐতিহাসিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন মুসলমান নরপতি দশচক্রে চিরনির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন; নব্যবঙ্গের সাহিত্যগুরু তাঁহাকে স্ত্রৈণ কাপুরুষ সাজাইয়া বিদায়দান করিয়াছেন!

এই যুদ্ধে পরাজিত হইলে, ইংরাজেরা আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিতেন না; সে হিসাবে কাটোয়ার যুদ্ধ ইংরাজদিগের অশেষ কল্যাণের আকর বলিয়া সম্মানার্হ। ম্যালিসন্ বলেন যে, যাহারা মহম্মদ তকির অনুগমন করিতে অসম্মত হইয়াছিল, তাহারা যদি সম্মত হইত, তবে এ যুদ্ধে ইংরাজের পরাজয় হইত; কিন্তু এমন স্বদেশদ্রোহ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই নূতন নহে। *

ম্যালিসন বীর-পুরুষ; তাঁহার লেখনীপ্রসূত সামরিক ইতিহাসের সমালোচনা করা বাঙ্গালীর পক্ষে ধৃষ্টতার কার্য্য। তথাপি মনে হয়, ম্যালিসনের সকল সিদ্ধান্ত ইতিহাসানুযায়ী ঘটনাপরম্পরা দ্বারা সমর্থন করা যায় না। যাহা ঐতিহাসিক ঘটনার বিপরীত সিদ্ধান্ত, সে সিদ্ধান্ত যাঁহারই হউক, তাহাকে অপসিদ্ধান্ত বলিতে ক্ষতি কি?

যুদ্ধে জয় আছে, পরাজয় আছে; জয়-পরাজয়ের সহিত যেখানে দেশের সম্বন্ধ সেখানে অন্য কথা; কিন্তু যেখানে জয়-পরাজয়ের সঙ্গে

---

* ম্যালিসন বলেন:—

"The irregular horsemen, who had fought Glenn the day before, and who might have decided the victory and with it the war, in favor of Mir Kasim, took no part in the action, and retired after it had been decided. The history of India abounds in instances of such unpatriotic conduct. Indeed, it may be affirmed that few things have more contributed to the success of the English than the action of jealousy of each other of the native princes and leaders of India."

ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সেখানে বীরত্ব কদাচ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। মোগলের অধঃপতন-সময়ে সকলেই ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল; দেশের যাহা হয় হউক, আমার উদরপূর্ত্তি হইলেই হইল—ইহাই সেকালের রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল! তজ্জন্য লোকে স্বার্থসিদ্ধির প্রলোভনে কি করিত, আর কি না করিত—এদেশের লোকের কথা ছাড়িয়া দাও—ইংরাজেরাও তাহার কত হাস্যোদ্দীপক নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন! যে মীর জাফরকে একবার অকর্ম্মণ্য শাসনকর্ত্তা বলিয়া সিংহাসনচ্যুত করা হইয়াছিল, তাঁহাকেই আবার নবাব সাজাইয়া সেলাম করিতে করিতে ইংরাজ-শিবিরে টানিয়া আনা হইয়াছিল কেন? যুদ্ধে জয় আছে, পরাজয় আছে। যদি মীর কাসিমের পরাজয় হয়, তবে তাঁহার পক্ষভুক্ত লোকের পক্ষে মীর জাফরের অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইতে হইবে;—এ কথা কে না জানিত? সুতরাং অনিশ্চিত ক্ষেত্রে মীর কাসিমের অসাক্ষাতে, মীর জাফরের সম্মুখে, নবাব সেনা-নায়কগণ যে মীর জাফরের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা করেন নাই, তাহা কে বলিতে পারে? অল্পসংখ্যক সুশিক্ষিত ইংরাজ-সেনার পক্ষে বহু-সংখ্যক অশিক্ষিত নবাবসেনার পরাজয় ঘটিতে পারে। কিন্তু মীর কাসিমের সুশিক্ষিত সেনাদলের পক্ষে এইরূপে পরাভূত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কি শৌর্য্য-বীর্য্যে, কি, সমরকৌশলে মীর কাসিমের সেনাদল সর্ব্বাংশেই ইংরাজসেনার সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা যদি স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ত্তব্যপালনের জন্য বদ্ধপরিকর হইত, ইংরাজসেনার পক্ষে তাহাদের পরাজয় সাধন করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। তথাপি প্রথম যুদ্ধেই নবাব-সেনা পরাভূত হইল কেন? সেকালে সেনাদল যুদ্ধ করিত না; সেনানায়কেরাই যুদ্ধ করিতেন। প্রধান পুরুষ পলায়ন করিলে বা নিহত হইলে, সেনাদল পলায়ন করিত। তকি খাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে কাটোয়ার যুদ্ধেও তাহারই পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল।

যাহাদের স্বদেশপ্রেম ছিল না, তাহাদের স্বদেশদ্রোহ কোথায়? তাহারা কেবল আত্মপ্রেমেই উন্মত্ত ছিল। তাহার জন্য তাহারা আত্ম-কলহে লিপ্ত হইয়া স্বদেশের কথা বিস্মৃত হইত। তকি খাঁর পরজায় যে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পরাজয়, সহযোগী সেনানায়কগণ সে কথা চিন্তা করেন নাই। তাঁহারা ব্যক্তিগত হিংসাদ্বেষে আত্মহারা হইয়া, স্বদেশের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। যাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অস্ত্রধারণ করিত, তাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অন্নদাতার কণ্ঠনালিতেও ছুরিকা বসাইয়া দিতে পারিত।

দুই এক জন ক্ষণজন্মা বীরপুরুষ এই হীন আদর্শ অতিক্রম করিয়া, প্রকৃত বীরত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিখিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলার অগণ্য সেনানায়কের মধ্যে মোহনলাল, মীরমদন প্রভৃতি দুই একজন ভিন্ন এমন লোক অধিক ছিল না। মীর কাসিমের একজন মাত্র এমন সেনানায়ক ছিল—তাহার নাম মহম্মদ তকি খাঁ। প্রথম যুদ্ধেই তকি খাঁর মৃত্যু হইল বলিয়া, মীর কাসিমের অধঃপতনের গতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

বাঙ্গালার ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন কলঙ্ককাহিনীতে পরিপূর্ণ হইয়া রহি-য়াছে। রাজা, প্রজা, সভাসদ্, সেনাপতি—কাহার কথা বলিব? সকলের ললাটেই দুরপনেয় কলঙ্করেখা! যে দুই এক জনের ললাটপট কলঙ্কমুক্ত, তাঁহাদিগের কথাও এদেশ সহজে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে! নচেৎ মহম্মদ তকি খাঁর ন্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বীর পুরুষের নামে উপন্যাসে কলঙ্ক সংযো-গের সাহস হইত না। এরূপ বীরচরিত্রে অলীক কলঙ্কলেপন করিতেও যাঁহাদের হৃদয় কিছুমাত্র ব্যথিত হয় না, সেই দেশেই জনসাধারণের নিকট উপন্যাস অকৃত্রিম উৎসাহ লাভ করিয়াছে; সেই দেশেই রঙ্গমঞ্চ করতালি-ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে; সেই দেশেই কবিকুলের নিরঙ্কুশ অধিকার সংস্থাপনের জন্য লোকে ঐতিহাসিকের সহিত কলহ করিতে

সাহসী হইয়াছে। তথাপি নিরপেক্ষ ইতিহাসলেখক ইহাকে বাঙ্গালীর দুরপনেয় কলঙ্ক বলিয়াই ঘোষণা করিবেন। ইহা কেবল এই দেশেই সম্ভব হইয়াছে। মুসলমান-সমাজের প্রাণ থাকিলে, এদেশেও তাহা সম্ভব হইত না। তকি খাঁর শরীরে বহুজনসমক্ষে বারবনিতার পদাঘাত *, বঙ্গরঙ্গ-ভূমির দুরপনেয় কলঙ্ক !!

---

* এই মন্তব্য প্রকাশিত হইবার পর, বঙ্গরঙ্গভূমিতে এই উপন্যাসের অভিনয়কালে পদাঘাতের পরিবর্ত্তে চর্ম্ম পাদুকা প্রহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

গিরিয়ার যুদ্ধ

It was at this place that Mir Kasim had resolved to fight his decisive battle,—a battle which should drive the English into the sea, or be the certain precurser of his ruin.—*Malleson.*

কাটোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর, মীর কাসিমের সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ইংরাজেরা সেই সুযোগে কাটোয়ার ক্ষুদ্র দুর্গ হস্তগত করিয়া, তাহার যথাসম্ভব সংস্কার সাধন করিলেন এবং তাহার রক্ষাকার্য্যে একদল সিপাহী নিযুক্ত করিয়া, মুরশিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পলাশীক্ষেত্র হইতে যে পথে কর্ণেল ক্লাইব মুরশিদাবাদ যাত্রা করিয়াছিলেন, ইংরাজ সেনা সেই সুপরিচিত পথেই অগ্রসর হইল।

মুরশিদাবাদে বহুসংখ্যক নবাব সেনা প্রেরিত হইয়াছিল। তাহারা নগর-রক্ষার যথাযোগ্য আয়োজন করিলে, ইংরাজ-সেনার পক্ষে নগর-প্রবেশ করা সহজ হইত না। কিন্তু মতিঝিলে অল্পসংখ্যক সিপাহী রাখিয়া, অধিকাংশ নবাব-সেনা ইতস্ততঃ ছাউনী ফেলিয়া অসতর্ক ভাবে অবস্থিত ছিল। মতিঝিলের সিপাহীগণ প্রাসাদ রক্ষার্থ যথাসাধ্য যত্ন করিয়াও, ইংরাজ সেনার গতিরোধ করিতে পারিল না। দেখিতে না দেখিতে, কামান-চালনায়—মতিঝিলের ইতিহাস-বিখ্যাত রমণীয় প্রাসাদগুলি শ্রীহীন হইয়া পড়িল!

মতিঝিলের পূর্ব্ব, গৌরব আর প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। মতিঝিল ধ্বংসমুখে পতিত হইয়া, অতীতের বিষাদ-কাহিনী কীর্ত্তন করিবার জন্য অদ্যাপি শ্রীহীন অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ কিছুদিন মতিঝিলে বাস করিয়াছিলেন; এখন লোকসমাগমও তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। এই প্রাসাদ একদিন মোগলের অনুপম বিভবচ্ছটায় মুরশিদাবাদের মোগল-রাজধানীর নাগরিক সৌন্দর্য্যে বিদেশের পর্য্যটকবর্গের বিস্ময় উৎপাদন করিত। সে বিস্ময় এখন অন্যরূপ বিস্ময়ে পর্য্যবসিত হইয়াছে। নবাব-সেনা নগররক্ষার জন্য মুরশিদাবাদে বর্ত্তমান থাকিতে এত অনায়াসে ইংরাজসেনা কিরূপে নগর অধিকার করিল, তাহা একটি ঐতিহাসিক বিস্ময়ের ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গলার ইতিহাসের এই সকল ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া, বিদেশের লেখকবর্গ বাঙ্গালীকে ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া ইতিহাস রচনা করিয়া থাকেন। এই সকল ঘটনার মূলে নবাব-সেনানায়কগণের কর্ত্তব্য-লঙ্ঘনের সংশ্রব না থাকিলে, সেই সিদ্ধান্তই সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইত। নবাব-সেনানায়কগণ কর্ত্তব্যপালন করিলে, বাঙ্গালার ইতিহাস ভিন্ন ভাবে লিখিত হইত। ইংরাজসেনা মুরশিদাবাদের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, নবাব-সেনা গিরিয়া নামক স্থানে যুদ্ধভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া, রাজধানী রক্ষার্থ চেষ্টা করিতে অসম্মত হইয়াছিল। তাহাতেই এত সহজে মুরশিদাবাদ ইংরাজসেনার করতলগত হয়!

নগররক্ষায় অসমর্থ হইয়া, মুরশিদাবাদের শাসনকর্ত্তা পলায়ন করিবামাত্র কাসিমবাজারে ইংরাজকুঠি ইংরাজ সেনার হস্তগত হইল। মীর জাফর যখন পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে সমুচিত সমারোহে নগর প্রবেশ করিয়া, আলিবর্দ্দির পুরাতন প্রাসাদে বাসস্থান গ্রহণ করিলেন, মুরশিদাবাদের রাজপথ তখন শ্মশানের মত শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছিল। সেনাদলের সহিত নাগরিকগণের কলহ উপস্থিত; যে যাহা পারিল, সে তাহা লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ক্ষমতাশূন্য নামসর্ব্বস্ব নূতন নবাব ইংরাজের

কৃপায় আবার সিংহাসনে উপবেশন করিলেন; কিন্তু তাঁহার রাজ্যাভিনয় যেন অদৃষ্টের উপহাসরূপেই প্রতিভাত হইল!

আর সে দিন নাই। মীর কাসিম বুঝিয়াছিলেন, মুরশিদাবাদ মুসলমানের রাজধানী হইলেও, সে রাজধানীতে ধনকুবের জগৎশেঠের প্রাধান্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। জগৎশেঠের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া, আমির ওমরাহ রাজা জমিদার ও বণিগ্বর্গ জগৎশেঠের অনুগত হইয়াই মুরশিদাবাদে বাস করিতেন। জগৎশেঠ ইংরাজের অকৃত্রিম বন্ধু। জগৎশেঠ না থাকিলে, মীর জাফরের পক্ষেও সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবার সাহস উপস্থিত হইত না। যুদ্ধের আশঙ্কা উপস্থিত হইবামাত্র, জগৎশেঠ রাজবল্লভ, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি ইংরাজ-বন্ধুগণ মুঙ্গেরে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। মীর জাফর মুরশিদাবাদে প্রবেশ করিবার সময়ে মুরশিদাবাদের গণ্যমান্য লোকে যেন দুঃস্বপ্নের অবসানে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আশ্বস্ত হইয়া উঠিলেন! কখন কাহার কপালে কি ঘটিবে ভাবিয়া, যাঁহারা মীর কাসিমের ভয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় দিন গণনা করিতেন, তাঁহারা শুভদিন প্রাপ্ত হইলেন। আমীর ওমরাহগণ এই অভিনব রাষ্ট্রবিপ্লবে উৎফুল্ল না হইলেও, মীর জাফরের দরবারের শোভা সংবর্দ্ধনের জন্য সসম্ভ্রমে জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন। বাণিজ্যলুব্ধ সওদাগরগণ যে কোন উপায়ে লাভের আশা প্রাপ্ত হইলেই উৎফুল্ল হইয়া থাকেন। তাঁহারাও মীর জাফরকে প্রাপ্ত হইয়া, আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। মীর কাসিম হিন্দুদিগের প্রতি সন্দেহস্থলে অত্যাচার করিতে পারিতেন; সুতরাং হিন্দুদিগের মনেও আশঙ্কা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারাও মীর জাফরকে পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। যে রাজা হয় হউক; তাহাতে সমগ্র দেশের লোকের ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, সে কথা অতি অল্প লোকেই চিন্তা করিতেন। ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া-

ছিলেন। মীর কাসিমের পরাজয়ে, মীর জাফরের অভ্যুদয়ে, স্বাধীন বাণিজ্যের সর্ব্বনাশে, ইংরাজবণিকের পদোন্নতিতে, মুরশিদাবাদের গণ্যমান্য লোকের স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত হইবামাত্র, তাঁহারা সকলেই ধীরে ধীরে মীর জাফরের পক্ষভুক্ত হইয়া পড়িলেন।* দেশের লোকের সুখদুঃখে উদাসীন হইয়া, ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার জন্য লালায়িত হইলে, দেশের কিরূপ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতে পারে, বাঙ্গালার ইতিহাসে তাহার শোচনীয় দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মীর জাফরের অভ্যুদয়ে তাহা পুনরায় প্রত্যক্ষীভূত হইল!

কাটোয়ার যুদ্ধে ইংরাজদিগের বলক্ষয় হইয়াছিল। তাঁহারা মুরশিদাবাদ অধিকার করিবামাত্র বলসঞ্চয়ে যত্নশীল হইলেন। যাঁহারা কাটোয়ার যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন, সেই সকল ইংরাজদিগের চিকিৎসার জন্য কাসিমবাজারের কুঠীতে চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইল; তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একদল সিপাহীসেনাও কাসিমবাজারে প্রেরিত হইল। কাপ্তান ক্যাম্বেল এই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া, একদল নূতন সিপাহী পল্টন সংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। কলিকাতার সহর-কোতোয়াল কাপ্তান আইরণসাইডও একদল নূতন সিপাহী-পল্টন সংগ্রহ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। এই দুইজন ইংরাজ-সেনাপতি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মুরশিদাবাদে এবং কলিকাতায় বসিয়া অনায়াসে দুই পল্টন সিপাহী সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কলিকাতা বা মুরশিদাবাদে এত

---

* The more respectable inhabitants submitted quietly, if not cheerfully, to the change of government, and the mercantile community welcomed any arrangement that held out a prospect of delivering them from the exactions of Meer Kasim Khan, whose necessities and suspicions of the Hindus had led him into the commission of great severities towards that class, particularly as regards the family of the Seths, the members of which wealthy firm he had made prisoners and carried to Mongheer, on account of their supposed connection with the English.—*Broome's Bengal Army*, p. 375,

সহজে—এত অল্পসময়ের মধ্যে—সিপাহী-সেনা সংগৃহীত হইবার সুবিধা না থাকিলে, এরূপ ঘটিতে পারিত না। বলা বাহুল্য, সেকালে বাঙ্গলাদেশে অর্থব্যয় করিতে পারিলে, সেনাসংগ্রহে বিলম্ব ঘটিত না। আজ যাহারা অস্ত্র-ধারণে অসমর্থ—আজ যাহারা অস্ত্রশিক্ষায় অনভ্যস্ত—আজ যাহারা অস্ত্র-ব্যবহারে অধিকারবিচ্যুত—সেকালে তাহাদের অবস্থা অন্যরূপ ছিল। বিপ্লবময় অরাজকতার মধ্যে বাহুবলই প্রাধান্য লাভ করে। জমিদারগণকে বাহুবলে আত্মরক্ষা করিতে হইত; পল্লী-নিবাসীকে বাহুবলে দস্যুতস্করের আক্রমণ প্রতিহত করিতে হইত; যাহারা নিরীহ নাগরিক, তাহাদিগকেও সময়ে সময়ে ধনমানরক্ষার্থ সিপাহী নিযুক্ত করিতে হইত। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকায়স্থের মধ্যেও অনেকে সেনাচালনা করিতেন। ইংরাজেরা তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াই বিপদে পড়িয়া বাঙ্গালীর বাহুবলের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। ক্লাইবের ইতিহাস বিখ্যাত "লাল-পল্টনের" কথা যাঁহারা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই বাঙ্গালী-পল্টনের নাম শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক বাঙ্গালী "লাল-পল্টনে" নিয়োগ লাভ করিয়া, উত্তরকালে কোম্পানী বাহাদুরের নিকট জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মালদহের কালেক্‌টারীতে সেরূপ জায়গীরের পরিচয় অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জায়গীরের সাধারণ নাম "ইংলিশ"। তাহা প্রথমে কাহার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, বাঙ্গালী-পল্টনের পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। সেকালে বাঙ্গালী বলিয়া কোন বিশেষ পার্থক্য বর্ত্তমান ছিল না। রাজধানীতে নূতন সেনাগঠন করিবার সময়ে, যে কেহ তাহাতে প্রবেশ করিতে চাহিত, তাহাকেই গ্রহণ করা হইত। জাতিগত বা দেশগত পার্থক্য প্রচলিত ছিল না, সুতরাং ইংরাজেরা কলিকাতা এবং মুরশিদাবাদে বসিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নূতন সিপাহী-পল্টন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহারাও অতি অল্প দিনের মধ্যেই সমরক্ষেত্রে প্রেরিত হই-

বার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে মুরশিদাবাদে এক সহস্র গোরা ও চারিসহস্র সিপাহী সম্মিলিত হইবার পর যুদ্ধযাত্রার আয়োজন হইল।

নবাবসেনা গিরিয়ার নিকটে সমবেত হইয়াছিল। মার্কার, সমরু এবং মীর আসাদ্দৌলা খাঁ তাহার সহিত মিলিত হইয়া, সতর্ক ভাবে ইংরাজ-সেনার আক্রমণ-প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান ছিলেন। এইখানেই শেষ যুদ্ধ;—হয় ইংরাজ চিরদিনের মত সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইবে, না হয় এই শেষ! এইরূপ ভাবেই মীর কাসিম সেনা সমাবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। অন্ততঃ ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণ তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন।

মীর কাসিম যেখানে সেনা-সমাবেশ করিয়াছিলেন, সেখানে সহিষ্ণু হইয়া ইংরাজসেনার আক্রমণ প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিলে, নবাব-সেনা পরাজিত হইত না। ইংরাজদিগের সামরিক ইতিহাসে এই কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। মুরশিদাবাদ হইতে সুতী পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরে একটী পুরাতন রাজপথ প্রচলিত ছিল। তাহার এক স্থানে বাঁশলী নালা নামক একটি ক্ষুদ্র জলপ্রণালী ভাগীরথীর সহিত মিলিত ছিল। নবাব-সেনা প্রথমে সুতী নামক স্থানে ছাউনী ফেলিয়াছিল। ছাউনীর সম্মুখে সুবৃহৎ মৃৎপ্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া, নবাবসেনা তাহাদের সম্মুখভাগ সুরক্ষিত করিয়াছিল। এখানে অবস্থিতি করিয়া, মধ্যে মধ্যে অশ্বারোহী প্রেরণ করিয়া, ইংরাজগণকে ব্যতিব্যস্ত করিবার সুবিধা ছিল; তাহাদের রসদপত্র লুণ্ঠন করিয়া, তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিবারও সম্ভাবনা ছিল। নবাব-সেনা তাহা করিল না। ১লা আগষ্ট তারিখে ইংরাজ-সেনা বাঁশলী উত্তীর্ণ হইবামাত্র, নবাবসেনা তাহাদের সুরক্ষিত ছাউনী ছাড়িয়া ইংরাজদলনের জন্য সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ইংরাজেরা গোরাপল্টনকে মধ্যস্থলে রাখিয়া সিপাহিগণকে উভয়

পার্শ্বে সংস্থাপিত করিয়া, সেকালের সুপরিচিত সমরপ্রণালীতে ব্যূহ-রচনা করিলেন। ২রা আগষ্ট প্রত্যূষে উভয়পক্ষের কামানগর্জ্জনে যুদ্ধ-ঘোষণার সূত্রপাত হইল। তাহাতে কোন পক্ষেরই বিশেষ ক্ষতি হইত না;—কাহারও কামান কাহাকেও লক্ষ্য করিতে পারিত না। কিন্তু প্রভাতের কামানগর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষই সম্মুখে অগ্রসর হইয়া, পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িল। তখন যথারীতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ "মুতক্ষরীণ" ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। সমস্ত গ্রন্থ একত্র সমালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—এই যুদ্ধে মীর কাসিমের মুসলমান-সেনানায়কগণ রণপাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিযাছিলেন; মার্কার এবং সমরু সেরূপ রণ-পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই!

মীর আসাদ্দোলার অশ্বারোহিগণ মীর বদরুদ্দীন নামক একজন সেনানায়ক ছিলেন। তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্য ইংরাজদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তিনি ইংরাজব্যূহের বামপার্শ্ব ভেদ করিয়া, কাপ্তান ষ্টিবার্টের সেনাদলের উপর বিদ্যুতবেগে আপতিত হইয়া, অধিকাংশ ইংরাজ-সেনাকে ভূপতিত করিলেন। কাপ্তান সাহেবের সেনাদল যায় যায় হইয়া উঠিল। তাহারা অনন্যোপায হইয়া, বাঁশলীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল; অনেকে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। মেজর কার্ণাক সাহায্যার্থে উপনীত না হইলে, কাপ্তান ষ্টিবার্টের সেনাদলের একজনও জীবিত থাকিত না। কিন্তু তাহাতেও ইংরাজসেনার পরা-জয়ের গতিরোধের সম্ভাবনা ছিল না। বদরুদ্দীন পশ্চাতে, মীর নসির সম্মুখে—উভয়দিক হইতে উভয় মুসলমান বীর এরূপ প্রবল প্রতাপে ইংরাজ ব্যূহের বামপার্শ্ব ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন যে, ইংরাজসেনা শত্রুহস্তে দুইটি কামান সমর্পণ করিয়া পলায়নপর হইল। এই সময়ে সের আলী খাঁ প্রবলবেগে ইংরাজব্যূহের দক্ষিণপার্শ্ব আক্রমণ করিলেই

যুদ্ধজয় সুসম্পন্ন হইত। তাহা হইল না। বদরুদ্দীন আহত হইবামাত্র তাঁহার সাহসী অশ্বারোহিগণ রশ্মি সংযত করিল; আসাদ্দৌলা সহসা এই-রূপ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন; এই অবসরে মেজর আদামস্ সদলবলে নবাব-সেনাকে বিপুলবেগে আক্রমণ করায়, যাহারা বাহুবলে জয়লাভ করিয়াছিল, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। সমরু ও মার্কার সুশিক্ষিত সেনাদল লইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। এই সময়ে মীর নসির খাঁ, পলাশীযুদ্ধের মোহনলালের ন্যায়, বীর-বিক্রমে অগ্রসর হইয়া, ইংরাজসেনার গতিরোধের চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না!

কাটোয়া বিজয়ী লেপ্টেনাণ্ট গ্লেন পঞ্চত্ব লাভ করিলেন; কাপ্তান ষ্টিবার্ট সেনারক্ষার্থ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে গিয়া, শরীরের আট স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, আহত হইয়া পড়িলেন। তথাপি ইংরাজের জয় হইল। নবাবসেনা উপযুক্ত সমরশিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া, সমরু ও মার্কারের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ বীরপুরুষগণের চালনা-কৌশলে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও, পরাভূত হইল কেন—তাহা চিরবিস্ময়ের ব্যাপার হইয়া রহিল। এতকাল পরে, তাহার রহস্যভেদ করিবার উপায় নাই। ইংরাজেরা বলেন,—গিরিয়ার যুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। এই যুদ্ধে ইংরাজ সেনানায়কগণের কর্ত্তব্যপরায়ণতায় ইংরাজের মুখ উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। মুসলমান পরাজিত হইলেও, এই যুদ্ধে মুসলমান-সেনানায়কগণের মুখ মলিন হয় নাই। বদরুদ্দীন, মীর নসির, আসাদ্দৌলা, এই যুদ্ধে যেরূপ শৌর্য্যবীর্য্য ও সমরকৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সমরু ও মার্কার তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিলে, গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রই ইংরাজসেনার সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হইত।

গিরিয়ার নামের সহিত বিশ্বাসঘাতকতার কথা চিরসংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। একবার গিরিয়ার সমরক্ষেত্রে আলিবর্দ্দীর বিশ্বাসঘাতকতায়

সরফরাজ খাঁ নিহত হইয়াছিলেন। আবার সেই ক্ষেত্রেই মীর কাসিম পরাভূত হইলেন।

ইহার পর উধুয়ানালা ভিন্ন অন্য কোন স্থানে ইংরাজ সেনার গতি-রোধের সম্ভাবনা ছিল না। মীর কাসিম তাহা জানিতেন। তিনি জয় অপেক্ষা পরাজয়ের কথাই বিশেষ ভাবে ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। গিরিয়া জয় করিলেও, ইংরাজসেনা উধুয়ানালা জয় করিতে পারিবে বলিয়া কাহারও বিশ্বাস ছিল না। মীর কাসিম তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

উধুয়ানালার যুদ্ধ

In one morning with an army 5000 strong, of whom one-fifth only were Europeans, Adams had stormed a position of enormous strength, defeated 40,000 and destroyed 1500 men, captured upwards of a hundred pieces of cannon, and so impressed his power on the enemy that they had no thought but fight.—*Col. Malleson.*

উধুয়ানালার যুদ্ধকাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া ম্যালিসন্ লিখিয়া গিয়াছেন—"ইংরাজ সেনাপতি মেজর আদাম্‌স পাঁচ সহস্র সেনা লইয়া চল্লিশ সহস্র সিপাহী-রক্ষিত সুদৃঢ় শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া, পঞ্চদশ সহস্র অরাতি নিধন করিয়া, শত্রু-শিবিরে এরূপ বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন যে, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করা ভিন্ন তাহাদের মনে অন্য চিন্তা উদিত হইতে পারে নাই!"

সমসাময়িক ইতিহাসে এই যুদ্ধের যেরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বাহুবল অপেক্ষা সমর কৌশলেরই প্রধান্য সূচিত হইয়াছে। শেষ ফলের মূল্যানুসারে পলাশির যুদ্ধ যেমন ভারতীয় মহাযুদ্ধের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে, উধুয়ানালার যুদ্ধও সেইরূপ! * এই যুদ্ধে মীর কাসিমের আশা-ভরসা জলবুদ্বুদবৎ বিলীন হইয়া গিয়াছিল; এই যুদ্ধে ইংরাজের প্রাধান্য দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল; এই যুদ্ধে মোগলরাজ-সূর্য্য চিরদিনের

---

* উপন্যাসের "উদয়নালা" নাম আসল নাম নহে। নালার নাম "উধুয়া", তাহা হইতে স্থানের নাম "উধুয়ানালা" হইয়াছে এবং সেই নাম এখনও প্রচলিত আছে।

জন্য অস্তগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিল! এই হিসাবে উধুয়ানালায় যুদ্ধ ভারতীয় মহাযুদ্ধের অগ্রগণ্য।

ভাগীরথীতীরে, উধুয়ানালার গিরিসঙ্কটের পার্শ্বে, নবাবী-আমলে একটি ক্ষুদ্র কেল্লা নির্ম্মিত হইযাছিল। তাহার একপার্শ্বে ভাগীরথী, অন্য পার্শ্বে উধুযা। এইস্থান সুদৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টিত বলিযা দুরধিগম্য ছিল। কেল্লার নিকট দিয়া মুরশিদাবাদ হইতে পাটনা পর্য্যন্ত বাদশাহী রাজপথ প্রচলিত ছিল। ভাগীরথীতীরে সরল রাজপথ, তাহার পার্শ্ব দেশেই গভীর জলগণ্ড বা "দামস্" ; তাহার অপর পার্শ্ব দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে দেহ বিস্তার করিয়া স্থানটিকে সহজেই দুরধিগম্য করিয়া রাখিয়াছিল। মীর কাসিম এই স্থানে নূতন দুর্গ-প্রাচীর রচনা করিযা, তদুপরি সারি সারি কামান সাজাইয়া, শত্রুসেনার গতিরোধ করিবার জন্য বহুসংখ্যক সিপাহী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। গিরিয়ার যুদ্ধে যাহারা পরাজিত হইয়াছিল, তাহারাও এই স্থানে আসিয়া নবাব-শিবিরে সম্মিলিত হইয়াছিল। এইরূপে উধুয়ানালার নবাব-শিবির বহু-সহস্র সিপাহীর আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। এই সুদৃঢ় দুর্গপ্রাকার দীর্ঘকাল গোলাবর্ষণেও ভেদ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। বাহুবলে বা সংগ্রাম-কৌশলে ইহা যে কদাপি শত্রুকবলে নিপতিত হইবে, এমন কথা স্বপ্নেও লোকে বিশ্বাস করিতে পারিত না।

মেজর আদামস্ এইখানে উপনীত হইযা, পাল্কীপুর নামক দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামে শিবির সংস্থাপিত করিয়া, দুর্গাবরোধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সম্মুখে অগ্রসর হইবার সুবিধা নাই ; নবাব-সেনাও সর্ব্বদা গুলিবর্ষণ করিয়া ইংরাজের গতিরোধ করিতে তৎপর রহিয়াছে ;—এরূপ অবস্থায, ইংরাজ-সেনাপতি ভাগীরথী-তীরে তিনটি তোপমঞ্চ বাঁধিয়া, তথা হইতে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তোপমঞ্চ বাঁধিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না ; সুশিক্ষিত

শিল্পকারগণ অত্যল্প সময়ের মধ্যেই তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারে। তথাপি মেজর আদামস্ তিন সপ্তাহে তিনটী মাত্র তোপমঞ্চ রচনা করিতে সমর্থ হইলেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, নবাবসেনা কিরূপ সতর্ক দৃষ্টিতে গুলিবর্ষণ করিতেছিল!

চতুর্ব্বিংশতি দিবসে ইংরাজের তোপমঞ্চ হইতে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। তাঁহারা তোপমঞ্চে দুর্গাবরোধের উপযোগী পরাক্রান্ত কামান উত্তোলন করিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু তাহার প্রচণ্ড পীড়নেও দুর্গ-প্রাচীরের কিছুই হইল না!*

দুর্গাবরোধের সমর-কৌশল চিরদিনই একরূপ;—যথাসাধ্য দুর্গমূলের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা। সে চেষ্টা সাধন করিবার জন্য তোপমঞ্চ হইতে নিরন্তর গোলাবর্ষণ করিয়া দুর্গপ্রাচীর ভেদ করিতে হয়, এবং সেনাবল লইয়া সেই রন্ধ্রপথে অথবা প্রাচীরারোহণে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। উধুয়ানালায় আসিয়া মেজর আদামস্ ইহার কোন পথেরই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না! জলগণ্ড অতিক্রম করিতে না পারিলে, সসৈন্য দুর্গমূলে সমবেত হওয়া অসম্ভব; দুর্গপ্রাচীর ভেদ করিতে না পারিলে, দুর্গপ্রবেশ করা সহজ নহে! মেজর আদামস্ যখন উভয়দিকেই নিরাশ হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার শক্তি সামর্থ্য আশা ভরসা, সকলই যেন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। স্বয়ং ম্যালি-সনও ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।†

---

* Even when on the twenty fourth day, opened fire from the three batteries he had construoted, the nearest of which was about three hundred yards from the enemy's intrenchment, he found that though managed with seige guns, the fire produced little or no impression on the massive ramparts which Mir Kasim had thrown up.—*Malleson's Decisive Battles of India*, p. 167.

† Nearer he could not advance his guns, nor on the other face could he move his infantry, for the morass, saturate that time of the year, coverad the position. The difficulties which presented themselves on all sides were, indeed, sufficient to make the bravest despair.—*Malleson's Decisive Battles of India*, p. 167.

এইরূপ "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় অবস্থান করাই কিন্তু ইংরাজ-সেনাপতির সৌভাগ্যের কারণ হইয়া উঠিল। কিছু দিনের মধ্যেই নবাব-সেনা বুঝিতে পারিল, উধূয়ানালা জয় করা ইংরাজের কার্য্য নহে। তখন তাহারা দুর্গরক্ষায় শিথিলযত্ন হইয়া, নৃত্যগীতে চিত্তবিনোদন করিতে লাগিল।* এ দিকে ইংরাজ-সেনাপতি কেবল দুর্গজয়ের চিন্তা লইয়াই নিপুণভাবে সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইংরাজ-সেনাপতির সৌভাগ্যবলে অল্পদিনের মধ্যেই "গোয়েন্দা" মিলিল। মীর কাসিমের পল্টনভুক্ত এক ব্যক্তি নিশাযোগে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া, ইংরাজশিবিরে উপনীত হইল। এই ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে কোম্পানীর সরকারে চাকরী করিত; পরে মীর কাসিমের পল্টনভুক্ত হইয়াছিল। সে মীর কাসিমের লবণ খাইয়াও, তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে সম্মত হইল! ইহার নাম ইতিহাসে স্থানলাভ করে নাই; কিন্তু ইহার পরিচয় দিবার সময়ে সকলেই ইহাকে "ইংরাজ-সৈনিক" বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন!

মেজর আদামস্ উৎফুল্ল চিত্তে বিশ্বাসঘাতক নবাবসৈনিকের গুপ্ত সংবাদ শ্রবণ করিলেন;—জলগণ্ডের সকল স্থান সমান গভীর নহে, এক স্থান পারাপারের যোগ্য। তাহার সন্ধান লইয়া, সৈনিকের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করিলেন না।†

আর মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করা হইল না। সেই রাত্রিতেই ইংরাজসেনা অস্ত্র শস্ত্র মাথায় বহিয়া, বহুকষ্টে জলগণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া, নিঃশব্দে দুর্গমূলে সমবেত হইতে লাগিল। প্রাচীরের বাহিরে যে দুই চারিজন নবাবসেনা নিরুদ্বেগে নিদ্রামগ্ন ছিল, তাহারা প্রবুদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই সঙ্গীণের আঘাতে দেহত্যাগ করিল! ইংরাজ, সেনা নিরুদ্বেগে অপ্রতিহতগতিতে প্রাচীরা-

---

* *Scott's History of Bengal.*
† *Ibid.*

রোহণ করিয়া, দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিবামাত্র সহস্র সহস্র ইংরাজসেনা জল-স্রোতের ন্যায় দুর্গাভ্যন্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। নবাবসেনা নিদ্রা-ভঙ্গে উঠিয়া দেখিল—দুর্গমধ্যে শত্রুসেনা। তাহাদের বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া গেল! বিনা যুদ্ধে কেমন করিয়া দুর্গজয় হইল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, সকলেই পলায়নপর হইল। মীর কাসিমের সেনানায়কগণ অনন্যোপায় হইয়া নবাব-সেনাকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার আশায় পলায়ন-পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। "যে পলায়ন করিবে তাহাকেই গুলি করিয়া মারিব,—যুদ্ধ করিব, প্রত্যাবর্ত্তন করিব না,—প্রাণান্তেও পলায়ন করিব না"—এই সংকল্পে তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু কেহ সে কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন তাঁহারা আত্মসেনার উপরেই গুলিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পলায়ন-পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। সেনার উপর সেনা আসিয়া স্তূপে স্তূপে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে পঞ্চদশ সহস্র নবাব সেনা উধুয়ানালার দুর্গে স্বপক্ষীয় সেনানায়কের কঠোর আদেশে নিহত হইল! * ইহার পর ইংরাজদিগকে আর দুর্গজয়ের জন্য আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। সুমরু, মারকার, আরাটুন প্রভৃতি বিদেশীয় সেনাপতিরা যুদ্ধ করিলেন না। তাঁহারা ইংরাজের হস্তে বিজয়মুকুট সমর্পণ করিয়া মীর কাসিমের জন্য একমুষ্টি চিতাভস্ম লইয়া উধুয়ানালা হতে পলায়ন করিলেন!

ইংরাজলিখিত সামরিক ইতিহাসে ইহাকেই অশ্রুতপূর্ব্ব মহাসমর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে! † মীর কাসিম কিন্তু ইহাকে অন্য রূপে

---

* It was yet barely day-light and the enemy confounded by the suddenness of the attack coming from several quarters, were thrown into inextricable confusion, to add to which, their own guard stationed at the bridge over the Nullah, had orders to fire upon any one attempting to cross, with a view of compelling the troops to resistance, a duty which was performed with fearful effect; a heap of dead speedily blocked up that passage.—*Broome's Bengal Army*, vol. I. 485.

† *Broome's Bengal Army.*

বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন এই কলঙ্ক-কাহিনী শ্রবণ করিলেন, তখন আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না;—তৎক্ষণাৎ (১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ ৯ সেপ্টেম্বর) ইংরাজ-সেনাপতিকে নিম্নলিখিতরূপ পত্র প্রেরণ করিলেন:—

"That for these three months you have been laying waste the King's country with your forces, what authority have you? If you are in possession of any Royal Sunad for my dismission, you ought to send me either the original or a copy of it, that heving seen it, and shown it to my army. I may quit this country, and repair to the presence of his Majesty. Although I have in no respect intended any, breach of public faith, yet Mr. Ellis regarding not treaties or engagements in violaion of public faith, proceeded against me with treachery and night-assaults. All my people then believed that no peace or terms now remained with the English, and that wherever they could be found, it was their duty to klll them. With this opinion it was that the aumils of Murshidabad killed Mr. Amyatt, but it was by no means agreeable to me that, that gentleman should be killed. Ou this account I write; if you are resolved on your own authority to proceed in this business, know for a certainty that I will cnt off the heads of Mr. Ellis and the rest of your chiefs and send them to you.

Exult not upon the suceess which you have gained merely by treachery and night-assaults, in two or three places over a few jamadars sent by me. By the will of God, you shall see in what manner this shall be revenged and retaliated." *

উধূয়ানালার যুদ্ধেই মীর কাসিমের সর্ব্বনাশ সুসম্পন্ন হয়। তিনি নিজে তাহা অস্বীকার করিয়া পত্র লিখিলে কি হইবে? অতঃপর নবাব-সেনা আর ইংরাজের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না!

মীর কাসিমের অনুগ্রহে আরমাণী সেনানায়কগণ ক্ষমতাশালী হইয়া

* Vansitart's Narrative, vol III, 468—369.

উঠিয়াছিলেন। আরাটুন অথবা খোজা গ্রেগরী নামক আরমাণী সেনাপতি মীর কাসিমের দরবারে গর্গিণ খাঁ নামে খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন। মীর কাসিম তাঁহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করিতেন বলিয়া, তোপখানার সমস্ত ভার তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছিল। কোন কোন ইতিহাসলেখক বলেন, তিনি বীরোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন নাই বলিয়াই মীর কাসিমের পরাভব হইয়াছিল। কিন্তু গর্গিণ খাঁ আত্মকর্ত্তব্য পালন করিতে শিথিলতা করিলেন কেন, প্রচলিত ইতিহাসে তাহার কোন উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

গর্গিণ খাঁর ভ্রাতা খোজা পিক্রু বাঙ্গালার ইতিহাসে সুপরিচিত। তিনি সিরাজদ্দৌল্লার সময় হইতেই ইংরাজের হিতাকাঙ্ক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। এক ভ্রাতা ইংরাজ পক্ষে, অপর ভ্রাতা নবাব-দরবারে বর্ত্তমান থাকায়, মেজর আদাম্‌স খোজা পিক্রুঁর সহায়তায় গর্গিণ খাঁকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ কথা অন্য লোকে জানিত না। মেজর সাহেব খোজা পিক্রুঁর উপর কোন কারণে অত্যাচার করায়, তিনি কলিকাতায় ইংরাজদরবারে যে আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতেই ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। * ইহা লোক পরম্পরায় মীর কাসিমেরও কর্ণগোচর হইয়াছিল। গর্গিণ খাঁ তজ্জন্য নির্দ্দয়রূপে নিহত হইয়াছিলেন। গর্গিণ খাঁর সঙ্গে ইংরাজদিগের যেরূপ আত্মীয়তার সূত্রপাত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা তাঁহার সহায়তায় উত্তরকালে আরও অনেক উপকার লাভের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাঁহার হত্যাকাণ্ডে সে পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। †

মীর কাসিমের একান্ত বিশ্বাসভাজন খোজা গ্রেগরী ওরফে গর্গিণ খাঁ

---

* Your petitioner begs leave to observe to this Hon'ble Board, at Ouda Nullah, a place where the enemy had strong works and great forces, your petitioner by direction from Major Adams wrote two letters to Marcar and Arnatoon two Armenian officers, who, amongst others, commanded the enemy's forces.—*Long's Selections*, vol. I, 339.

† His brother commanded the artillery of the Nawab at Patna,

যে সত্য সত্যই ইংরাজদিগের সহায়তা সাধন করিয়াছিলেন, মেজর আদাম্‌স যখন কলিকাতায় তাঁহার হত্যা সংবাদ প্রেরণ করেন, তৎকালে তাহার আভাস প্রদান করিয়াছিলেন! মেজর সাহেবের সেই পত্রখানি এইরূপ :—

"Dear Sir,—We had a report yesterday that Coja Gregory has been wounded some days ago by a party of his Mogul cavalry who mutinied for want of their pay between Sovage Gurree and Nabab Gunj, it just now confirmed by a hurcarra arrived from the enemy with this addition that he died next day and that 40 principal people concerned were put to death upon the occasion; though it was imagined that the Moguls were induced to affront and assault Coja Gregory by Cossim Ally Khan, who begam to grow very jealous of him on account of his good behaviour to the English.

এই সকল ঘটনা সংঘটিত না হইলে—কেবল বাহুবলে উধুয়ানালার সমর জয় করিলে—মেজর আদাম্‌স পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় বীর বলিয়া জয়মাল্য প্রাপ্ত হইতেন। তিনি সামান্য সেনাদল লইয়া, প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়াও, সে সকল যুদ্ধ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে নবাবের সেনানায়কদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া থাকিলেও, মেজর আদাম্‌সের যশঃ কলঙ্কিত হইতে পারে না। "মারি অরি পারি যে কৌশলে"—ইহা একালেরও যুদ্ধনীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং আরমাণী বণিকের সহায়তায় সমর জয় করিয়া থাকিলেও; তাহাতে আরমাণী সেনাপতিরই কলঙ্ক হইতে পারে; ইংরাজ-সেনাপতির পক্ষে তাহা ইতিহাসে গৌরবের কারণ বলিয়াই পরিচিত হইয়াছে।

---

and was subsequently murdered there the Nawab suspecting him of being too friendly to the English. Had he been alive the massacre (of Patna) might have been prevented through his influence.—*Revd Long.*

* *Long's Selections*, **vol. I, 333.**

একবিংশ পরিচ্ছেদ

পাটনার হত্যাকাণ্ড

It is true you have Mr. Ellis, and many other gentlemen in your power; if a hair of their heads is hurt, you can have no title to mercy from the English; and you may depend upon the utmost fury of their resentment, and that they wtll pursue you to the utmost extremity of the earth; and should we unfortunately not lay hold of you, the vengeance of the Almighty cannot fail overtaking you, if you perpetrate so horrible an act as the murder of the gentlemen in your custody.
—*Major Adam.*

উধূয়ানালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, মীর কাসিম উন্মত্তের ন্যায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন! তাঁহার সরল হৃদয় কুটিল পন্থা অবলম্বন করিল। দুই চারিজন বিশ্বাস-ঘাতকের আচরণে প্রতারিত হইয়া, সকলকেই সন্দেহের পাত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; লোকচরিত্র অনুধাবন করিবার শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল! তিনি পাটনার ইংরাজ-বন্দীদিগকে হত্যা করিবার জন্যই কৃতসংকল্প হইলেন।

ইংরাজ সেনাপতি তাঁহাকে এই পাপ সংকল্প হইতে নিরস্ত করিবার জন্য পত্র লিখিলেন; প্রধান অমাত্য আলি ইব্রাহিম খাঁ সমুচিত হিত-বাক্যে মত-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন;—কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া গেল!

মীর কাসিমের মানসিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাকে উন্মত্ত বলিয়া ক্ষমা করিতেই ইচ্ছা হয়। যাঁহাদের বাহুবলের ভরসায় তিনি স্বয়ং সেনাচালনার ভার গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা যখন একে

একে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিতে লাগিলেন, তখন আর মীর কাসিম আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না! * প্রতি দিবসের ঘটনা-প্রবাহে তাঁহার সন্দেহ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল!

আরাব আলি খাঁ নামক একজন বিশ্বাসী সেনানায়কের উপর মুঙ্গের দুর্গের শাসনভার সমর্পণ করিয়া, মীর কাসিম পাটনাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। ইংরাজেরা ১লা অক্টোবর মুঙ্গেরে উপনীত হইলে, নবম দিবস দুর্গাবরোধের পর, কেল্লাদার আরাব আলি খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরাজেরা কেল্লা জয় করিয়া, দুই সহস্র সিপাহী কারারুদ্ধ করিলেন! †

মুঙ্গেরের নবাব-সেনা ইংরাজ-পল্টনে প্রবেশ করিয়া নবাবের বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করিতেও ত্রুটি করিল না! ‡ এই সকল সংবাদ যখন মীর কাসিমের কর্ণগোচর হইল, তখন আর কেহই সাহস করিয়া তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ হত্যাকাণ্ডের আদেশ প্রচার করিলেন।

এই হত্যাকাণ্ডে মীর কাসিমের বীরচরিত্র কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে এসিয়া ও ইউরোপের লোকচরিত্রও বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইলিশ সাহেবের অপরাধের অন্ত ছিল না। তথাপি যখন তিনি এবং তাঁহার সহযোগিগণ জানিতে পারিলেন, তাঁহাদের প্রাণরক্ষার জন্য ইংরাজসেনাপতি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, তখন তাঁহারা অবলীলাক্রমে

---

* The recurrence of such serious disasters had rendered Meer Kossim Khan suspicious of all his officers, and more especially of Goorgeen Khan who was reported to be in communication with the English, through the medium of his brother Aga Pedroos.—*Broome's Bengal Army*, vol. I. 388.

† The English having had Monghyr delivered up to them by the treachery of the Governor, Arab Ali Khan, were advancing fast towards Patna.—*Scott's History of Bengal*, 428—429.

‡ Broome's Bengal Army, vol. I. 390.

লিখিয়া পাঠাইলেন—"তাঁহার দিন ফুরাইয়াছে; তাঁহার পুরুষোচিত ধীরতার সহিত প্রাণদণ্ড গ্রহণ করিবেন; তাঁহাদের একমাত্র প্রার্থনা এই যে—তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার আশায় ইংরাজ-সেনাপতি যেন মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সমরপ্রণালীর কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত না হন।" * জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও এইরূপে স্বদেশের, স্বজাতির কল্যাণ-কামনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামনা বলিয়া ব্যক্ত করিয়া, কত ইংরাজ নরনারী ইংলণ্ডের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ-পরম্পরার অভাব নাই। ইহাতেই ইলিশ সাহেবের সকল পাপ ধৌত হইয়া গিয়াছে, তিনি ইতিহাস-লেখকগণের অকৃত্রিম-শ্রদ্ধালাভ করিয়া অমর রহিয়াছেন।

রাজা রামনারায়ণ, জগৎশেঠ, স্বরূপচাঁদ, রাজনগর নিবাসী বৈদ্যরাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি মান্যগণ্য ইংরাজহিতৈষী পাত্রমিত্রগণ পূর্ব্বেই নির্দ্দয়-রূপে নিহত হইয়াছিলেন! গর্গিণ খাঁ পটমণ্ডপের মধ্যে স্বকীয় শরীর-রক্ষকদিগের অস্ত্রাঘাতেই পঞ্চত্বলাভ করিয়াছিলেন। সেনানায়কদিগের মধ্যে বহুলোকে এইরূপে নিধন প্রাপ্ত হইলে, ইংরাজ বন্দীদিগের মুণ্ডচ্ছেদের আদেশ হইল। সমরু ভিন্ন কেহ তাহাতে অগ্রসর হইল না। সমরু খৃষ্টীয়ান—সে নরাধম দস্যু-তস্করকেও বর্ব্বরতায় পরাজিত করিয়া, নির্ম্মম হৃদয়ে বন্দীদিগের হত্যাকাণ্ডে অগ্রসর হইল! †

---

* Whatever may have been the faults of Mr. Ellis and his advisers, the close of their career was honorable to themselves and the country that produced them; they wrote to Major Adams expressing their conviction that their fate was sealed, and their readiness to submit to it like men, and begging that no consideration for their position might for a moment interfere with the plans or measures of the English commander and his troops.—*Broome's Bengal Army*, p. 388.

† The intelligence of the fall of Monghyr filled up the measure of Meer Kassim's fury, the surrender being attributed to treachery. He now issued the fatal order for the massacre of his unfortunate prisoners but so strong was the feeling in the subject, that none amongst his officers could be found to undertake the office, untill

পাটনার লোমহর্ষণ হত্যাকাহিনী বর্ণনা করিবার ভাষা বোধ হয় আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই! একমাত্র ডাক্তার ফুলারটন ভিন্ন ইংরাজ নরনারী বালক বালিকা কেহই পরিত্রাণ লাভ করেন নাই! ডাক্তার ফুলারটন কিছুমাত্র রচনা-কৌশল বিকাশ না করিয়া, সরল ভাষায় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক বর্ণ হইতে আজিও যেন অশ্রুকণা ফাটিয়া বাহির হইতেছে! নবাবের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যাঁহারা হিন্দু অথবা মুসলমান, তাঁহারা যে এই পাশব কার্য্যে বীর বাহু কলঙ্কিত করিতে সম্মত হন নাই, তাহাই একমাত্র সান্ত্বনার সংবাদ।

সমরুর সেনাদল যখন পাটনার কারাকক্ষের নিকট এই অমানুষিক কার্য্য সম্পাদনের জন্য সমবেত হইল, তখন প্রভাতের তরুণ তপন পূর্ব্বগগনে লোহিত বর্ণে সমুদিত হইয়াছে; সাহেবেরা কেবল চা-পান করিয়াছেন। সেই সময়ে সমরু আসিয়া ইলিশ, হে, এবং লসিংটন সাহেবকে আহ্বান করিল। যিনি বাহিরে আসিতেছেন, তিনিই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন; অল্পক্ষণের মধ্যেই সে কথা অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ইংরাজেরা তখন যাহা নিকটে পাইলেন—শিশি, বোতল চেয়ার, কোচ, ছুরি, কাঁটা—কিছুই পরিত্যাগ করিলেন না; তদ্দারা যথাসম্ভব আত্মরক্ষার আয়োজন করিলেন। তখন সেনাদলের প্রতি আদেশ প্রদত্ত হইল। তাহারা আদেশ পালন করিবার জন্য অগ্রসর হইল বটে, কিন্তু তাহারাও শিহরিয়া উঠিল; তাহারাও নিরস্ত্র দেহে অস্ত্রাঘাত করিতে ইতস্ততঃ করিয়া বলিতে লাগিল;—"এ কি বীরোচিত ব্যবহার—এ যে কেবল কশাইখানার হত্যাকাণ্ড—বন্দীদিগকে অস্ত্র শস্ত্র প্রদান কর; যুদ্ধ না করিলে, কাহারও অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে পারিব না!"

Sumroo offered his services to execute it.—*Broome's Bengal Army*, **vol. I. 390.**

এ ধিক্কারেও নরাধম সমরুর হৃদয় বিচলিত হইল না। সে রোষ-কষায়িত লোচনে গর্জ্জন করিয়া উঠিল; যে সৈনিক ধিক্কার দিয়াছিল, তাহাকে মুষ্ট্যাঘাতে ভূপাতিত করিয়া, পুনঃ পুনঃ উত্তেজনাপূর্ণ বচনে আদেশ প্রদান করিতে লাগিল। * তখন আর কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহিতে পারিল না! পরদিন প্রভাতে এই সকল স্তূপাকার মৃতদেহ কূপমধ্যে নিপতিত হইল। তখন পর্য্যন্তও গলষ্টন্ আহত-কলেবরে জীবিত ছিলেন। সিপাহীরা তাঁহাকে রক্ষা করিবার পরামর্শ করিতেছিল; কিন্তু তাঁহার প্রার্থনায় তাঁহাকেও জীবিত অবস্থায় কূপে নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইল! যাহারা পীড়িত ছিল, তাহারাও রক্ষা পাইল না। ইলিশের শিশু সন্তানের প্রফুল্ল-কুসুম-তুল্য সুকুমার মুখচ্ছবিও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। †

এই হত্যাকাহিনী যখন কলিকাতার ইংরাজ দরবারের কর্ণগোচর হইল, তখন সমস্ত কলিকাতা যেন গভীর বিষাদচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ইংরাজ-দরবারের অধিবেশনে কেহ সহসা হৃদয়-বেগ প্রকাশ করিতে পারিলেন না। রুদ্ধ-কণ্ঠে, বাষ্পাকুললোচনে, হৃদয়-নিহিত প্রতিহিংসা-সাধনেচ্ছায় সকলেই কিয়ৎকাল হাহাকার করিয়া, অবশেষে স্থির করিলেন—"সে মধ্যাহ্নে কেহ জলবিন্দুও স্পর্শ করিবেন না, সকলে সায়ংকালে ধর্ম্মমন্দিরে সমবেত হইবেন; দুর্গপ্রাকারে, রণতরণীতে, ভাগীরথীতীরে, সর্ব্বত্র শোকসূচক কামানধ্বনি হইবে; চতুর্দ্দশ দিবস

---

* Their very executioners, struck with their gallantry, requested that arms might be furnished to them, when they would set upon them and fight them till destroyed, but that this butchery of unarmed men was not the work for Sipahis but for "Hullal Khores". Sumroo enraged, struck down those that objected, and compelled his men to proceed in their diabolical work until the whole were slain.—*Broome's Bengal Army*, vol. I. 339.

† Neither age nor sex was spared, and Sumroo consummated his diabolical villany by the murder of Mr. Ellis' infant child. —*Ibid*.

ইংরাজ-মাত্রেই শোকচিহ্ন ধারণ করিবেন, এবং যে কেহ মীর কাসিমকে ইংরাজ হস্তে সমর্পণ করিতে পারিবে, তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা হইবে।" *

যাঁহারা মীর কাসিমের নিষ্ঠুর রাজাজ্ঞায় এইরূপে অকালে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া, ইংরাজ-রাজশক্তি বিস্তারের উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শবরাশির উপর উত্তরকালে স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপিত হইয়া, অদ্যাপি সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে! উক্ত স্মৃতিচিহ্নে যে ফলকলিপি সংযুক্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে এখনও হৃদয় মন অবসন্ন হইয়া পড়ে; এখনও মীর কাসিমের অমানুষিক অত্যাচার যেন প্রত্যক্ষ ভাবে জাগরিত হইয়া উঠে;—এখনও যেন মনে হয়, হায়! কতদিনে ধরাপৃষ্ঠ হইতে এই সকল পাশবশক্তির উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার চিরদিনের মত দূরীভূত হইবে।

---

* It is therefore agreed and ordered that a general deep mourning shall be observed in the settlement for the space of fourteen days to commence next Wednesday, the 2nd of November.

That the morning of the day shall be set apart and observed as a public fast and humiliation, and that intimation be accordingly given to the chaplains to be prepared with a sermon and forms of prayer suitable to the occasion.

* * * * *

After paying this necessary duty to the memory of our countrymen, we are further aggreed and determined to use all the means in our power for taking an ample revenge on the persons who may have been concorned in this horrid execution, and with a view of detering in future all ranks and degrees of people from ordering or executing such acts of barbarity.

Resolved, therefore, that a Manifesto of the action be published throughout all the country with a proclamation promising an immediate reward of a lack of Rupees to any persons or person who shall seize and deliver up to us Cossim Aly Khan and that he or they shall further receive such other marks of favour and encouragement as may be in our power to show in return for this act of public Justice.—*Long's Selection*. Vol. I. p. 335—336.

মীর কাসিম যতদিন রাজধর্ম্ম পালন করিবার জন্য ইংরাজ-বণিক্-সমিতির অন্যায় উৎপীড়ন হইতে প্রজারক্ষার আশায় প্রাণপণে দেশরক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন, ততদিন ইংরাজ গভর্ণর এবং ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ পর্য্যন্তও তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মীর কাসিমের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত সুবিচার লাভ করিবার কিছুমাত্র বাধা ছিল না। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া, বিলাতে কোর্ট অব-ডিরেক্টারগণ মীর কাসিমেরই পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইলিশ, আমিয়ট প্রভৃতি কলহ-পরায়ণ দুর্দ্ধর্ষ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণকে পদচ্যুত করিয়া, মীর কাসিমের সঙ্গে পুনরায় সখ্য সংস্থাপনের জন্যই আদেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আমিয়টের হত্যাকাণ্ডে সহসা যুদ্ধানল প্রজ্বলিত না হইলে—পাটনার হত্যাকাণ্ডে মীর কাসিমের নৃশংসস্বভাব পরিব্যক্ত না হইলে—ভ্যান্সিটার্টের ন্যায় শুভানুধ্যায়ী ইংরাজ গবর্ণরের কল্যাণে মীর কাসিমের সকল আশাই পূর্ণ হইতে পারিত। কিন্তু ডিরেকটারগণের উক্ত আদেশ ভারতবর্ষে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই মীর কাসিমের জীবন-নাট্যের যবনিকা-পতন সমাপ্ত হইয়া গেল।

* Court's letter dated 8 February 1764, as published in Long's Selections, Vol. I, 370—372.

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

দেশত্যাগ

Conquests are not our aim, and if we can secure and preserve our present possessions in Bengal, we shall rest well-satisfied.—*Courts' letter.*

বিলাতের কোর্ট-অব-ডিরেক্‌টারগণ রাজ্যবিস্তারের জন্য লালায়িত ছিলেন না। রাজ্যলোভে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে, বাণিজ্য বিনষ্ট হইবে;—কষ্ট-সঞ্চিত অর্থে কেবল সেনাদলের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে; হয় ত রণপরাজিত হইলে, ইংরাজের ভারতবাণিজ্য চিরদিনের মত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে! এই আশঙ্কায় বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ প্রথম হইতেই রাজ্য-বিস্তারের বিরোধী ছিলেন। মীর কাসিমের সময়েও তাঁহারা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—"রাজ্য বিস্তার করা তাঁহাদের লক্ষ্য নহে; বঙ্গদেশে বাণিজ্য-বিস্তারের যে সকল অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাহা রক্ষা করিতে পারিলেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত থাকিবেন।" কিন্তু এদেশের ইংরাজমাত্রেই মীর কাসিমকে সমুচিত শিক্ষাদান করিবার জন্য—সম্ভব হইলে তাঁহাকে সশরীরে পিঞ্জরা-বদ্ধ করিবার জন্য—এতদূর দৃঢ়সংকল্প হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, ইংরাজ-সেনা মীর জাফরকে সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়াই নিরস্ত হইতে পারিল না; মুঙ্গের হইতে পাটনা, এবং পাটনা হইতে কর্ম্মনাশা পর্য্যন্ত মীর কাসিমের পশ্চাদ্ধাবন করিবার আয়োজন করিল।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর তারিখে পাটনার লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়! ইংরাজ-সেনা তখনও মুঙ্গেরে অবস্থিত ছিল। তাহারা

১৫ই অক্টোবর তারিখে মুঙ্গের হইতে যাত্রা করিয়া, ২৮এ অক্টোবর তারিখে পাটনার নগরোপকণ্ঠে উপনীত হইল। সহসা নগর আক্রমণ করিবার উপায় ছিল না! মীর কাসিমের আদেশে নগর রক্ষার জন্য সুশিক্ষিত সিপাহী-সেনা প্রস্তুত হইয়াছিল। মেজর আদামস্ অনন্যোপায় হইয়া, নগরাবরোধ করিয়া, তোপমঞ্চ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কার্য্যে বাধা দিবার জন্য নবাবসেনা দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া, পুনঃ পুনঃ ইংরাজ-সেনার উপর আপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের আক্রমণ-কৌশলে ইংরাজ-সেনা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। অবশেষে ইংরাজ-সেনাপতি সকলকে সমর-সভায় সম্মিলিত করিয়া, কর্ত্তব্যনির্ণয়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া হইয়া পড়িলেন। সকলেই অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিয়া, সহিষ্ণু হইবার পক্ষেই অভিমত ব্যক্ত করিলেন। অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিবার বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। ইংরাজ-সেনা উপনীত হইবার পূর্ব্বেই মীর কাসিম সুশিক্ষিত অশ্বারোহী লইয়া, দূরে পলায়ন করিয়াছিলেন। যাহারা দুর্গ-রক্ষায় ব্যাপৃত ছিল, তাহারা সংখ্যায় অল্প ছিল না। যাহারা মীর কাসিমের সহিত দুর্গত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের দ্বারা ইংরাজ-সেনার পশ্চাদ্ভাগ আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা ছিল। উভয় সেনার মধ্যস্থলে অবস্থিত, হইয়া, ইংরাজ সেনাপতি সহসা দুর্গ আক্রমণ করিতে সাহসী হইলেন না। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে আশঙ্কা দূরীভূত হইল। যে অশ্বারোহী-দল মীর কাসিমের সহিত দুর্গত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়া আক্রমণ করিত না; দূর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিত! কেবল দুর্গসেনাই বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইত। সুতরাং ইংরাজ-সেনার পক্ষে সম্মুখে ভিন্ন পশ্চাতে আক্রান্ত হইবার বিশেষ আশঙ্কা ছিল না। শত্রুপক্ষের এই দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া, ইংরাজ-সেনাপতি দুর্গ আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

পাটনার কেল্লা, নগরের পূর্ব্বোত্তরাংশে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। দুর্গপ্রাচীর ৩২ ফিট উচ্চ ছিল; মীর কাসিম তাহার পার্শ্বে মৃৎপ্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাকে যথাসাধ্য সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রাচীরের পাদমূলে ৫০ ফিট প্রস্থ একটি পরিখা বর্ত্তমান ছিল। দুর্গরচনার পারিপাট্য না থাকিলেও, দুর্গরক্ষক সেনাসকলের রণকৌশলের পারিপাট্য ছিল। তাহারা সিংহদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া, তাহার পার্শ্বে প্রাচীর-বেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করিয়াছিল; দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হইলেও, একসঙ্গে অধিক লোক দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার উপায় ছিল না। প্রাচীরের উপর স্থানে স্থানে কামান সংস্থাপিত করিয়া, দুর্গসেনা সতর্কভাবে দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত ছিল! নভেম্বর মাসের প্রথমেই ইংরাজ সেনার গোলার আঘাতে দুর্গপ্রাচীরের দুইটি স্থান ভগ্ন হইয়া যায়। সেই পথে দুর্গ প্রবেশের আশা করিয়া, ইংরাজ সেনাপতি ৬ই নভেম্বর তারিখে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। নবাবসেনা দুর্গরক্ষার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিয়াও, ইংরাজের গতিরোধ করিতে পারিল না। বিপুল বাহুবলে দুর্গে প্রবেশ করিয়া, রণোন্মত্ত ইংরাজসেনানায়কগণ একে একে জীবন বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; তথাপি ইংরাজসেনা ছত্রভঙ্গ হইল না। অবশেষে অধ্যবসায় জয়যুক্ত হইল; নগর ও দুর্গ ইংরাজ সেনার করতলগত হইল; পাটনার মোগলরাজশক্তি চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। মীর কাসিম দুর্গাক্রমণের সংবাদ পাইয়া, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মীর আবু আলি খাঁ এবং বক্‌সী রোসন আলি খাঁকে অশ্বারোহী সেনাদল লইয়া পাটনাভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা পাটনার নিকটবর্ত্তী হইয়া জানিতে পারিলেন, পাটনার মোগল-দুর্গে ইংরাজের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হইয়াছে!

ইংরাজসেনার যাত্রাপথে—কাটোয়ায়, মুরশিদাবাদে, গিরিয়ায়, উধুয়ানালায়, মুঙ্গেরে এবং পাটনায়—মীর কাসিম যে সকল প্রবল বাধায়

সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা একে একে অতিক্রম করিয়া, ইংরাজ যখন পাটনা পর্য্যন্ত অধিকার করিলেন, তখন মীর কাসিমের আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। তখনও তাঁহার শিবিরে ত্রিশ সহস্র দেহরক্ষক সুশিক্ষিত নবাব-সেনা বর্ত্তমান ছিল; তখনও সমরুর সেনাদল এবং মোগল অশ্বারোহীদল মীর কাসিমের আজ্ঞা পালনের জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু কি সেনাপতি—কি সেনাদল, কাহারও আর পূর্ব্ববৎ উৎসাহ বর্ত্তমান ছিল না। তাহারা পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়া, একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল! তাহাদের বাহুবল যেন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে;—তাহাদের রণকৌশল যেন বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে;—তাহাদের সকল আশা যেন তিরোহিত হইয়াছে—সেনাদলের এইরূপ অবস্থার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া, মীর কাসিম দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন! তিনি মহিলাবর্গকে রক্ষা করিবেন বলিয়া, তাঁহাদিগকে রহোতাসের কেল্লায় প্রেরণ করিয়াছিলেন;—তথা হইতেও তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিতে হইল। অবশেষে স্বয়ং সসৈন্য দেশত্যাগ করা ভিন্ন উপায়ান্তর রহিল না!

মীর কাসিমের বিচিত্র কাহিনীর সমালোচনা করিয়া, কোন কোন ইংরাজ ইতিহাস-লেখক লিখিয়া, গিয়াছেন—পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়া, মীর কাসিম নিজেও হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন!" * এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। মীর কাসিম কখনও মনে করেন নাই,—তিনি বাহুবলে ইংরাজের নিকট পরাভূত হইয়াছেন। প্রতি যুদ্ধের পূর্ব্বে তিনি আত্মরক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াই সেনা সমাবেশ করিয়াছিলেন; তাঁহার সেনাদল যাহাতে বাহুবলে পরাভূত হইতে না পারে, তাহার কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি ছিল না। গিরিয়ায় উধুয়ানালায়

* Meer Kasim Khan, overcome by this continued series of disasters, gave himself up to the conviction that fortune had turned against him.—*Broome's Bengal Army, p. 401.*

মুঙ্গেরে, পাটনায়, নবাব-সেনার সম্মুখভাগ বিশিষ্ট ব্যবস্থায় সুরক্ষিত ছিল; যথেষ্ট গোলাবারুদ ও রসদ সংগৃহীত হইয়াছিল; একদলের সাহায্য করিবার জন্য অন্য দল অদূরে সজ্জীভূত থাকিয়া, নবাব সেনার পৃষ্ঠরক্ষার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার কোন ব্যবস্থাই তাঁহার পরাজয়ের গতিরোধ করিতে পারিল না। তাহা কি কেবল ইংরাজের বাহুবলের বীরকীর্ত্তি? মীর কাসিম তাহা স্বীকার করিতেন না। তিনি ইংরাজদিগকে যে শেষপত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও সেই কথা উল্লিখিত আছে। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, মীর কাসিম বুঝিয়াছিলেন—সিরাজদ্দৌলার সময়েও যাহা ঘটিয়াছিল, তাঁহার সময়েও তাহাই ঘটিতেছে! সেই ইংরাজ বণিক্‌—সেই মীর জাফর—সেই জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, কৃষ্ণচন্দ্র—সেই কুটিল-কৌশলময় ষড়যন্ত্র! মীর কাসিম ইহাতেই জ্ঞানশূন্য হইয়া হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইয়াছিলেন! ষড়যন্ত্র চূর্ণ করিয়া, কেবল বাহুবলে ইংরাজের সহিত শক্তি পরীক্ষার অবসর অনুসন্ধান করিয়া, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সেনা-সমাবেশে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। যখন সকল স্থানই ইংরাজকবলে নিপতিত হইল, তখন অযোধ্যা প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তথা হইতে রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা করিবার আশায় মীর কাসিম দেশত্যাগ করেন। সিরাজদ্দৌলা যেমন পাটনা অভিমুখে গমন করিবার সময়ে পথিমধ্যে সহসা ধৃত হইয়া পলায়নপরায়ণ বলিয়া অযথা নিন্দিত হইয়াছেন; মীর কাসিমের অবস্থাও সেইরূপ। তিনি পলায়নের জন্য দেশত্যাগ করিলেন না; দেশোদ্ধারের জন্যই দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। দেশে দাঁড়াইবার স্থান থাকিলে, দেশত্যাগ করিতেন না!

প্রাণভয়ে পলায়নপর হইলে, ইংরাজ-সেনাপতি মীর কাসিমের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য ব্যস্ত হইতেন না। তখন যুদ্ধাড়ম্বর বর্দ্ধিত করা ইংরাজের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। রাজ্য অরাজক; রাজকোষ অর্থহীন, মহারাষ্ট্র-সেনা আক্রমণোন্মুখ; বৃদ্ধ মীর জাফর নামসর্ব্বস্ব নবাব!

এরূপ অবস্থায় ইংরাজের পক্ষে অকারণে যুদ্ধাড়ম্বর বর্দ্ধিত করিবার সম্ভাবনা ছিল না। মীর কাসিম মহিলাবর্গকে রহোতাসগড়ে প্রেরণ করায়, ইংরাজ-সেনাপতি মনে করিয়াছিলেন—অতঃপর রহোতাসগড়ই মীর কাসিমের রাজধানী হইবে; সুতরাং মীর কাসিমের পশ্চাদ্ধাবনের নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল।

মীর কাসিমের পল্টনভুক্ত অনেক সেনা এবং সেনাপতি ইংরাজ-শিবিরে আশ্রয় লাভ করিয়া, ইংরাজের বেতন গ্রহণ করায়, ইংরাজ-সেনাপতির পক্ষে মীর কাসিমের গতিবিধির সন্ধানলাভের সুবিধা উপস্থিত হইয়াছিল। মীর কাসিম সহসা রহোতাসগড় পরিত্যাগ করায়, ইংরাজ-সেনা তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। ইচ্ছার অভাব ছিল না—চেষ্টারও অভাব ছিল না;—কিন্তু সামর্থ্যের অভাবেই ইংরাজ-সেনাপতি মীর কাসিমের গতিরোধ করিতে পারিলেন না।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর তারিখে পাটনার কেল্লা ইংরাজসেনার হস্তগত হয়। ভগ্ন-প্রাচীরের যথাযোগ্য সংস্কার সাধন করিয়া, দুর্গরক্ষার্থ যথোপযুক্ত সেনাসমাবেশ করিযা, সেনাদলের রসদপত্রের যথাসাধ্য সুব্যবস্থা করিয়া, মীর কাসিমের পশ্চাদ্ধাবন করিতে বিলম্ব ঘটিয়া গেল। ১৩ই নভেম্বর ইংরাজ সেনা বাঁকিপুর হইতে ছাউনি ভাঙ্গিয়া, রহোতাস-গড়ের দিকে দ্রুতপদে যাত্রা করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইল। ১৯শে নভেম্বর তারিখে দাউদনগরের নিকটবর্ত্তী হইয়া, ইংসাজ-সেনা সংবাদ পাইল—মীর কাসিম রহোতাসগড় হইতে ধনরত্ন ও মহিলাবর্গকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। কাপ্তান স্মিথ্ তৎক্ষণাৎ মীর কাসিমের পশ্চাদ্ধাবনের আশায় কর্ম্মনাশা-অভিমুখে ধাবিত হইলেন;—সাসিরাম পর্য্যন্ত গমন করিয়া, কাপ্তান সাহেব হতাশ হইয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়া, মীর কাসিম বুঝিয়াছিলেন—তিনি

যাহাদের বীর-বাহুর উপর নির্ভর করিয়া, মুসলমান-শাসনের স্বাধীনতা রক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহারা কেহই মুসলমান-শাসন রক্ষা করিবার জন্য লালায়িত ছিল না। তাহারা কেহ কেহ প্রকাশ্যভাবে বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হইয়াছিল; কেহ বা সঙ্গোপনে ইংরাজের কল্যাণ সাধন করিয়া, আত্মোন্নতির পথ উন্মুক্ত করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা প্রাণপণে মুসলমান-শাসন রক্ষা করিবার জন্য বীরের ন্যায় শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা কেহ মৃত, কেহ বা জীবন্মৃত। এরূপ ক্ষেত্রে বিহার প্রদেশে বসিয়া থাকিলে, সিরাজদ্দৌলার ন্যায় নিহত হইবারই সম্ভাবনা ছিল। তবে কি মুসলমান-শাসন রক্ষা করিবার আশা নাই? মীর কাসিম সহসা সকল আশা বিসর্জ্জন দিতে পারিলেন না। এখনও দিল্লীর নাম বিলুপ্ত হয় নাই! এখনও বাদশাহের নামে মুসলমান হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া থাকে; এখনও অযোধ্যার উজীর মুসলমান-শাসনের শেষ আশা সফল করিয়া, অযোধ্যা-রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছেন।

উজীরের শরণাপন্ন হইয়া, উজীরের সহযোগে বাদশাহের সাহায্য লইয়া, মুসলমান-শাসন পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবার আশায় মীর কাসিম বহুমূল্য উপঢৌকন সহ উজীরের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। অযোধ্যার উজীর সুজাউদ্দৌলা বীর-পুরুষ বলিয়াই সুপরিচিত ছিলেন। তিনি কি বীরের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন না? সুজাউদ্দৌলা বীর হইলেও, স্বয়ং দিল্লীর মুসলমান-শক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, অযোধ্যারাজ্যে আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। ইহাতে যে মুসলমানশক্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, মীর কাসিম সে কথা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখেন নাই। ইংরাজ শিবিরের অতিথি হইয়া, যে বাদশাহ ইংরাজবণিককে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার "দেওয়ানী সনন্দ" প্রদান করিবার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, তিনি যে সময় ও সুযোগ পাইবামাত্র মীর কাসিমকে পরিত্যাগ করিয়া স্বার্থসাধন করিবেন না, সে কথা মীর

কাসিমের মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। উপর্য্যুপরি বিপর্য্যস্ত হইয়া নদীস্রোতে ভাসমান অসহায় মনুষ্যের ন্যায়, মীর কাসিম সামান্য তৃণখণ্ডের আশ্রয়কেও প্রবল আশ্রয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন! সুজা-উদ্দৌলার ব্যবহারেই মীর কাসিমের আশা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

মিত্রলাভ

Meer Kasim Khan received message from Shoojah-oo-Dowla, with an invitation to enter his territory, a promise of protection and support, and a copy of the Koran, in the fly-leaves of which this promise and his safe passport written with Shoojah-oo-Dowla's own hand.—*Broome's Bengal Army.*

কর্ম্মনাশাতীরে উপনীত হইয়া মীর কাসিম অযোধ্যার উজীরের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইলেন। তিনি একখানি কোরাণের আবরণ পৃষ্ঠায় স্বহস্তে মীর কাসিমকে ধর্ম্মভ্রাতা বলিয়া স্নেহ সম্বোধন করিয়া, তাঁহাকে আশ্রয়দানের কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন! মীর কাসিম ইহাতে অতিমাত্র আশান্বিত হইয়া, সপরিবারে অযোধ্যারাজ্যে আশ্রয় গ্রহণের অভিলাসে নদীপার হইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। পাত্রমিত্রগণ এই সংকল্প হইতে মীর কাসিমকে নিরস্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মুসলমান যে কোরাণ স্পর্শ করিয়া মিথ্যা প্রতিজ্ঞায় কাহাকেও প্রতারিত করিতে পারে, তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে অসম্মত হইয়া, বালক সিরাজদ্দৌলা প্রতারিত হইয়াছিলেন! মীর কাসিমও উজীর সাহেবের নিকট হইতে কোরাণ প্রাপ্ত হইয়া, প্রতারিত হইলেন। তিনি ইতস্ততঃ না করিয়া, পাত্রমিত্রের পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া, সপরিবারে অযোধ্যারাজ্যে আশ্রয় গ্রহণের আশায়, বারাণসী-রাজ্যে উপনীত হইলেন। বারাণসীরাজ বলবন্ত সিংহ অযোধ্যার উজীরের প্রধান সামন্ত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি মীর কাসিমকে যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিলেন না!

সেকালে স্বার্থচিন্তাই সর্ব্বত্র প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মীর কাসিম বহু ধনরত্ন লইয়া সপরিবারে, পলায়নপর হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহ-রক্ষক সুশিক্ষিত সেনাদল না থাকিলে, তাঁহার ভৃত্যবর্গই তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইত। সকলেই লুণ্ঠনের সুযোগলাভের প্রতীক্ষায় মীর কাসিমকে নানারূপ পরামর্শ, প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা যে স্বার্থ-প্রণোদিত অলীক পরামর্শ, মীর কাসিম তাহা বুঝিতে পারিয়াই, পাত্র-মিত্রের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সুজা-উদ্দৌলা কখনই প্রতারণা করিতে পারিবেন না। সুতরাং মিত্রলাভে নিরতিশয় উৎফুল্ল হইয়াই মীর কাসিম মিত্র-সন্দর্শনে যাত্রা করিলেন!

ইংরাজ-সেনাপতি মেজর আদমস্ ইহার সন্ধান লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তিনি সহসা অযোধ্যারাজ্য আক্রমণ করিতে সাহসী না হইয়া, দুর্গতি নদীতীরে শিবির সন্নিবিষ্ট করিয়া, সুজা-উদ্দৌলাকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"মীরজাফরই বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার প্রকৃত নবাব; মীর কাসিম রাজবিদ্রোহী—ইংরাজহত্যার অপরাধী—তাঁহাকে আশ্রয়দান করিলে, সুজা-উদ্দৌলার সহিত ইংরাজদিগের কলহ উপস্থিত হইবে?" সুজা-উদ্দৌলা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

ইহার পর মেজর আদমস্ অধিকদিন জীবিত ছিলেন না। সর্ব্বদা শিবিরে শিবিরে পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। পাটনা ও মুঙ্গের পরিদর্শন করিয়া, কলিকাতায় উপনীত হইবার অল্পকালের মধ্যেই, তাঁহার জীবন-বায়ুর অবসান উপস্থিত হইল। ইংরাজ-মণ্ডলীতে হাহাকার পড়িয়া গেল! যে বীরবাহু ইংরাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্ব্বত্র গৌরবলাভ করিয়াছিল, তাহা অকালে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

মীর কাসিম সসৈন্যে অযোধ্যারাজ্যে আশ্রয় লাভ করিয়া, এলাহাবাদে শিবির সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। বাদশাহ তৎকালে উজীরের

আশ্রয়ে লক্ষ্ণৌ নগরে বাস করিতেন। সুজা-উদ্দৌলাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্বয়ং বাদশাহ যাঁহার কৃপাভিখারী হইয়া আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার পদগৌরব সর্ব্বত্রই জয়যুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রোহিলা বীরগণ বাদশাহের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন; সুজা-উদ্দৌলাও বাদশাহকে আশ্রয়দান করিয়াছিলেন। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডের রাজা কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই। তাঁহাকে দমন করিতে না পারিলে, বাদশাহের সিংহাসন লাভের আশা ছিল না। সুজা-উদ্দৌলার প্রধান মন্ত্রী বেণী বাহাদুরের প্রতি বুন্দেলখণ্ডের বিদ্রোহ দমনের ভার সমর্পিত হইয়াছিল। এই সময়ে মীর কাসিম সসৈন্যে এলাহাবাদে উপনীত হইয়া, মিত্র-সন্দর্শনের আশায় যথাযোগ্য আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সুজা-উদ্দৌলা এলাহাবাদে উপনীত হইয়া মীর কাসিমের শিবিরে পদার্পণ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবামাত্র, অভ্যর্থনার আড়ম্বর প্রবল হইয়া উঠিল। বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত মহার্ঘ পটমণ্ডপে সুজা-উদ্দৌলার অভ্যর্থনার জন্য সিংহাসন সংস্থাপিত হইল; সিংহাসন-পার্শ্বে মীর কাসিমের পাত্রমিত্রগণ সমুচিত সমারোহে সজ্জীভূত হইয়া উজীর সাহেবের শুভাগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পটমণ্ডপের দ্বারদেশ হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত মীর কাসিমের সুশিক্ষিত সৈনিকগণ উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, বীরোচিত পরিচ্ছদচ্ছটায় আগমন-পথ উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। সেই পথে সেনাবৃন্দের জয়ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে, দশ সহস্র অশ্বারোহী সেনার অশ্বশ্রেণীর খরখুরোত্থিত ধূলিপটলে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া মহাবীর সুজা-উদ্দৌলা মীর কাসিমের পটমণ্ডপে উপনীত হইলেন। তাঁহাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইয়া, মীর কাসিম বহুমূল্য উপঢৌকন দ্রব্য লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। উভয় পক্ষে শিষ্টাচার প্রদর্শনের ত্রুটি হইল না। বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন মুসলমান-নবাবের

বিভবচ্ছটায় সুজা-উদ্দৌলা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে ধর্ম্মভ্রাতা বলিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে আলিঙ্গন করিলেন। মীর কাসিমের রাজ্যোদ্ধারের আশা প্রবল হইয়া উঠিল। কথাবার্ত্তার পর, উভয় নবাব একটি সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, বাদশাহের শিবিরে উপনীত হইয়া, যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শন করিয়া, উপঢৌকন দ্রব্যে দিল্লীশ্বরের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। তৎকালে যে তিন জন মুসলমান বীর আর্য্যাবর্ত্তে মুসলমান-শাসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন, তাঁহারা এইরূপে একত্র মিলিত হইয়াছেন শুনিয়া, ইংরাজ-মণ্ডলীতে আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিল।

এই সময়ে ইংরাজদিগের অদৃষ্ট-গগন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। মেজর আদম্‌সের পরলোকে গমনের পর, ইংরাজ-সেনামণ্ডলী বিদ্রোহ ঘোষণা করিযাছিল? বিহার-বিজয় সুসম্পন্ন হইবামাত্র, মীর জাফর ইংরাজ সেনাদলকে পুরস্কার দানের জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন। বিহার-বিজয় সুসম্পন্ন হইয়া গেল; মীর কাসিম গৃহতাড়িত হইয়া অযোধ্যারাজ্যে পলায়নপর হইলেন; বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার সকল স্থানে মীর জাফরই একমাত্র নবাব বলিয়া ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল;—তথাপি ইংরাজ সেনাদল প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রাপ্ত হইল না। ইহাতে প্রথমে "গোরা-লোগ" তাহার পর "কালা-সিপাহী", বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ইহাই প্রথম "সিপাহী-বিদ্রোহ"। এই বিদ্রোহ দমন করিতে মীর জাফর ও ইংরাজ বণিক্ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যখন প্রতিশ্রুত পুরস্কার বিতরণ করিয়া কোনরূপে বিদ্রোহ শান্ত করা হইল, তখনও ইংরাজ-সেনার প্রতি সেনানায়কগণের অবিচলিত বিশ্বাস পুনরাগত হইল না। তাঁহারা সেনাদলকে নানাপ্রকারে বিভক্ত করিয়া, তাহাদিগকে নানাস্থানে সংস্থাপিত করিয়া, একত্র মিলিত হইবার অবসর দূর করিয়া দিলেন। এই বিশ্বাসঘাতক সেনাদলকে স্বপক্ষে আকর্ষণ করিবার জন্য মীর কাসিমের গুপ্তচরগণ না না ছদ্মবেশে ইংরাজ-শিবিরে গতিবিধি করিয়া,

ইংরাজ-সেনাপতির বিভীষিকা প্রবল করিয়া তুলিতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় মীর জাফর ভিন্ন ইংরাজের অকৃত্রিম সুহৃদের সংখ্যা অধিক ছিল না। যে বিদ্যায় মীর জাফর ইতিহাস-বিখ্যাত, সেই বিদ্যাই এক্ষণে ইংরাজ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

মীর জাফর স্বদেশদ্রোহী বলিয়া চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার রণকৌশল ও মন্ত্রণাকৌশল বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। কৌশল প্রয়োগে মীরজাফর সিদ্ধহস্ত ছিলেন; তাঁহার মন্ত্রণাদাতা মহারাজা নন্দকুমার কুটিল কৌশলের উষ্ণ প্রস্রবণ বলিয়াই ইতিহাসে সুপরিচিত। সুতরাং কৌশল প্রয়োগের ত্রুটি হইল না। যে কৌশল উদ্ভাবিত হইল, দেশকালপাত্রের বিচার করিলে, তাহাকে অব্যর্থ কৌশল বলিয়াই ব্যক্ত করিতে হইবে। মীর জাফর গোপনে সুজা-উদ্দৌলার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন; মীর সমস্‌উদ্দীন নামক গুপ্তচরের যোগে মীরজাফর এবং সুজা-উদ্দৌলার মধ্যে পত্র-বিনিময়ের সূত্রপাত হইল। ইহাতে বেণী বাহাদুর নিরতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া, বাদশাহের দরবারে নানা ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া, বাদশাহকে মীর জাফরের পক্ষভুক্ত করিয়া তুলিলেন। মীর জাফর রাজ্য লাভে উৎসাহযুক্ত; মীর কাসিম একাকী; মীর ইংরাজসেনার বাহুবলে দুর্দ্ধর্ষ। সুতরাং মীর কাসিমকে পরিত্যাগ করিয়া, মীরজাফরের সহায়তা সাধন করিলেই বাদশাহের পক্ষে সহজে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইতে পারে। মীর জাফরের এই সকল প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া, বাদশাহ এক সনন্দ দান ও খেলাত দান করিয়া, রাজা সিতাব রায়কে মীর জাফরের নিকট প্রেরণ করিলেন। মীর জাফর সকল যুদ্ধেই ইংরাজদিগের সাহায্যে উপর্য্যুপরি বিজয়লাভ করিয়াছেন, তাহাতে যে বাদশাহ অতিমাত্র আনন্দলাভ করিয়াছেন, সে কথাও পত্রমধ্যে উল্লিখিত হইল। এদিকে মীর কাসিমের সহিত শিষ্টাচারও পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। মীর কাসিম মিত্রলাভ করিয়াও এইরূপে প্রতারিত

হইয়া, কৌশলজাল বিস্তার করিতে ত্রুটি করিলেন না। তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া, দরবারের পাত্রমিত্রগণকে হস্তগত করিতে লাগিলেন। মীরজাফরের মুখের কথা, মীর কাসিমের স্বর্ণমুদ্রা;—ওমরাহগণ মুখের কথায় প্রলুব্ধ হইয়াও, স্বর্ণমুদ্রার মর্য্যাদা-রক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। *

বাদশাহের দরবারে আপাততঃ মীর কাসিমের পক্ষই প্রবল হইয়া উঠিল। তাহার জন্য মীর কাসিমকে যেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় করিতে হইল, তাহাতে তাঁহার রাজকোষ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া, মীর কাসিম কৃপণতা করিলেন না। আশায় উৎফুল্ল হইয়া, যে যাহা বলিতে লাগিল, মীর কাসিম তাহাতেই সম্মত হইলেন। অবশেষে স্থির হইল—বুন্দেলখণ্ড পরাভূত না হইলে, বাদশাহ বা উজীর কাহারও পক্ষে মীর কাসিমের রাজ্যোদ্ধারের জন্য যুদ্ধযাত্রা করা অসম্ভব। অবসর প্রাপ্ত হইলে, বুন্দেলখণ্ডের রাজা অযোধ্যা-রাজ্য আক্রমণ করিতে পারেন। অগ্রে তাহার ব্যবস্থা না করিয়া, মীর কাসিমকে সাহায্য দান করা অসম্ভব।

ইহাতে সমধিক কালবিলম্ব ঘটিবার আশঙ্কা ছিল; কুচক্রী বেণী বাহাদুর যে সহজে বুন্দেলখণ্ড পরাভূত করিতে পারিবেন, তাহারও বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। মীর কাসিম দেখিলেন—তিনি স্বয়ং সসৈন্যে বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিলে, সহজেই বিজয় লাভ করিতে পারেন। সুতরাং তিনি বুন্দেলখণ্ড জয় করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিতে সম্মত

---

* Thus the Emperor and the Nawab Vuzier were at the same time in communication with, and pledged to both the opposite parties and it appeared doubtful for sometime which side they would finally espouse—a circumstance that coupled with the earnest entreaties of Meer Jaffier Khan, who was very sanguine in his expectations on this subject had so long retained the English inactive.—*Broome's Bengal Army*, p. 427,

হইবামাত্র, বাদশাহ তাঁহাকেই সেনাপতি পদে নির্ব্বাচিত করিলেন। সিংহাসনে অরোহণ করিবার পূর্ব্বে, মীর কাসিম অসি-হস্তে সেনা-চালনা করিতেন; সিংহাসন-বিচ্যুত হইয়া আবার অসি-হস্তে সেনা-চালনায় অগ্রসর হইলেন। মীর কাসিম ইংরাজের ইতিহাসে রণভীরু বলিয়া পরিচিত হইলেও, রণভীরু ছিলেন না। তিনি অতি অল্পকালেই বুন্দেলখণ্ডে জয়লাভ করিয়া, বাদশাহের নিকট উপনীত হইলেন।

তখন আর মীর কাসিমকে প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় রহিল না। অগত্যা তাঁহার সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করিয়া, সুজা-উদ্দৌলা বিহার বিজয়ের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নবাব-সেনা গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া, বিহারে পদার্পণ করিবামাত্র, মীর কাসিম প্রতি মাসে একাদশ লক্ষ মুদ্রা "তনখা" প্রদান করিবেন; স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে, বাদশাহের প্রাপ্য রাজকর প্রদান করিবেন; উজীর সাহেবকে প্রয়োজন অনুসারে সেনা-সাহায্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন;—এই মর্ম্মে উভয় পক্ষে সন্ধিসংস্থাপিত হইলে, বিহার প্রদেশ আক্রমণ করিবার জন্য আয়োজন আরম্ভ হইল। তজ্জন্য নবাব-সেনা বারাণসী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

বিজয় যাত্রা

The Moguls, who are the only good horsemen in the country, can never be brought to submit to the ill-treatment they receive from gentlemen wholly unacquainted with their language and customs.—*Major Carnac.*

মেজর কার্ণাক প্রধান সেনাপতি-পদে নিয়োগ লাভ করিয়া ইংরাজ-শিবিরে উপনীত হইবামাত্র, ইংরাজ-সেনার সংস্কারসাধনে কৃতসংকল্প হইযাছিলেন। অশ্বারোহী মোগল-সেনাই সেকালের ইংরাজ-সেনার মুখপাত্র বলিয়া পরিচিত ছিল। ইংরাজ-সেনানায়কগণ স্বভাব-সুলভ ঔদ্ধত্য বশতঃ অনেক সময়ে তাহাদিগের প্রতি অকারণে অসদ্ব্যবহার করিতেন। তাহারাও তাহার যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর দানে শৈথিল্য করিত না। ইহাতে ইংরাজশিবিরে সর্ব্বদা কলহ উপস্থিত হইত। মেজর কার্ণাক ইহার প্রতিকার সাধনের অভিপ্রায়ে মীর মেহেদী খাঁকে মোগল অশ্বারোহীদলের অধিনায়ক নিযুক্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

মীর মেহেদী খাঁ পাটনার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি মীর কাসিমের বেতন গ্রহণ করিযাও, মীর কাসিমের পক্ষ ত্যাগ করিয়া মীর জাফরের পক্ষ গ্রহণ করিরাছিলেন। এই কারণে কলিকাতার ইংরাজ-দরবার তাঁহার নিয়োগে আপত্তি উত্থাপিত করিলে, মেজর কার্ণাককে নিরস্ত হইতে হইল। কিন্তু এই উপলক্ষে তিনি ইংরাজ-সেনানায়কগণের উদ্ধত স্বভাবের বিরুদ্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে স্থান প্রাপ্ত হইয়া, চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

মেজর কর্ণাক বক্সারের নিকট শিবির সংস্থাপিত করিয়া আক্রমণের প্রতীক্ষায়, রসদ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন; রসদের অভাবই প্রধান অভাব বলিয়া প্রতিভাত হইল। বলবন্ত সিংহ নবাব-সেনার জন্য রসদ সংগ্রহ করায়, ইংরাজ-সেনাপতির পক্ষে রসদ সংগ্রহ করা সহজ হইল না। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় খাদ্যদ্রব্য অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিল। মীর কাসিমের অনুচরগণ মূল্যবৃদ্ধির ত্রুটি করিল না; মহারাজ নন্দকুমার অতিরিক্ত লাভের লোভে ইংরাজ-সেনার খাদ্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্য করিয়া তুলিলেন। *

এরূপ অবস্থায় সহসা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিবার উপায় রহিল না। নবাবসেনা অগ্রসর হইতে লাগিল; ইংরাজ-সেনা শিবিরে বসিযাই দিন গণনা করিতে লাগিল। কলিকাতার ইংরাজ-দরবার অযোধ্যার উজীরকে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি যে মীর কাসিমের রাজ্যোদ্ধারের জন্য ইংরাজের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করিয়া, কলিকাতার ইংরাজ-দরবার লিখিযা পাঠাইলেন—"উজীর সাহেব সত্যসত্যই সমরলোলুপ হইয়া থাকিলে, তিনি বিহারে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই যেন তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করা হয়।"

ইংরাজ-সেনাপতি অনন্যোপায় হইয়া, সমরসভার শরণাপন্ন হইলেন। সে সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, কেহই রসদ সংগ্রহ না করিয়া শত্রুরাজ্য আক্রমণ করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহারা বরং পাটনাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এই সকল কারণে, এপ্রিলমাসের প্রথমেই ইংরাজ-সেনা পাটনাভিমুখে বাধিত

---

* There appears good reason to believe that Nanda Kumar the infamous but able minister of Meer Jaffer Khan was deeply concerned in creating and profiting by the scarcity.—*Bengal Army*, p. 429.

হইল। ইহাতে ইংরাজ শিবিরের সিপাহিগণ ইংরাজ-সেনাপতিকে রণভীরু বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। পাটনায় শিবির সংস্থাপন করিবার পর একটি ঘটনায় মেজর কার্ণাক সিপাহীদিগের নিকট নিরতিশয় লজ্জা প্রাপ্ত হইলেন। সে দিন সেনাপতি মহাশয় প্রাতরাশের পর পটমণ্ডপে বসিয়া তাসক্রীড়ায় লিপ্ত ছিলেন। এমন সময়ে শত্রুসেনা তাঁহার পটমণ্ডপের সম্মুখে উপনীত হইবামাত্র, সেনাপতি মহাশয়, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া সিপাহীদিগের পটমণ্ডপে প্রবেশ করায়, সিপাহিগণ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। ইহার জন্য সেনাপতি মহাশয়কে যথেষ্ট গঞ্জনাভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি গুপ্তচরনিয়োগের জন্য মাসে মাসে প্রচুর অর্থপ্রাপ্ত হইতেন। তথাপি শত্রুসেনা এরূপ অলক্ষিতভাবে তাঁহার পটমণ্ডপের সম্মুখীন হইল কেন? ইহাতে কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন—সেনাপতিমহাশয় গুপ্তচরের বেতনের তঙ্কা গোপনে আত্মসাৎ করিতেন।

ইংরাজ সেনাপতি যুদ্ধের প্রথম উপক্রমেই পাটনাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করায় মীর কাসিমের সেনাদলের পক্ষে অগ্রসর হইবার অবসর উপস্থিত হইল। তাহারা পাটনা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া ইংরাজ-শিবির অবরোধ করিল। পাটনার পশ্চিমস্থ সমস্ত প্রদেশ বিনা যুদ্ধেই মীর কাসিমের করতলগত হইল।

প্রায় একমাসকাল নবাব-সেনা ইংরাজ-শিবির অবরোধ করিয়া বসিয়া রহিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কেহ কাহারও পরাজয় সাধন করিতে পারিল না। একদিন সুজা-উদ্দৌলা সসৈন্যে ইংরাজ-শিবির আক্রমণ করিলেন। সেদিন বড় বিষম দিন। প্রভাত হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত রণকোলাহল শান্ত হইল না। উভয় পক্ষের বীরবৃন্দ রণকৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল; সিপাহীসেনার প্রবলপ্রতাপে ইংরাজের লজ্জা রক্ষা হইল। সে দিন সুজা-উদ্দৌলা যেরূপ বীরপ্রতাপে পুনঃ পুনঃ

ইংরাজ শিবির আক্রমণ করিয়াছিলেন, মীর কাসিম সেইরূপ প্রবল প্রতাপে সহায়তা সাধন করিতে পারিলে, সেই দিনই পাটনা মীর কাসিমের করতলগত হইত; ইংরাজ-শক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হইত। কিন্তু ঘটনাচক্রে সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হইয়া গেল। অবশেষে বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইলে, মীর কাসিমকে বক্সারে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিতে হইল। *

মীর কাসিমের অর্থবলই যে প্রধান বল, ইংরাজগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া, নানা কৌশলে মীর কাসিমকে অর্থহীন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর অর্থাভাবে অবসন্ন। তাঁহাকে অর্থের সন্ধান প্রদান করিলে, তিনি ছলে বলে কৌশলে মীর কাসিমের নিকট অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন;—এই আশায় ইংরাজ গভর্ণর দিল্লীশ্বরকে প্রথমেই এক পত্র লিখিয়াছিলেন। † তাহাতে মীব কাসিমের আপাততঃ কোন অনিষ্ট ঘটিল না। বরং দিল্লীশ্বর সন্ধিস্থাপনের জন্যই যথাসাধ্য যত্ন করিলেন। কিন্তু ইংরাজ-সেনাপতি, সমরু ও মীর কাসিমকে প্রাপ্ত না হইলে কিছুতেই সন্ধি করিবেন না বলিয়া কৃতসংকল্প হইবার জন্যই

* এই যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া মেজর কার্ণাক কলিকাতায় ইংরাজ-দরবারে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার একাংশ এইরূপ :—

All the principal officers distinguished themselves in their respective stations, and I can not say too much of the good behaviour of the army in general and particularly of the Sepahis, who sustained the front of the attack.

† May it please your Majesty, Meer Kasim has carried away with him the money due to the Imperial Court, which was collected in the Treasury together with all the riches of the country, I hope and trust that your Majesty will take from him the balances due to the Court. From the time of Meer Kasim's expulsion Meer Jaffer Khan has been heartily ready to obey your commands, and we Englishmen are strict allies to him and obedient servants of your Majesty, but Mahamud Jaffer Khan is exhausted by the expenses of the present war, and the country is ruined by the violences and oppressions of Meer Kasim.—Letter from Governor to the King of Delhi.

সন্ধি হইল না। দিল্লীশ্বর বা অযোধ্যার উজীর শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিলে, সহজেই সন্ধি হইতে পারিত।

সুজা-উদ্দৌলা পাটনা পরিত্যাগ করিলেও, ইংরাজ-সেনা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল না। মেজর কার্ণাক অতিমাত্র ভীত হইয়া, কলিকাতার ইংরাজ দরবারের আজ্ঞাপালনে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। একে বর্ষাকাল, তাহাতে সেনার সংখ্যা অধিক নহে; তাহাতে আবার সেনা দলের বিদ্রোহোন্মুখ অবস্থা;—এই সকল কারণে মেজর কার্ণাক অগ্রসর হইতে অসম্মত। কলিকাতার ইংরাজ-দরবার তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহারা সম্মুখে অগ্রসর হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, মেজর কার্ণাক সমরসভা আহ্বান করিলেন; এবং অধিকাংশের অভিমতে যুদ্ধ-যাত্রার জন্যই আদেশ প্রচার করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাকে কিন্তু যুদ্ধ করিতে হইল না। শীঘ্রই পদত্যাগ করিয়া, মেজর মনরো নামক বীর-পুরুষের জন্য বিজয়কীর্ত্তি চিরসঞ্চিত রাখিয়া, কলিকাতায় গমন করিতে হইল।

মেজর মনরো যখন ইংরাজ-শিবিরে উপনিত হইলেন, সুজা-উদ্দৌলা তখন বক্‌সারে বর্ষাযাপনের আয়োজন করিয়াছেন। সে সময়ে সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিবার উপায় ছিল না। একে বর্ষাকাল, তাহাতে খাদ্যদ্রব্যের অসদ্ভাব, তাহাতে আবার বাট্টা লইয়া সেনাদল বিদ্রোহো-ন্মুখ। কি গোরা কি সেপাহী সকলেই ইহাতে লিপ্ত ছিল। সিপাহী দিগের অসন্তোষের কারণ আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার সময়ে তাহারাই সর্ব্বাগ্রে সংস্থাপিত হইয়া থাকে; অথচ বাট্টা পাইবার সময় উপস্থিত হইলে তাহারা সুবিচার লাভ করে না। মেজর মনরো বিদ্রোহের মূল কারণ বিদূরিত করিয়া, সুশিক্ষায় এবং সুশাসনে সেনাদলকে যুদ্ধোপযোগী করিবার জন্য পাটনায় বসিয়াই বর্ষা অতিবাহিত করিলেন।

এ দিকে নবাব-শিবিরেও বর্ষাকাল সুখের কাল বলিয়া পরিচিত হইতে পারিল না। বর্ষার প্রবল প্রতাপে সমরকোলাহল নিরস্ত হইলেও, নবাব-শিবিরে কলহকোলাহল প্রবল হইয়া উঠিল। একটি মাত্র সংকীর্ণ শিবিরে তিনজন প্রবল পরাক্রান্ত স্বাধীন নরপতির দীর্ঘকাল একত্র অবস্থান সুখকর হইবার পক্ষে বাধা-বিঘ্নের অভাব ছিল না। সকলেরই কুচক্রী পাত্রমিত্র সর্ব্বদা তুচ্ছ বিষয় লইয়া পরস্পরের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হইয়া শান্তিভঙ্গ করিতেন। যুদ্ধ-কালে গৃহকলহ নীরবে ঘনীভূত হইতেছিল। বর্ষাকালে তাহাই প্রবলবেগে ঈর্ষাদ্বেষ বর্ষণ করিতে লাগিল। এক পটমণ্ডপ হইতে অন্য পটমণ্ডপে কত তুচ্ছ কথা বিপুলাকার ধারণ করিয়া মুখে মুখে বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। অবশেষে সুজা-উদ্দৌলা শুনিলেন—মীর কাসিম না কি পাটনার যুদ্ধে আশ্রয়-দাতা সুজা-উদ্দৌলাকেও হত্যা করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিলেন! এমন মিথ্যা কথায় অন্য কেহ আস্থা স্থাপন করিত না; কিন্তু বিশ্বাসঘাতক সমরু এই কথা ব্যক্ত করায়, উজীর সাহেব মীর কাসিমের প্রতি মনে মনে বিলক্ষণ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। শাহজাদা শাহ আলম অধিক দিন সমর শিবিরে অবস্থান করিয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিযা-ছিলেন। তিনি গোপনে গোপনে ইংরাজ-সেনাপতির সহিত সন্ধি-সংস্থাপনের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মীর কাসিমের শেষ আশা এইরূপে সমূলে উন্মূলিত হইবার উপক্রম হইল। তিনি তাহার সন্ধান লাভ না করিয়া বর্ষাকালে শিবিরে বসিয়া সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া রহিলেন!

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ভাগ্য-বিপর্য্যয়

As a last resource Meer Kasim Khan endeavoured to work upon the feeling of shame in the breast of Shooja- oo-Dowlah, and assuming the garb of a *fakeer* he seated himself outside his tent with the few of his still faithful adherents clad in like manner.—*Take Bengal Army.*

কি উদ্দেশ্যে সুজা-উদ্দৌলা মীর কাসিমকে ধর্ম্মভ্রাতা বলিয়া স্নেহ সম্বোধন করিয়া পরম সমাদরে আশ্রয়দান করিয়াছিলেন, তাহা অধিক দিন লুকায়িত থাকিতে পারিল না। তিনি যে লাভের লোভেই এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রথমে মনোমালিন্য, তাহার পর অবহেলা, অবশেষে প্রকাশ্যভাবে ভর্ৎসনার সূত্রপাত হইল। মীর কাসিম সেনাদলকে তন্‌খা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। যখন প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, তখন প্রতিশ্রুতি-পালনের সামর্থ্য ও সম্ভাবনা ছিল, তখনও রাজকোষ অর্থশূন্য হয় নাই, তখন পাটনা অধিকার করিবামাত্র বিহার-প্রদেশের রাজকর প্রাপ্ত হইবার আশা ছিল। পাটনা অধিকার করিতে না পারায়, সে আশা নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছিল,—বাদশাহকে, উজীর সাহেবকে, উভয়ের পাত্র-মিত্রগণকে উৎকোচ দান করিতে গিয়া রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও মীর সোলেমান নামক বিশ্বাস ঘাতক ধনরক্ষক অপহরণ করিয়া, সুজা-উদ্দৌলার শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মীর কাসিম অনন্যোপায় হইয়া, সুজা-উদ্দৌলার নিকট বিচারপ্রার্থী

হইলেন। তিনি অপহৃত ধনরত্নের অংশ গ্রহণ করিয়া, সোলেমানের বিচার করিলেন না; বরং তন্‌খার টাকার জন্য মীর কাসিমকেই ভৎর্সনা করিয়া বিদায় দান করিলেন। মীর কাসিম সম্ভ্রান্ত—শরণাগত—অতিথি—ধর্ম্মভ্রাতা। সুজা-উদ্দৌলা স্বার্থচিন্তায় মতিভ্রান্ত হইয়া, ইহার কোন কথাই ভাবিয়া দেখিলেন না। আপন পটমণ্ডপে প্রত্যাগত হইয়া; মীর কাসিম আর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না; অভিমানে—মর্ম্মবেদনায়—হতাশ্বাসে—তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি অনুগত ভৃত্যবর্গের সহিত ফকিরের জীর্ণকন্থা পরিধান করিয়া, দীনবেশে পটমণ্ডপের দ্বারদেশে উপবেশন করিলেন। যে দেখিল, কেহই অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না; সকলেই সুজা-উদ্দৌলাকে ধিক্কার করিতে লাগিল। অগত্যা স্বয়ং মীর কাসিমের নিকট উপনীত হইয়া সুজা-উদ্দৌলা তাঁহাকে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিলেন। কিন্তু অধিক দিন লজ্জা রক্ষা করিবার উপায় রহিল না। কপর্দ্দকশূন্য সিংহাসনবিচ্যুত নাম-সর্ব্বস্ব নবাব সাজিয়া, মীর কাসিম শান্ত হইতে পারিলেন না। তিনি ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মীর কাসিম সমরুর সেনাদলকে বিদায় দান করিতে প্রস্তুত হইলেন। ইউরোপীয় প্রণালীতে সমরশিক্ষায় সুশিক্ষিত হইলে, এদেশের লোক ইউরোপের লোকের সমকক্ষ হইতে পারে কি না, তাহার পরীক্ষা করিবার জন্য মীর কাসিম কত যত্নে, কত অর্থব্যয়ে যে সেনাদল সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাদিগকে অর্থব্যয়ে বিদায় দান করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল;—দুরাচার সমরু তাহাতে বিচলিত হইল না। সে পূর্ব্বেই গোপনে গোপনে সুজা উদ্দৌলার শরণাগত হইয়াছিল; মীর কাসিম বিদায় দান করিলে, অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সুজা-উদ্দৌলার শিবিরে আশ্রয় লাভ করিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল। সে অস্ত্র শস্ত্র প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত হইল না; উদ্ধত বাক্যে বলিয়া

উঠিল—"যে রাখিতে না পারে, অস্ত্র শস্ত্র তাহার হস্তে শোভা পায় না!" মীর কাসিম সজলনয়নে চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার শিবির হইতে ছাউনী উঠাইয়া সমরুর সেনাদল সুজা-উদ্দৌলার শিবিরে ছাউনী ফেলিতে আরম্ভ করিল;—একজন পদাতিক, এমন কি একজন ভেরীবাদকও মীর কাসিমকে সেলাম করিতে চাহিল না!

ইহার উপর ভদ্রতার সূক্ষ্ম আবরণ উন্মুক্ত হইয়া গেল। সুজা-উদ্দৌলার আদেশে সমরুর সেনাদল আসিয়া মীর কাসিমের পটমণ্ডপ অবরুদ্ধ করিল। চারিদিকে হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠিল; কেহ তাহাতে কর্ণপাত করিল না। সকলে মিলিয়া মীর কাসিমকে বন্দীবেশে টানিয়া লইয়া গেল;—পটমণ্ডপ লুণ্ঠিত হইল;—মহিলাবর্গের বস্ত্রাভ্যন্তরেও তস্করের কঠোর হস্ত প্রসারিত হইল;—দেখিতে না দেখিতে, মীর কাসিমের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়া গেল। এই লুণ্ঠন-ব্যাপারে একজন ভিন্ন মীর কাসিমের অনুগত ভৃত্যবর্গও বিশ্বাসঘাতকতা করিতে ত্রুটি করিল না। কেবল একজন—তাহার নাম ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে—কেবল একজন—শেখ মহম্মদ অমুর—কিছু ধনরত্ন লইয়া গোপন পথে রোহিলাখণ্ডে পলায়ন করিয়া, মীর কাসিমের পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিয়া, তাঁহার মুক্তিলাভের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এদিকে সুজা-উদ্দৌলা বক্সারে বসিয়া নৃত্যগীতে চিত্তবিনোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; মেজর কার্ণাকের ব্যবহারে ইংরাজশক্তির দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া, সুজা-উদ্দৌলা আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইলেন না। মেজর মনরো তাহার সন্ধান লাভ করিয়া যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন।

আরার নিকটে উপনীত হইবামাত্র ইংরাজবাহিনী বাধা প্রাপ্ত হইল। নবাবের অশ্বসেনার প্রবল পরাক্রমে ইংরাজ-সেনা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। সম্মুখে অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, পশ্চাতে প্রত্যাবর্ত্তন করাও কঠিন হইয়া উঠিল। ইংরাজ-সেনানায়কগণ অশ্ব-সহ নালা উল্লঙ্ঘন

করিয়া, কোনরূপে প্রাণরক্ষা করিলেন ;—উল্লম্ফনে অনভ্যস্ত মোগল-অশ্বারোহী তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিল না! বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়াই নবাব-সেনার সর্ব্বনাশ হইল। ইংরাজ-সেনা লাঞ্ছিত হইয়া, সমধিক সতর্কভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধোন্মুখ ভাবে, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বক্সরের নিকটবর্ত্তী হইল। সে দিন পরিশ্রান্ত ইংরাজ-সেনাকে আক্রমণ করিতে পারিলে, ইংরাজের সর্ব্বনাশ হইত। সুজা-উদ্দৌলা সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া, ইংরাজ-সেনাদলে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল ; কিন্তু সুজা-উদ্দৌলা সে দিন আক্রমণ না করিয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করায়, ইরাজ-সেনা বিশ্রাম লাভের অবসর প্রাপ্ত হইল। সে রজনীতে ইংরাজশিবিরের সেনা-নায়কগণ বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতে পারিলেন না ;—সমরসভায় মিলিত হইয়া, তর্কবিতর্কে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতেই রজনী প্রভাত হইয়া গেল।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর তারিখে, রজনী প্রভাত হইবামাত্র নবাব-সেনা দলে দলে শিবির হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। সে দিন ইংরাজ-সেনা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না ; কিন্তু সেনাপতির আদেশে তাহাদিগকে সজ্জীভূত হইতে হইল। প্রথমে উভয় পক্ষ দূর হইতে কামান ছাড়িয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল। পরে শত্রু মিত্র পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া, মহা সমরে মিলিত হইয়া গেল। সুজা-উদ্দৌলা বিজয়-লাভের আশায় উৎফুল্ল ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার পটমণ্ডপ ধনরত্ন, মহিলাবর্গ সমস্তই শিবিরে রাখিয়া, তিনি নিশ্চিন্ত হৃদয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কেবল কি ভাবিয়া মীর কাসিমকে মুক্তি দান করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বিস্ময়ের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। মীর কাসিম মুক্তি লাভ করিয়া, শিবির ত্যাগ করিবার পরই, কামান গর্জ্জনের সূত্রপাত হয়। সেদিন মোগল-সেনানায়কগণ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; ইংরাজ-সেনানায়কগণও রণকৌশলের

পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইংরাজসেনার জয় লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না;—কিন্তু ইংরাজসেনাই জয়লাভ করিল। মোগল সেনা-নায়কগণ নিহত হইবামাত্র, তাঁহাদের সেনাদল পলায়ন করায়, ইংরাজের জয়লাভের পথ সহজ হইয়া উঠিল।

মেজর মন্‌রো যুদ্ধক্ষেত্র হইতেই কলিকাতায় বিজয়বার্ত্তা প্রেরণ করেন; পরে বিস্তৃতভাবে যুদ্ধ বর্ণনা করিয়া "রিপোর্ট" করিয়াছিলেন। তাহাই বক্‌সরের যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ বলিয়া ইংরাজদিগের সামরিক ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে। এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে গোরা অপেক্ষা সিপাহীরাই সমধিক শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল; কিন্তু ইতিহাসে তাহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় নাই। মেজর সাহেবের "রিপোর্টে" যে হতাহতের সংখ্যা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—গোরা পল্টনের হতাহতের সংখ্যা ১৯১ জন মাত্র— সিপাহীদিগের হতাহতের সংখ্যা ৬৮৫ জন; গোরা পল্টনের মধ্যে ৩৯ জন মাত্র নিহত এবং ৬২ জন আহত হইয়াছিল; সিপাহীসেনার মধ্যে ২৫০ নিহত এবং ৪৩৫ আহত হইয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে এই যুদ্ধে যে সকল সৈনিক অস্ত্রধারণ করিয়াছিল তন্মধ্যে গোরার সংখ্যা ৮৫৭ জন, সিপাহীর সংখ্যা ৭০৭২ জন। সিপাহীদিগের বাহুবলেই যে বক্‌সারের যুদ্ধে ইংরাজদিগের জয় হইয়াছিল, তাহা ইংরাজের ইতিহাসে মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হয় নাই।

একটি অসাবধানতার জন্যই বক্‌সারের যুদ্ধে সুজা-উদ্দৌলা ইংরাজের নিকট পরাজিত হইলেন। তিনি শিবিরে সর্ব্বস্ব রাখিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা-চালনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন সেনানায়ক নিহত হইবামাত্র, তাঁহাদের সেনাদল শিবিরে পলায়ন করিয়া, শিবির লুণ্ঠনে নিযুক্ত হইতে লাগিল। ইহাতে সকলকেই যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে শিবিরাভি-মুখে পলায়নপর হইল। সুজা-উদ্দৌলা যাহা পারিলেন তাহা লইয়াই

নালা পার হইয়া, সেতু ভগ্ন করিয়া দিলেন; যাহারা নালা পার হইতে পারিল না, তাহারা ইংরাজ-সেনার সঙ্গিনবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। যুদ্ধ শেষ হইবার পর সপ্তাহ মধ্যে আহতগণের চিকিৎসার সুব্যবস্থা হইতে পারিল না; ইংরাজদিগের আহত সেনাগণ যুদ্ধক্ষেত্রেই পড়িয়া রহিল। সেনাপতি প্রত্যহ তাহাদিগকে পরিদর্শন করিয়া অন্ন জল প্রদান করিতেন, কিন্তু অনেকের পক্ষেই অচিকিৎসায় ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে অতিকষ্টে তাহাদিগের চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সম্রাট শাহ আলম যুদ্ধভূমির নিকটেই শিবির সংস্থাপিত করিয়া, নিরপেক্ষ দর্শকের ন্যায় বক্সারের যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন, ইংরাজপক্ষ জয়লাভ করিবামাত্র তিনি তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিলেন, এবং আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ইংরাজের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া ঘোষণা করিতে ত্রুটি করিলেন না। তিনি ইংরাজদিগকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী এবং অযোধ্যার উজীরি প্রদান করিতে চাহিলেন। মেজর মন্‌রো তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়া, কলিকাতায় সংবাদ প্রেরণ করিলেন। যে তিন জন মুসলমান নরপতি মুসলমান-শাসন সুদৃঢ় করিবার জন্য ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিরুপায় হইয়া, মীর কাসিম ফকিরি গ্রহণ করিলেন; শাহ আলম ইংরাজ হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন; সুজা-উদ্দৌলা রণপরাজিত হইয়া স্বরাজ্যে পলায়ন করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সকলই যেন স্বপ্নের মত অকস্মাৎ সংঘটিত হইয়া গেল।

মীর কাসিমের কি হইল? সে করুণ কাহিনী বর্ণনা করিবার উপযুক্ত ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। তিনি সুজা-দ্দৌলার শিবির হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, অধিক দূর গমন করিবার পূর্ব্বেই বক্সার যুদ্ধের পলায়ন-পরায়ণ সেনাদল চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়া-

ছিল। সুজা-উদ্দৌলা মীর কাসিমের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহাকে একটি হস্তী দান করিয়াছিলেন। হস্তীটি খঞ্জ, তাহার হতভাগ্য আরোহী কপর্দ্দকশূন্য। তাঁহাকে ধরিয়া দিতে পারিলে, লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইবার আশা ছিল। পলায়ন-পরায়ণ নবাবসেনা সেই উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে ক্রটি করিল না। অগত্যা মীর কাসিম খঞ্জ হস্তী পরিত্যাগ করিয়া, দস্যু তস্করের ন্যায় লোকালয় ছাড়িয়া, অরণ্যপথে পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্ষুৎপিপাসায়, পথশ্রমে, ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তাঁহার দশা এমন শোচনীয় হইয়া উঠিল যে, তাঁহাকে আর সহসা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব বলিয়া চিনিয়া লইবার উপায় রহিল না। তাহাই মীর কাসিমের জীবন রক্ষার কারণ হইল। কিন্তু জীবন রক্ষা সুসম্পন্ন হইলেও, জীবন ধারণের সুব্যবস্থা হইল না। বহুক্লেশে রোহিলাখণ্ডে উপনীত হইয়া, প্রভুভক্ত সেখ মহম্মদ অসুরের যত্নে মীর কাসিম অল্পদিন মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন লাভ করিয়া, আবার সম্বলহীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া, নজফ খাঁ কিছুদিন তাঁহাকে বৃত্তিদান করিয়াছিলেন। তাহার পর মীর কাসিমের কি হইল, কেহ তাহার সন্ধান বলিতে পারিল না।

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন দিল্লীর নগরোপকণ্ঠের একটি জীর্ণ কুটীর-প্রাঙ্গণে এক অজ্ঞাত পুরুষের মৃতদেহ ধূলিবিলুণ্ঠিত হইতেছিল; তাহা সমাধিস্থ করিবার সম্বল ছিল না। নাগরিকগণ কুটীর মধ্যে একখানি জীর্ণ শাল প্রাপ্ত হইয়া, তাহাই বিক্রয় করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে বাধ্য হইলেন। যখন সেই মৃতদেহ সমাধি-নিহিত হয়, তখন কে যেন অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিয়া প্রকাশ করিয়া দিল—এই সেই মীর কাসিম!! সে আর্ত্ত কণ্ঠরব আকাশে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

উপসংহার

দেওয়ানী-সনন্দ

At this happy time, our Royal Firman, indispensibly required obedience, is issued;—that whereas, in consideration of the attachment and service of the high and mighty the noblest of exalted nobles, the chief of illustrious warriors, our faithful servants and sincere well-wishers, worthy of our Royal favours, the ENGLISH COMPANY, we have granted them the DEWANEE of the Provinces of Bengal, Behar and Orissa from the beginning of the Fussul Rubby of the Bengal year 1171.—*The Sunnud.*

বক্সারের যুদ্ধের পর দিবস ইংরাজ সেনাপতি মেজর মন্‌রো শাহজাদা শাহ আলমের নিকট হইতে একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পত্রই কোম্পানী বাহাদুরের অসাধারণ সৌভাগ্যলাভের ঐতিহাসিক মূলসূত্র। শাহ আলম লিখিয়াছিলেন—"তিনি ইংরাজদিগের বিজয়লাভে নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছেন; এতদিন পরে তাঁহার মুক্তিলাভের সুসময় উপস্থিত হইয়াছে; তিনি এত দিন উজীর সুজা উদ্দৌলার শিবিরে বন্দীভাবে জীবন যাপন করিতেছিলেন; এখন ইংরাজ-কোম্পানীকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী-সনন্দ প্রদান করিয়া, তাঁহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।" * যে তিন জন মুসলমান নরপতি একত্র মিলিত হইয়া মুসলমান-শাসন রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ-

---

* On the day following the battle of Buxar, the Emperor Shah Allum wrote to the British Commander, congratulating him upon the victory, and representing that he himself had been hitherto a mere state prisoner in the hands of Shooja-oo-Dowlah that he had at length been freed by this fortunate event, and was now only desirous to place himself once more under British protection.—*Broome's Bengal Army*, p. 485.

ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সুজা-উদ্দৌলার উৎপীড়নে মীর কাসিম ফকিরি গ্রহণ করায়, সুজা-উদ্দৌলা রণ-পরাজিত হইয়া পলায়ন করায়, শাহ আলম বিজয়ী ইংরাজ-সওদাগরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লালায়িত হইয়াছিলেন;—এই সকল কারণে ইংরাজ-সওদাগর বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী-সনন্দ লাভ করিয়া, ভারতবর্ষে রাজ্য-বিস্তারের অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইহার পূর্ব্বেও শাহ আলম ইংরাজ সওদাগরকে দেওয়ানী সনন্দ প্রদান করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কর্ণেল ক্লাইবের তাহাতে অসম্মতি ছিল না। কিন্তু বিলাতের ডিরেক্টারগণ তখনও ভারতবর্ষের প্রকৃত অরাজকতার কাহিনীতে আস্থা স্থাপন করিতেন না; রাজ-শাসনে হস্তক্ষেপ করিলে বাণিজ্য বিনষ্ট হইতে পারে—এই আশঙ্কাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এবার শাহ আলম আবার সেই পুরাতন প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, মেজর মনরো সহসা তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারিলেন না। কলিকাতার ইংরাজ-দরবারে ইহার বাদানুবাদ চলিতে লাগিল; শাহ আলম ইংরাজ-শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর তারিখে কলিকাতার ইংরাজ দরবারের সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া, তাহার পর দিবসেই ইংরাজ-সেনাপতি দিল্লীশ্বরের অভ্যর্থনার আয়োজন করিলেন। ২৪শে তারিখে ইংরাজ-সেনানায়কগণ বাদশাহের সম্মুখে উপনীত হইয়া, তাঁহাকে যথারীতি কুর্ণীশ করিয়া "নজর" প্রদান করিলেন।* তাহার পর চুনার-দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য আয়োজন আরব্ধ হইল। সুজা-উদ্দৌলার সেনাপতি মহম্মদ বুসীর

* Such of the officers as will be off duty to-morrow, who choose to wait on the King and wish him joy of being put in possession of Shooja oo Dawla's country by the English, are desired to meet at the Head Quarters at 9 o'clock to morrow morning; it is neces-

খাঁ চুনার-দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছিলেন। ইংরাজ-সেনা দুর্গ জয় করিতে পারিল না। পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়া, বহুশত ইংরাজসেনা পঞ্চত্ব লাভ করিল;—চুনার-দুর্গ পরাভূত হইল না। ইংরাজেরা বারাণসীর নিকটে যে শিবির সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাও আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইল। অগত্যা ইংরাজ-সেনাপতি চুনার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কলিকাতার ইংরাজ-দরবারও সুজা-উদ্দৌলার সহিত সন্ধি সংস্থাপনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

সুজা-উদ্দৌলা সন্ধিসংস্থাপনে অসম্মত ছিলেন না। বেণী বাহাদুরের সহিত ইংরাজ-সেনাপতির কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল; কিন্তু ইংরাজ-সেনাপতি পুনঃ পুনঃ মীর কাসিমকে ও সমরুকে ধরিয়া আনিয়া দিবার জন্য উত্তেজনা করায়, সুজা-উদ্দৌলা তাহাতে সম্মত হইতে পারিলেন না। তখন সুজা-উদ্দৌলা সপরিবারে রোহিলাখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, হাফেজ রহমৎ খাঁর সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করিয়া, রোহিলা বীরগণের বাহুবলে বিজয়-লাভের আশায় এলাহাবাদে শিবির সংস্থাপিত করিলেন। রোহিলাদিগের পরামর্শে মহারাষ্ট্র-সেনানায়ক মলহর রাও হোলকারের সহায়তা গ্রহণ করিবারও আয়োজন হইল। এইরূপে শক্তি-সঞ্চয় করিয়া সুজা-উদ্দৌলা স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দেশের দশা কি হইল? যে দেশের অসহায় প্রজাপুঞ্জের শিল্প-বাণিজ্য রক্ষার জন্য মীর কাসিম সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ফকিরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, তাহার কথা লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া ইংরাজ-লেখকবর্গও সমবেদনা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। দেশ অরাজক হইয়া উঠিল; ইংরাজমাত্রেই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল; মীর জাফর নাম-সর্ব্বস্ব নবাব

---

sary to acquaint them that it is customary to make him a Salam on the occasion, and the least that should be given by a Captain is five gold mohurs, and three by a Subultern.—*Caraccioli*. Vol. II. 62 63.

হইয়া আত্মরক্ষার্থ চেষ্টা করিতে পারিলেন না। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবামাত্র কলহ কোলাহলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। টাকা—টাকা—টাকা, আর কিছুই নহে, কেবল টাকা! তখন টাকার অভাবে কোম্পানী বাহাদুর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন! দেশ অরাজক;—রাজকর সংগৃহীত হয় না! রাজকোষ শূন্য—মীর জাফরের পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহেরও সদুপায় হয় না। ইংরাজ সওদাগরগণ জলেস্থলে বিনা শুল্কে স্বাধীন বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া, শুল্কের আয় সঙ্কুচিত করিয়া দিয়াছেন; দেশের লোকের শিল্প-বাণিজ্য যায় যায় হইয়া উঠিয়াছে; এমন সময়ে ইংরাজদিগের অর্থলালসা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। * মীর কাসিমের অত্যাচারে যে সকল ইংরাজ-সওদাগর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, মীর জাফর তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ইহার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক দিতে হইবে না শুনিয়া, মীর জাফর সহজেই সম্মত হইয়াছিলেন। সেই পাঁচ লক্ষ ক্রমে দশ লক্ষে; দশ লক্ষ; কুড়ি লক্ষে; কুড়ি লক্ষ, ত্রিশ লক্ষে এবং ত্রিশ লক্ষ, তিপ্পান্ন লক্ষে পরিণত হইল! মীর কাসিম স্বাধীন বাণিজ্যের ঘোষণা-পত্র প্রচার করায় দেশের লোকের বাণিজ্য বর্দ্ধিত হইয়া ইংরাজদিগের ক্ষতি হইয়াছে—এই ধূয়া ধরিয়া ইংরাজমাত্রেই ক্ষতির ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ইহার সহিত কোম্পানীর সংস্রব ছিল না। কর্ম্মচারিগণের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য কোম্পানীর টাকা বাকী রাখিয়া, মীর জাফর কর্ম্মচারিগণের কাল্পনিক ক্ষতিপূরণের জন্য পঁচিশ লক্ষ টাকা দিয়াও ঋণ শোধ করিতে পারিলেন

* The disturbed state of the country, and the abuse of the English privileges of trade, together with the infamous conduct of the native agents employed by those so engaged, added to the confusion and difficulties in collecting the revenues, and crippled the resources and industry of the country.—*Broome's Bengal Army, p.* 497.

না। * ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ এইরূপে অর্থ শোষণ করিয়া তাহা শতকরা আট টাকা সুদে কোম্পানীকে ঋণ দান করায়, মীর জাফরের স্কন্ধে কোম্পানীর ঋণভার ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল। হতভাগ্য মীর জাফর! যখন তাঁহার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা, তখন কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে কোম্পানীর প্রাপ্য অর্থের জন্য উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন! স্ক্রাফ্‌টন্ লিখিয়া গিয়াছেন—এই সময়ে ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণ মীর জাফরকে "কামধেনু" করিয়া তুলিয়াছিলেন! †

এইরূপে কলিকাতায় বিড়ম্বিত হইয়া, গলিত কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হতভাগ্য মীর জাফর মুরশিদাবাদে আসিয়া, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী মানবলীলা সংবরণ করিলেন! মৃত্যুকালে পাপক্ষালনের জন্য মহারাজা নন্দকুমার শ্রীশ্রীকিরীটীশ্বরী দেবীর চরণামৃত আনাইয়া মীর জাফরের কণ্ঠশোষ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

মীর জাফর যে উপায়ে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার মস্‌নদে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা এদেশের ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ ধিক্কৃত হইয়াছে। তিনি যে উদ্দেশ্যে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাও ইতিহাসে প্রশংসালাভ করিতে পারে নাই। একজন ইংরাজ-লেখক স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন—"এদেশের লোকে যদি কখনও বিদেশীয় শাসনে মর্ম্মপীড়িত

* The amount of which compensation, it was stated would not exceed five lakhs of Rupees; but the demand gradually increased to ten—twenty—thirty—and finally to fifty-three lakhs of rupees, chiefly on account of alleged losses by the interruption of an illcit trade. So strong was the prevelance of personal interest over public duty, that although the claims of the Company were still undischarged, more than half of these demands for compensation were extorted from the Nawab, and the money immediately lent to Government at 8 per cent interest by their own servants, who, however regardful of private advantage were rapidly sinking the pecuniary affairs of the Company into a state of ruin.—*Ibid.*

† The Nawab was in fact no more than a banker for Company's servants, who could draw upon him as often and to as great an amount as they pleased.—*Scrafton.*

হইয়া উঠে, তখন তাহারা মীর জাফরকেই তাহার মূল কারণ বলিয়া ভর্ৎসনা করিবে ;—মীর জাফর নবাবীর বাহ্যাড়ম্বর বিস্তার করিতে পারিবেন বলিয়াই তাঁহার দেশকে বিক্রয় করিয়া গিয়াছিলেন ! *" এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের সহিত আরও একটি সিদ্ধান্ত সংযুক্ত হইতে পারে ; —মীর জাফর যে কোনও উপায়ে আত্মবংশের প্রাধান্য স্থাপিত করিবেন বলিয়াই এতদূর ত্যাগ স্বীকার করিতে লালায়িত হইয়াছিলেন। সে প্রাধান্য নামসর্ব্বস্ব প্রাধান্যে পরিণত হইল ;—তাঁহার যাহা কিছু শাসনক্ষমতা ছিল, তাঁহার উত্তরাধিকারী তাহাতেও বঞ্চিত হইলেন ; যাঁহারা জয়-পরাজয়ের চিরসহচর হইবেন বলিয়া সন্ধি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই দেওয়ানী-সনন্দ গ্রহণ করিয়া মীর জাফরের পুত্রকে "নবাব নাজিম" করিয়া তুলিলেন !

নবাব-নির্ব্বাচনে দেশের লোকের বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার অধিকার ছিল না। অধিকার থাকিলে, তাহারা হয় ত দুই জন উৎপীড়নকারীর পরিবর্ত্তে একজনকে চিরবিদায় প্রদান করিবার জন্য ইংরাজ কোম্পানী-কেই নবাব নির্ব্বাচন করিত। শাহ আলম দেওয়ানী সনন্দ প্রদান করিতে প্রস্তুত থাকিতেও, ইংরাজ ইতিহাসলেখকগণ অনেকে কৌতূহলোদ্দীপক গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। একজন লিখিয়াছেন— অর্থ শোষণের জন্য একজন নামসর্ব্বস্ব নবাব না থাকিলে চলে না বলিয়াই, ইংরাজ-দরবার একজন নবাব রাখিবার জন্য লালায়িত ছিলেন। †

মীরণের পুত্র ছয় বৎসরের বালক ; মীর জাফরের অন্য পুত্র

---

* If the people of this country ever writhe under a foreign sway, they have to thank this man,—this Mir Taffier, who sold his country that he might wear the pageantry of royalty.—*Malleson.*

†—Possibly they considered that were the Dewanee to pass into the hands of the Company, there should be no Nawab, from whose treasury they could enrich themselves on the plea of presents, restitutions, compensation &c,—the frequent periodical assertion of which demands had been reduced to system.—*Broome's Bengal Army, p.* 498

নজমুদ্দৌলা বালক ছিলেন না। ইংরাজ-দরবার তাঁহাকেই মস্‌নদে সংস্থাপিত করিলেন। বিলাতের ডিরেক্টারগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এরূপ হইল কেন, তাহার রহস্যভেদের জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। মিল্ লিখিয়া গিয়াছেন—"মীরণের শিশু পুত্র উৎকোচ দান করিতে অশক্ত বলিয়াই এরূপ ঘটিয়া থাকিবে! *" ইংরাজ দরবারের সদস্যগণ এই উপলক্ষে প্রায় বার লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! † সুতরাং ইংরাজ-ইতিহাসলেখকের এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত অলীক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় নাই। কিন্তু সেকালের ইংরাজ দরবারের সদস্যগণ কেবল অর্থলোভেই যে দেওয়ানী-সনন্দ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিলে অবিচার করা হয়। তাঁহাদের সাহসে কুলায় নাই বলিয়াই তাঁহারা ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন; বিলাতের ডিরেক্টারগণও ইতস্ততঃ করিয়া কলিকাতার ইংরাজ দরবারকে এবিষয়ে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। দেওয়ানী-সনন্দ গ্রহণ করিলে, বাদশাহের প্রাপ্য রাজকর প্রদান করিতে হইবে; অরাজক দেশে সহজে রাজকর সংগৃহীত না হইলে, বাদশাহের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য বাণিজ্যের তহবিলে হস্তার্পণ করিতে হইবে; কোম্পানীর প্রধান লক্ষ্য বাণিজ্য—তাহার সমূহ ক্ষতি হইবে। এই সকল কারণেই কলিকাতার ইংরাজ-দরবার দেওয়ানী-সনন্দ গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকিতে পারেন। অবশেষে লর্ড ক্লাইব আসিয়া সাহস করিয়া সনন্দ গ্রহণ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই "কোম্পানী বাহাদুরের" নাম সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়া উঠিল। এখনও এদেশের লোকে বিপদে পড়িলে, সেই "কোম্পানী বাহাদুরের" নামের "দোহাই" দিয়া থাকে।

---

* Nubjum-oo-Dowla could give presents; the infant son of Meerun,—whose revenues must be accounted for to the Company,—could not.—*Mill's History of British India*, Vol. III. 868.

† Second Report, p. 21.

পরিশিষ্ট

(ক)

ইংরাজ-কোম্পানীর সহিত মীর জাফর খাঁর গুপ্ত সন্ধি-পত্র

"I swear by God, and the Prophet of God, to abide by the terms of this treaty whilst I have life.

(মীর জাফর খাঁর স্বাক্ষর)

ARTICLE I.—Whatever articles were agreed to in the time of peace with the Nabob Surajah Dowlah, I agree to comply with.—II. The enemies of the English are my enemies, whether they be Indians or Europeans.—III. All the effects and factories belonging to the French in the province of Bengal, the paradise of nations, and Behar, and Orixa, shall remain in the possessions of the English, nor will I ever allow them any more to settle in the three provinces.—IV. In consideration of the losses which the English Company have sustained by the capture and plunder of Calcutta by the Nabob, and the charges occasioned by the maintenance of the forces I will give them one crore of Rupees.—V. For the effects plundered from the English inhabitants of Calcutta, I agree to give fifty lacks of rupees.—VI. Gentoos, Moors, and other inhabitants of Calcutta twenty lacks of Rupees shall be given.—VII. For the effects plundered from

the Armenian inhabitants of Calcutta, I will give the sum of seven lacks of rupees. The distribution of the sums allotted to the English, Gentoo, Moor, and other inhabitants of Calcutta, shall be left to Admiral Watson, Colonel Clive, Roger Drake, William Watts, James Kilpatrick, and Richard Becher Esquires, to be disposed of by them, to whom they think proper.—VIII.—Within the ditch, which surrounds the borders of Calcutta, are tracts of land belonging to several Zemindars: besides these, I will grant to the English Company 600 yards without the ditch.—IX. All the land lying south of Calcutta, as far as Culpee, shall be under the Zemindary of the English Company: and all the offices for these parts shall be under their jurisdiction. The revenues to be paid by the Company in the same manner as other Zemindars.—X. Whenever I demand the assistance of the English, I will be at the charge of the maintenance of their troops.—XI. I will not erect any new fortifications near the river Ganges below Hughley.—XII. As soon as I am established in the three Provinces, the aforesaid sums shall faithfully be paid.—Dated the 15th of the month of Ramazan, in the second year of the present reign."

The treaty written and signed by the English, contained the sense of all these articles, but not expressed in the same words; and it likewise had one more of the following tenor:—

"XIII. On condition Meer Jaffier Cawn Bahadur solemnly ratifies and swears to fulfil the above articles, we the underwritten do, for and in the behalf of the Honourable East India Company, declare on the

Holy Evangelists and before God, that we will assist Meer Jaffier Cawn Bahadur with our whole utmost force, to obtain the Subahdarship of the Province of Bengal, Behar, and Orixa; and further that we will put him to the utmost against all his enemies whatever, whensoever he calls upon us for that purpose, provided that when he becomes the Nabob he fulfils the above articles."

(খ)

মীর কাসিম খাঁর সন্ধিপত্র

"FIRST,—The Nabob Meer Mahomed Jaffier Cawn, shall continue in the possession of the dignities and all affairs be transacted in his name and a suitable income shall be allowed for his expenses.

"SECOND,—The Neabut of the Soubadaree of Bengal, Azimabad and Orixa, &c., shall be conferred by his Excellency the Nabob, on Meer Mahomed Cossim Cawn. He shall be vested with the administration of all the affairs of the provinces and after his Excellency he shall succeed to the government.

"THIRD,—Between us and Meer Mahomed Cossim Cawn, a firm friendship and union is established. His enemies are our enemies and his friends are our friends.

"FOURTH,—The Europeans and seepoys of the English army shall be ready to assist the Nabob Meer Mahomed Cossim Cawn in the management of all affairs and in all affairs dependent on him, they shall exert themselves to the utmost of their abilities.

"FIFTH,—For all charges of the Company and of the said army, and provisions for the field, &c., the lands of Burdwan, Midnapoor and Chittagong, shall be assigned and sunnuds for that purpose shall be written and granted. The Company is to stand to all losses and receive all the profits of these three countries; and we will demand no more than the three assignments aforesaid.

"SIXTH,—One-half of the Chunam produced at Silhet for three years shall be purchased by the Gomastahs of the Company, from the people, of the government, at the customary rate of that place. The tenants and inhabitants of that place shall receive no injury.

"SEVENTH,—The balance of the former iuncaws shall be paid according to the Kistbundee agreed upon with the Royroyan. The jewels, which have been pledged shall be received back again.

"EIGHTH,—We will not allow the tenants of the Sircar to settle in the lands of the English Company. Neither shall the tenants of the Company be allowed to settle in the lands of the Sircar.

"NINTH,—We will give no protection to the dependants of the Sircar in the lands or factories of the Company, neither shall any protection be given to the dependants of the Company, in the lands of the Sircar; and whoever shall fly to either party for refuge shall be given up.

"TENTH,—The measures for war or peace with the Shahzada and raising supplies of money, and the concluding both these points, shall be weighed in the scale of reason and whatever is judged expedient shall be

put in execution ; and it shall be so contrived by our joint counsels that he be removed from this country, nor suffered to get any footing in it. Whether there be peace with the Shahzada or not, our agreement with Meer Mahomed Cossim Cawn, we will, by the grace of God inviolably observe, as long as the English Company's factories continue in the country.

Dated the 27th of September, 1760,
in the year of the Hegira, 1174."

(গ)

মীরজাফর খাঁর দ্বিতীয় সন্ধি-পত্র

ON THE PART OF THE COMPANY.

"We engage to reinstate the Nabob Meer Mahomed Jaffier Cawn Behader, in the Subahdarree of the provinces of Bengal, Behar and Orissa, by the deposal of Meer Mahomed Cossim Cawn ; and the effects, treasure, jewels, &c., belonging to Meer Mahomed Cossim Cawn, which shall fall into our hands, shall be delivered up to the Nabob afore-named.

ON THE PART OF THE NABOB.

FIRST,—The treaty which I formerly concluded with the Company, upon my accession to the Nizamut, engaging to regard the honor and reputation of the Company, their Governor and Council as my own granting perwannahs for the currency of the Company's trade, the same treaty I now confirm and ratify.

SECONDLY,—I do grant and confirm to the Company, for defraying the expences of their troops, the chucklas of Burdwan, Midnapoor and Chittagong, which were before ceded for the same purpose.

THIRDLY,—I do ratify and confirm to the English, the privilege granted them by their firmaun, and several husbul-hookums, of carrying on their trade by means of their own dustucks, free from all duties, taxes and impositions, in all parts of the country, excepting the article of salt, on which a duty of two and a half *per cent.* is to be levied on the Rowana or Hooghly market price.

FOURTHLY,—I give to the Company half the salt-petre, which is produced in the country of Poornea, which their gomastahs shall send to Calcutta ; the other half shall be collected by my fougedar, for the use of my offices ; and I will suffer no other person to make purchases of this article in that country.

FIFTHLY,—In the chucla of Silhet for the space of five years, commencing with the Bengal year 1170, my fougedar and the Company's gomastah, shall jointly prepare Chunam, of which each shall defray half the expenses ; and half the Chunam so made, shall be given to the Company and the other half shall be for my use.

SIXTHLY,—I will maintain twelve thousand horse and twelve thousand foot in the three provinces ; and if there should be occasion for more, the number shall be increased proportionably to the emergency. Besides these, the force of the English Company shall always attend me when they are wanted.

SEVENTHLY,—Wherever I shall fix my court, either at Moorshedabad or elsewhere, I will advise the Governor and Council; and whatever number of English forces, I may have occasion for, in the management of my affairs, I will demand them and they shall be allowed me; and an English gentleman shall reside with me, to transact all affairs between me and the Company; and a person shall also reside on my part at Calcutta, to negotiate with the Governor and Council.

EIGHTHLY,—The late perwanna issued by Cossim Allee Cawn, graning to all merchants the exemption of all duties, for the space of two years, shall be reversed and called in, and the duties collected as before.

NINTHLY,—I will cause the rupees, coined in Calcutta, to pass in every respect equal to the siccas of Moorshedabad, without any deduction of batta and whosoever shall demand batta shall be punished.

TENTHLY,—I will give thirty lacks of rupees to defray all the expenses and loss accruing to the Company, from the war and stoppage of their investment; and I will reimburse to all private persons the amount of such losses, proved before the Governor and Council as they may sustain in their trade in the country; if I should not be able to discharge this in ready money, I will give assignment of land for the amount.

ELEVENTHLY,—I will confirm and renew the treaty which I formerly made with the Dutch.

TWELFTHLY,—If the French come into the country I will not allow them to erect any fortification, maintain forces or hold lands, zemindarrees, &c., but they

shall pay tribute and carry on their trade as in former times.

THIRTEENTHLY,—Some regulations shall be hereafter settled between us, for deciding all disputes which may arise between the English agents and gomastahs in the different parts of the country and officers.

In testimony whereof, we the said Governor and Council have set our hands, and affixed the seal of the Company to one part hereof; and the Nabob aforenamed, hath set his hand and seal to another part hereof; which were mutually done, and interchanged at Fort William, the 10th day of July, 1764.

(Signed) HENRY VANSITTART.
JOHN CARNAC.
WILLIAM BILLERS.
JOHN CARTIER.
WARREN HASTINGS.
RANDOLPH MARRIOTT.
HUGE WATTS."

Demands made on the part of the Nabob Meer Mahomed Jaffier Cawn, to the Governor and Council, at the time of signing the treaty.

"FIRST,—I formerly acquainted the Company with the particulars of my own affairs and received from them repeated letters of encouragement with presents. I now make this request, that you will write in a proper manner to the Company and also to the King of England, the particulars of our friendship and union,

and procure for me writings of encouragement, that my mind may be assured from that quarter, that no breach may ever happen between me and the English and that every Governor and Counsellor and Chief, who are here, or may hereafter come, may be well-disposed and attached to me.

SECONDLY,—Since all the English Gentlemen, assured of my friendly disposition to the Company, confirm me in the Nizamut, I request, that to whatever I may at any time write, they will give their credit and assent, nor regard the stories of designing men to my prejudice, that all my affairs may go on with success and no occasion may arise for jealousy or ill-will between us.

THIRDLY,—Let no protection be given, by any of the English gentlemen, to any of my dependents, who may fly for shelter to Calcutta, or other of your districts; but let them be delivered up to me on demand. I shall strictly enjoin all my fougedars aumils on all accounts, to afford assistance and countenance to such of the gomastahs of the Company as attend to the lawful trade of their factories; and if any of the said gomastahs shall act otherwise, let them be checked in such a manner, as may be an example to others.

FOURTHLY,—From the neighbourhood of Calcutta to Hooghly and many of the perganahs bordering upon each other, it happens, that on complaints being made, people go against the taalookdars, reiats and tenants of my towns, to the prejudice of the business of the sircar; wherefore, let strict orders be given, that no peons be sent from Calcutta on the complaint of any one, upon

my taalookdars or tenants ; but on such occasions, let application be made to me, or the Naib of the fougedaree of Hooghly, that the country may be subject to no loss or devastation. And if any of the merchants and traders which belonged to the Buxbunder and Azimgunge and have settled in Calcutta, should be desirous of returning to Hooghly, and carrying on their business there as formerly, let no one molest them. Chandernagore and this French factory, was presented to me by Colonel Clive, and given by me in charge to Ameer Beg Cawn. For the reason, let strict orders be given, that no English gentlemen exercise any authority therein, but that it remains as formerly, under the jurisdiction of my people.

FIFTHLY,—Whenever I may demand any forces from the Governor and Council for my assistance, let them be immediately sent to me and no demand made on me for their expenses.

The demands of the Nabob Shujaa-ool-Moolk, Hissam-o-Dowla, Meer Mahomed Jaffier Cawn Bahader, Mohabut Jung, written in five articles. We the President and Council of the English Company do agree and set our hands to, in Fort William, the 10th of July, 1763."

(ঘ)

দেওয়ানী সনন্দ

"*Firmaun from the King Shah Aulum, granting the Dewannee of Bengal, Behar, and Orissa, to the Company. Dated August 12th*, 1765.

At this happy time, our royal firmaun, indispensibly required obedience, is issued: that whereas, in consideration of the attachment and service of the high and mighty the noblest of exalted nobles, the chief of illustrious warriors our faithful servants and sincere well-wishers, worthy of our royal favours, the English Company, we have granted them the Dewannee of the provinces of Bengal, Behar, and Orissa, from the beginning of the Fussul Rubby of the Bengal year 1171, as a free gift and ultumgau, without the association of any other person and with an exemption from the payment of the customs of the Dewannee, which used to be paid to the court. It is requisite that the said Company engage to be security for the sum of twenty-six lacks of rupees a year, for our royal revenue, which sum has been appointed from the Nabob Nadjum-ul-Dowla Bahadar and regularly remit the same to the royal Sircar: and in this case, as the said Company are obliged to keep up a large army for the protection of the provinces of Bengal, &c. we have granted to them whatsoever may remain out of the revenues, of the said provinces, after remitting the sum of twenty-six lacks of rupees to the royal

Sircar and providing for the expenses of the Nizamut; it is requisite that our royal descendants, the viziers, the bestowers of dignity, the Omrahs high in rank, the great officers, the Muttasuddies of the Dewannee, the managers of the business of the Sultanut, the Jagheerdars and Croories, as well the future as the present, using their constant endeavours for the establishment of this our royal command, leave the said office in possession of the said Company, from generation to generation, for ever and ever; looking upon them to be insured from dismission or removal, they must on no account whatsoever give them any interruption, and then must regard them as excused and exempted from the payment of all the customs of the Dewannee and royal demands. Knowing our orders on the subject to be most strict and positive, let them not deviate therefrom.

Written the 24th of Sophar of the 6th year of the Jaloos (the 12th. Aug. 1765.)

Contents of the Zimmun

Agreeably to the paper which has received our sign manual our royal commands are issued: That, in consideration of the attachment and services of the high and mighty, the noblest of exalted nobles, the chief of illustrious warriors, our faithful servants and sincere well-wishers, worthy of our royal favours, the English Company, we have granted them the Dewannee of the provinces of Bengal, Behar and Orissa, from the begin-

ning of the Fussul Rubby of the Bengal year 1772, as a free gift and Ultumgau, without the association of any other person, and with an exemption from the customs of the Dewannee which used to be paid to the court on condition of their being security for the sum of twenty-six lacks of rupees a year for our royal revenue; which sum has been appointed from the Nabob Nadjum-ul-Dowla Bahadur; and after remitting the royal revenue. and providing for the expenses of the Nizamot, whatsoever may remain we have granted to the said Company.

THE DEWANNEE OF THE PROVINCE OF BENGAL.
THE DEWANNEE OF THE PROVINCE OF BEHAR.
THE DEWANNEE OF THE PROVINCE OF ORISSA.

মীর কাসিমের শেষজীবন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার নবাবি হইতে বিতাড়িত মীর কাসিমের শেষজীবন কি ভাবে কাটে, ইতিহাস এত দিন সে-বিষয়ে একপ্রকার নীরব ছিল। পরলোকগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের গ্রন্থ বাংলা-পাঠকদের পক্ষে মীর কাসিমের ইতিহাস সম্বন্ধে নানা তথ্যের আকর। গ্রন্থশেষে তিনি বলিয়াছেন,—"মীর কাসিমের কি হইল? সে করুণ কাহিনী বর্ণনা করিবার উপযুক্ত ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই।" সৌভাগ্যের বিষয়, এ অসুবিধা দূর হইয়াছে, ভারত-গভর্মেণ্টের দপ্তরখানার ফার্সী-বিভাগে রক্ষিত কতকগুলি কাগজপত্রের সাহায্যে মীর কাসিমের শেষজীবনের ইতিহাস অনেকটা জানা যায়।

১৭৬০ সালে কলিকাতার ইংরেজ গভর্মেণ্টের মন্ত্রণা-পরিষদ্, দুর্ব্বল এবং অব্যবস্থিতচিত্ত মীর জাফরকে মসনদচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মীর কাসিমকে বাংলার নবাব-পদে অভিষিক্ত করিলেন। মীর কাসিমের কার্য্যক্ষমতা সম্বন্ধে পরিষদ্ উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। নূতন নবাব সত্যই অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ এবং দৃঢ়চিত্ত লোক ছিলেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই কলিকাতার মন্ত্রণা-পরিষদের অনেক সদস্য তাঁহার উপর চটিয়া গেলেন। ইহার কারণও ছিল। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের বেতন তখনকার দিনে তেমন বেশী না থাকায় তাঁহারা দেশের মধ্যে স্বাধীনভাবে বাণিজ্যের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া বড়লোক হইতেন। তাঁহারা নিজেদের বিনা শুল্কে অন্তর্বাণিজ্য করিবার অধিকার আছে দাবি করিয়া নূতন নবাবের নিকট জেদ করিতে লাগিলেন। ইহা অন্যায় দাবি, কেননা-

দেশীয় বণিক্‌দের এ শুল্ক হইতে অব্যাহতি ছিল না, এবং বাদশাহের সহিত চুক্তি অনুসারে কোম্পানী শুধু বহির্বাণিজ্য ব্যাপারেই শুল্ক-মুক্তির অধিকারী ছিলেন। শুধু দুই জন সদস্য—গবর্ণর ভান্সিটার্ট ও ওয়ারেণ হেষ্টিংস মন্ত্রণা-পরিষদের অধিবেশনে এরূপ দাবির বিপক্ষে বলিলেন বটে, কিন্তু ভোটে তাঁহাদের হার হইল, কেন না, তাঁহাদের সহকর্ম্মিগণ ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায় করিবার লোভ ছাড়িতে পারিলেন না। মীর কাসিম, কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের এই অন্যায় লাভ এবং তজ্জন্য দেশীয় বণিক্‌দের যে অসুবিধা, তাহা দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, অন্তর্বাণিজ্যে সকল রকম শুল্কই উঠাইয়া দিলেন। ইহাতে কোম্পানীর কর্ম্মচারী এবং তাঁহার নিজের প্রজাবর্গের মধ্যে আর কোন পার্থক্য রহিল না। এই কারণে কোম্পানীর সাহেব-কর্ম্মচারীরা নূতন নবাবের বিষম শত্রু হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাদের আচরণ রূঢ় হইতে লাগিল। অবশেষে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া নবাব বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। কোম্পানীর পাটনা-কুঠীর অধ্যক্ষ এলিস সাহেব সদলবলে বিনা কারণে অতর্কিত ভাবে পাটনা-দুর্গ আক্রমণ করিল;—নগর লুণ্ঠিত হইল, পথে রক্তস্রোত বহিল। তখন মীর কাসিমের ধৈর্য্যের বাঁধ টুটিল—তিনি এলিস ও অন্যান্য সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়া সেনাপতি সমরুকে তাহাদের হত্যার আদেশ দিলেন।

ফলে মীর কাসিমের বিরুদ্ধে ইংরেজরা প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। মীর জাফরকে নবাব-পদে পুনঃস্থাপিত করা হইল। নিজ কর্ম্মচারী-দের বিশ্বাসঘাতকতায় মীর কাসিম বার-বার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শেষে সাহায্যলাভের আশায় অযোধ্যায় পলায়ন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে হীরা-জহরত ও নগদ মুদ্রায় চার-পাঁচ কোটি টাকার সম্পত্তি ছিল। অযোধ্যার নবাব শুজা-উদ্দৌলা সেই অর্থের লোভেই মীর কাসিমকে অযোধ্যায় আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

ইংরেজরা মীর কাসিমকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করা হউক বলিয়া অযোধ্যার নবাবকে লিখিলেন। শুজা-উদ্দৌলা এবং নামে-মাত্র বাদশা দ্বিতীয় শাহ্ আলম্—উভয়েরই দরবার তখন এলাহাবাদে। তাঁহারা হতভাগ্য বাংলার নবাবকে বিশেষ সাহায্য করিলেন না বটে, কিন্তু বিপক্ষের অনুরোধ সত্ত্বেও মীর কাসিমকে ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করিলেন না কিংবা নিজেরাও তাঁহার কোনরূপ শাস্তিবিধান করিতে রাজী হইলেন না। শুজা-উদ্দৌলা ও শাহ্ আলমের বিহার আক্রমণের ফলে বক্সারের যুদ্ধ ঘটে (অক্টোবর, ১৭৬৪)। এই যুদ্ধে মীর কাসিমের সমস্ত আশা-ভরসা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল, অযোধ্যা ইংরেজদের পদানত হইল এবং বাদশা শাহ্ আলম্ ইংরেজদের হাতে ক্রীড়াপুত্তলি মাত্র হইলেন। ইহার কিছু পরেই লর্ড ক্লাইভ দিল্লীর বাদশা এবং অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে সন্ধি করিলেন এবং ১৭৬৫ সালে বাদশার নিকট হইতে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানীর সনন্দ লাভ করিলেন। ইহার পরিবর্ত্তে ইংরেজরা বাদশাকে ২৬ লক্ষ টাকার বাৎসরিক বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

মীর কাসিমের জীবনের এই পর্য্যন্ত ঘটনা প্রচলিত ইতিহাসে বর্ণিত আছে। সরকারী দপ্তরখানার ফার্সী-বিভাগের কাগজপত্র হইতে তাঁহার জীবনের বাকী কয় বৎসরের ঘটনার যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা এইরূপ :—

পলাতক মীর কাসিম অনেক দিন অবধি আশা করিতেছিলেন যে, ইংরেজদের বাংলা হইতে তাড়াইতে পারিবেন। রোহিলখণ্ডে গিয়া তিনি রোহিলাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। প্রথমে তাহারা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু শেষে তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করাই সঙ্গত বলিয়া স্থির করিল। গোহদের রাণা এবং গাজীউদ্দীন প্রমুখ ছোটখাট সর্দ্দারেরা তাঁহাকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন। এমন কি, মীর কাসিম

মরাঠা ও হিন্দুস্থানের অন্যান্য রাজন্যবর্গকে একত্র করিয়া ইংরেজদের বাংলা হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন।

বক্সারের রণক্ষেত্র হইতে পলায়নের পর মীর কাসিম যাহাতে কোথাও আশ্রয় না পান, ইংরেজরা সেই চেষ্টা বিধিমত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিহারের নায়েব-নাজিম সীতাব রায় এবং কাশীর রাজার সাহায্যে মীর কাসিমের গতিবিধির সকল সংবাদ পাইতে লাগিলেন। পাটনা-হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্য নবাবকে সশরীরে ধৃত করিবার এই আগ্রহ। মীর কাসিমকে ধরিয়া দিতে পারিলে, এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া ইংরেজরা ঘোষণা করিলেন।

মীর কাসিমের সকল চেষ্টা একে একে ব্যর্থ হইল। নিজাম এবং আহমদ শাহ্ আবদালীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াও কোন ফল হইল না। শেষ উপায়-স্বরূপ তিনি দিল্লীযাত্রা করিলেন। মনে মনে আশা ছিল, মোগল-সম্রাট্ হয়ত তাঁহাকে সাহায্য করিবেন।

মীর কাসিম দিল্লী শহরের বাহিরে বাসা লইয়া মোগল-বাদশা দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সহিত সাক্ষাৎ আলাপের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভূতপূর্ব্ব বাংলার নবাবকে ইংরেজদের হাতে ধরাইয়া দিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইতে প্রস্তুত—এরূপ লোকের অভাব বাদশার দরবারে ছিল না। বাদশার ছোট মন্ত্রী মাজদ্-উদ্দৌলা, উত্তর-ভারতের ব্রিটিশ সেনাপতি লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল কামিংস্-এর সহিত গুপ্তভাবে এই উদ্দেশ্যে পত্রালাপ করিতে লাগিলেন। প্রধান সেনাপতি জেনারেল ক্যাভারিং কামিংস্-এর নিকট লিখিত দিল্লীর উজীরের নিম্নলিখিত পত্রখানি কলিকাতার বোর্ডে উপস্থিত করিলেন। ইহাতে উজীর মীর কাসিমকে ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করিতে চাহিতেছেন।—

"বন্ধু, আপনি হয়ত লোকমুখে শুনিয়া থাকিবেন, কাসিম আলী খাঁ [মীর কাসিম] বাদশাকে শ্রদ্ধানিবেদন জানাইতে এবং তাঁহার নিকট

দরবার করিতে মনস্থ করিয়া এখানে আসিয়াছে। ইংরেজরা তাহার উপর সন্তুষ্ট নয় জানিয়া আমি আর তাহাকে দরবারে হাজির হইতে দিই নাই। নগরের বহির্ভাগে সে কষ্টে কালযাপন করিতেছে। আমি নবাব আসফ-উদ্দৌলাকে বার-বার লিখিয়াছি, সর্দ্দারগণ সমভিব্যাহারে তিনি যখন সম্রাটের নিকট আসিতেছেন, তখন কাসিম আলী সম্বন্ধে যেরূপ করিলে ইংরেজ-প্রধানগণ সন্তুষ্ট হন, তাহাই করা হইবে। সম্রাট্ আরও বলিয়াছেন, 'যখন আমরা এলাহাবাদে থাকিতাম, তখন ইংরেজ-প্রধানগণ আমাদের কাছে এই আবেদন করেন যে, কাসিম আলী খাঁ যদি আমাদের হাতের মধ্যে আসে, তাহা হইলে আমরা যেন তাহাকে আয়ত্তে রাখি।' সম্রাটের নিষেধ-আদেশ বার-বার তাহাকে 'রুক্কা' দ্বারা অবগত করানো হইয়াছে। সেই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এবং সম্রাটের আদেশ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে এখানে উপস্থিত হইয়াছে...।"*

এই প্রস্তাব তৎকালীন ভারতীয় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট লোভনীয় বোধ হইল। তাঁহারা লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল কামিংস্‌কে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বলিলেন এবং তাঁহাকে ইহাও জানাইতে আদেশ করিলেন (৩ জানুয়ারি ১৭৭৬) যে, এইরূপ ব্যবহার বাদশার ন্যায়বিচারের পরিচায়ক এবং কোম্পানীর উপর সম্রাটের এইরূপ অনুগ্রহ ব্রিটিশ জাতির উপর তাঁহার শ্রদ্ধার নিদর্শন। কামিংস্ যদি মীর কাসিমকে ধৃত করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি যেন বোর্ডের নিকট অন্য আদেশ না-পাওয়া পর্য্যন্ত পাটনা-হত্যাকাণ্ডের নায়ককে বিশেষ সুরক্ষিতভাবে বন্দী করিয়া রাখেন।

যাহা হউক, মীর কাসিম যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। তদ্ব্যতীত ইংরেজ-সেনাপতিকে লিখিত বাদশার মন্ত্রীর কয়েকখানি চিঠি ইতিপূর্ব্বে তাঁহার লোকেরা হস্তগত করিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার সন্দেহ বাড়িল এবং তিনি আরও সতর্ক হইলেন।

* *Secret Proceedings 3rd January 1776.*

কর্তৃপক্ষের সম্মতি পাইয়া লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল কামিংস্ মীর কাসিমকে বন্দী করিবার বিষয়ে সুপ্রিম কৌন্সিলকে এইরূপ লিখিলেন—

"আমি আপনাদের ৩রা তারিখের পত্র পাইয়াছি। মাননীয় বোর্ডের কাছে এ কথা বোধ হয় বিশেষ করিয়া খুলিয়া বলিতে হইবে না যে, একজন ভারতীয় সভাসদের বন্ধুত্বের অঙ্গীকারের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করা যায় না। মাজদ্-উদ্দৌলা যে-সময় চিঠি লিখিয়াছিলেন, সে-সময় কাসিম আলীকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিবার আন্তরিক ইচ্ছা তাঁহার ছিল কি-না, সে-বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। আরও, এ-বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা আছে ধরিয়া লইলেও মাজদ্-উদ্দৌলার পত্রের আবরণের মধ্যে সম্রাটের যে পত্র পাইয়াছি, তাহা মামুলি প্রশংসাপত্র মাত্র, তাহাতে ইংরেজ সরকারের প্রতি বন্ধুত্বস্বীকার এবং তাঁহাদের মঙ্গলের উপর সম্রাটের যে দৃষ্টি আছে, তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। যাহা হউক, ইহা আমি অসম্ভব মনে করি না যে, মাজদ্-উদ্দৌলা মীর কাসিমকে সরাইতে চেষ্টা করিবেন, কেন না, সে দিল্লীতে ষড়্‌যন্ত্র এবং দরবারে স্থান-সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে, এবং মীর কাসিম যদি সেখানে একবার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, তাহা হইলে কার্য্যদক্ষতা-গুণে সে মাজদ্-উদ্দৌলার ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবে। মন্ত্রীর নিজের অবস্থা এখন অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন; নজফ খাঁর সহিত তাঁহার যথেষ্ট মনোমালিন্য চলিতেছে। নজফ খাঁ যখন জাঠদের বিরুদ্ধে অভিযান শেষ করিয়া দিল্লীতে ফিরিবেন, তখন মাজদ্-উদ্দৌলার ভয়ের কারণ আছে। ভাগ্যের পরিবর্ত্তনে মাজদ্-উদ্দৌলা নিঃসন্দেহে একজন আশ্রয়দাতা লাভ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিবেন। তিনি ইহা বেশ বোঝেন যে, ইংরেজ সরকার ছাড়া তিনি আর-কোন আশ্রয়দাতা পাইতে পারেন না, এবং ইহা লাভ করিবার জন্য তিনি যে অনেক দূর অগ্রসর হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, আর বাদশার উপর তাঁহার প্রভাব অসীম। যাহা

হউক, আমি ইহা মোটেই ভাবিতে পারি না যে, সম্রাট্ কখনও সোজাসুজি কাসিম আলীকে আমাদের হাতে সমর্পণ করিবেন। কিন্তু যদি এ বিষয়ে মাজদ্-উদ্দৌলার আন্তরিক সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে কাসিমকে ধরিয়া বন্দী করিয়া লইয়া যাওয়ার বিষয়ে সম্রাট্ আপত্তি না করিতে পারেন। আপাতদৃষ্টিতে ইহা অত্যন্ত অসম্ভব প্রস্তাব মনে হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়, এরূপ অবস্থায় উহা করা সম্ভব। কিন্তু ইহাতে যথেষ্ট কৌশল এবং অত্যন্ত গোপনতার প্রয়োজন। আমি এ-বিষয়ে মাজদ্-উদ্দৌলাকে লিখিতে ভয় পাই, কারণ আমার সহিত তাঁহার পত্রালাপে কাসিম আলীর মনে সন্দেহ জাগিয়াছে; মাজদ্-উদ্দৌলার শেষ যে পত্র আমি পাইয়াছি, তাহা কাসিম আলীর লোকেদের হাতে পড়িয়াছিল। নবাব মাজদ্-উদ্দৌলার একখানি চিঠি আমার হরকরা আনিয়া দিল, সেখানি খোলা এবং কাসিম আলী তাহা পাঠ করিয়াছে; সম্রাটের পত্রখানি উন্মুক্ত করা হয় নাই। সৌভাগ্যক্রমে যে চিঠিখানি তাহার হাতে পড়িয়াছিল, তাহাতে বিশেষ কাজের কথা বা কাসিমের নামের উল্লেখও ছিল না। কিন্তু তাহার মনে যে সন্দেহের উদয় হইয়াছে, ইহাই তাহার বিশেষ প্রমাণ। এই কারণে, যখন সম্রাট্কে এ-বিষয়ের এক বিবরণ লিখি এবং সেই সঙ্গে জানাই যে, আমি এ প্রদেশ শীঘ্রই ত্যাগ করিয়া যাইব, তখন হইতেই আমি পত্রালাপ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইয়াছি।

তিন হাজার লোক কাসিম আলীর সঙ্গ ধরিয়া আছে। যদি মাননীয় বোর্ড প্রয়োজন মনে করেন এবং তাহাকে বন্দী করিবার জন্য আমরা মাজদ্-উদ্দৌলার সম্মতি পাই, তাহা হইলে এই তিন হাজার লোক তাহাকে ধরিবার পক্ষে কোন বাধা বলিয়া মনে করি না।" (১৫ জানুয়ারি ১৭৭৬) *

---

* Letter from Lieut.-Col. J. Cummings, dated 15th January 1776.—*Secret Proceedings, 1st February* 1776, pp. 341-45.

উপরিলিখিত পত্র লিখিবার তিন-চারি দিন পরে কামিংস্ মীর কাসিম সম্বন্ধে দিল্লীশ্বরকে একখানি আর্জী এবং তাঁহার মন্ত্রী মাজদ্-উদ্দৌলাকে এক পত্র পাঠাইলেন। এই পত্রে মন্ত্রীকে জানাইলেন যে, তিনি যদি কোনপ্রকারে কাসিম আলীকে ধরাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে ইংরেজরা তাঁহার নিকট চিরবাধিত থাকিবেন, এবং এ উপকারের প্রতিদান দিতে তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইবেন না। কিন্তু কাসিম আলীকে আয়ত্তের মধ্যে আনা একটু কঠিন কাজ। চতুর ইংরেজ সেনাপতি বেশ বুঝিতেন যে, তাহাকে বন্দী করিবার একমাত্র উপায়,—বাদশার নিকট পদ মান খ্যাতি লাভের প্রলোভন দেখাইয়া দিল্লী-দরবারে লইয়া যাওয়া। কিন্তু ইংরেজরা শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, মাজদ্-উদ্দৌলার প্রস্তাবে কোন আন্তরিকতা নাই, ইহা রসিকতা মাত্র! * দিল্লীর বাদশা তাঁহার পুরাতন মিত্র ও স্বধর্ম্মীকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরেজদের হাতে ধরাইয়া দিতে নিতান্ত নারাজ ছিলেন,—যদিও এরূপ কাজের বিলক্ষণ পুরস্কার ছিল। আবার অন্য দিকে ইংরেজের শত্রুকে আশ্রয় দিবার সাহস দরিদ্র সম্রাটের নাই, পাছে তাহারা সেই অজুহাতে তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেয়।

অদৃষ্ট কাসিম আলীর বিরুদ্ধে। তাঁহার অনুচরেরা একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল এবং সম্রাটের সহিত গোপনে সাক্ষাতের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইয়া উঠিল। অন্যেরা তাঁহার উপর যে দোষারোপ করিয়াছে, তাহা ক্ষালন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি অবশেষে গবর্ণর-

---

* "By advices from Colonel Cummings subsequent to the date of our last letter, we have reason to think there was no sincerity in the offer of His Majesty's Minister to deliver up Qasim Ali Khan, but that he wrote to Colonel Cummings merely to amuse him."—*General Secret Letter from Bengal to the Company*, dated 26 March 1776, para 35. (India Office Records).

জেনারেলের ন্যায়বিচারের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার নিকট আবেদন জানাইতে সঙ্কল্প করিলেন। হয়ত ইংরেজের মনোভাব বোঝা এইরূপ পত্র-লেখার উদ্দেশ্য। বেলগ্রামে অবস্থিত ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল ষ্টিবার্ট মীর কাসিমের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্র পাইলেন; পত্রখানির উপর ঠিকানা এইরূপ ছিল:—"জেনারেল স্মিথ, জলাল্-উদ্দীন জং রোশন্-উদ্দৌলা বাহাদুর।"—

"আপনার সহিত সাক্ষাৎ আলাপের আনন্দ উপভোগ করিবার আমার যে কিরূপ আন্তরিক ইচ্ছা, ভাষা তাহা ব্যক্ত করিতে অক্ষম। অতএব আমি তাহার চেষ্টা না করিয়া এই পত্র লেখার প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিব। যখন আমি প্রথম শুনিলাম যে, সমগ্র হিন্দুস্থানের শাসন বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে আপনি এবং ইংলণ্ডেশ্বরের নিযুক্ত অন্যান্য সর্দ্দার ও ভদ্রলোকেরা এখানে আসিবার অভিপ্রায়ে জাহাজে চড়িয়াছেন (এবং তদবধি আপনাদের উপস্থিতির দ্বারা পৃথিবীর এ অংশকে আপনারা উজ্জ্বল করিয়াছেন) সেই সংবাদ তখন আমার অত্যন্ত আনন্দে উদ্বুদ্ধ করিল। অন্তর্যামী সাক্ষী, যেখানেই থাকি না কেন, আমি সর্ব্বদাই ইংরেজ ও তাঁহাদের কৌন্সিলের বিজ্ঞতার এবং তাঁহাদের ন্যায়নিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের প্রশংসা করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইংরেজদের চরিত্রমূলে যে ন্যায় এবং বিচারবুদ্ধি নিহিত আছে, তাহা তাঁহাদিগকে সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে দিবে না। আমার রাজ্যশাসনের দুরাশা নাই। আমার একান্ত অভিলাষ এই, আমার শত্রুগণের রটনায় ইংরেজদের বক্ষে যে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, ন্যায়ের সলিলে তাহা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হউক। আমি তাঁহাদের বন্ধু ও আন্তরিকভাবে হিতৈষী, আমার সহিত তাঁহাদের পত্রালাপের সম্বন্ধ পুনঃস্থাপিত হউক। যদি আপনি আমার প্রতি এই অনুগ্রহটুকু প্রকাশ করেন (আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী আমি আমার জন্মভূমি এবং শতবর্ষের পরিবারিক আবাস

ত্যাগ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ সঙ্গিহীনভাবে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছি), যাহাতে সমস্ত ব্যাপারটি খোলাখুলি ন্যায়ানুমত অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত হইতে পারে, এবং তাহাতে যদি আমার বিরুদ্ধে এতটুকু অপরাধ প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে—মনে করিবেন না যে, ইহা অসাধারণ অত্যুক্তি —বন্ধুদের সন্তোষবিধানের জন্য আমার মাথা খোয়াইতে রাজী আছি। হৃদয়ের মহত্ত্ববশত আপনি যদি আমার সম্পর্কিত ব্যাপারের দোষগুণ সম্বন্ধে কঠোর অনুসন্ধান দ্বারা আমাকে বাধিত করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল বিষয়ের খুঁটিনাটি জানাইয়া একজন লোককে আপনার নিকট পাঠাইব। বন্ধু, আপনার সাংসারিক বিষয়ে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা আছে ; আপনি সকল জিনিষটা বিজ্ঞতার তুলাদণ্ডে পরিমাপ করিবেন, এবং এমন সার্থক চেষ্টা করিবেন, যাহাতে আমি ন্যায়বিচার পাই। ভগবানের আশীর্ব্বাদে, এবার আমার উপর ন্যস্ত কর্ত্তব্য-ভার সম্পাদনে নিশ্চেষ্ট থাকিব না এবং ইংরেজদের স্বার্থরক্ষা বিষয়ে এমন যত্নবান্ হইব, যাহাতে তাঁহাদের নিশ্চয় বিশেষ আর্থিক সুবিধা ঘটিবে। আর কি লিখিব ?" *

কর্ণেল ষ্টিবার্ট নিজে এই চিঠির জবাব দিলেন না, বিবেচনার জন্য কলিকাতায় বোর্ডের কাছে পত্রখানি পাঠাইলেন (৬ই মার্চ)।

১৭৭৬, ৮ই জুন ওয়ারেণ হেষ্টিংস মীর কাসিমের নিকট হইতে এক দীর্ঘ পত্র পাইলেন। এই পত্রে হেষ্টিংস গভর্ণর-জেনারেল হওয়ায় মীর কাসিম তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইলেন, এবং এখন সুবিচার পাইতে পারেন বলিয়া আশা প্রকাশ করিলেন। †

---

* Letter from Nawab Ali Jan (Qasim Ali Khan) to Col. Stibbert, Camp near Belgram.—*Secret Proceedings, 2nd May* 1776, pp. 1558 60, also p, 1544.

† *Eng. Abstracts of Persian Letters Received* 1776.

একদা লক্ষ লক্ষ প্রজার প্রভু মীর কাসিম যে কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহা একজন সমসাময়িক সাহেবের পত্রে বর্ণিত হইয়াছে,—

"কাসিম আলী খাঁ নানা বিপদের মধ্য দিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিয়া অবশেষে পালোয়ালে বাস করিতেছে। পালোয়াল এখান হইতে বিশ ক্রোশ দূরে, আগ্রা হইতে দিল্লীর পথে অবস্থিত। সেখানে দুইটি জীর্ণ প্রাচীর-ঘেরা এক ছিন্ন তাঁবুর মধ্যে জনপঞ্চাশ অনুচর সহ কাসিম আলী অতি দুর্ভাগ্য জীবন যাপন করিতেছে। পাছে চোর-ডাকাত অর্থলোভে তাহাকে আক্রমণ করে, এই জন্য বাহিরে দরিদ্র এবং দুর্দ্দশাগ্রস্তরূপে প্রতীয়মান হইবার তাহার যথেষ্ট চেষ্টা। আমার বিশ্বাস, গোপনে সে নজফ খাঁর নিকট হইতে সামান্য কিছু বৃত্তি পায়। তদ্দ্বারা, এবং মাঝে মাঝে নিজের কিছু কিছু জিনিসপত্র বেচিয়া সে জীবিকানির্ব্বাহ করে। তাহার কতকটা সময় নিজের খানা তৈয়ারী করিতে (এ কাজে সে অন্য কাহাকেও বিশ্বাস করে না) এবং চিঠিপত্র লিখিতে কাটিয়া যায়; অবশিষ্ট সময় সে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনায় ব্যয় করে। নক্ষত্রের অবস্থান দেখিয়া সে নিজের কার্য্য নিয়মিত করে এবং তাহার স্থির বিশ্বাস, নক্ষত্রের প্রভাব এবং তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভের দ্বারা কোন-না-কোন দিন বিক্রমে এবং গৌরবে সে বাংলা অথবা দিল্লীর—যেখানকার হোক না কেন—মসনদে আরোহণ করিতে পারিবে। সেই মধুর আশায় সে থাকুক। ইহা অসম্ভব নয়, অবিলম্বে কেহ-না-কেহ হয়ত তাহার সম্পত্তি লুণ্ঠনের অভিপ্রায়ে তাহাকে এ জগৎ হইতে অপসারিত করিবে। সহোদর, কিংবা সম্পর্কে তাহার ভ্রাতা বু আলী খাঁ এখানে রহিয়াছে; অন্য কিছুর জন্য না-হোক, এ পর্য্যন্ত আমি এতটা উদাসীনের ভাব রাখিয়াছি যে, আমার বিশ্বাস, সে পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে সন্দেহ করে না।" *

---

* Letter from Major Polier at Delhi, to Colonel Ironside at

সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সাক্ষাৎলাভের জন্য মীর কাসিম আর একবার চেষ্টা করিলেন; তিনি বাদশাকে এই মর্ম্মে নিবেদনপত্র পাঠাইলেন :—

"রাজসিংহাসনের সম্মুখে নিজেকে উপস্থাপিত করিবার আন্তরিক প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছে। আশ্রিত কয়েক জন অনুচরের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজদের সঙ্গে তাহার যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হইয়াছে, সে কারণে দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। আজ দ্বাদশ বর্ষ সে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত, এবং আশ্রয় অনুসন্ধানকালে নবাব শুজা-উদ্দৌলার প্ররোচনায় নিজের বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যদের দ্বারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। রাজদরবারে কোন কর্ম্ম তাহাকে দেওয়া হউক, ইহাই প্রার্থনা করে।" (আগষ্ট ১৭৭৬)

দিল্লীর সম্রা ট্ এবং অযোধ্যার নবাব-প্রমুখ স্বধর্ম্মিগণের এবং তাঁহার নিজের লোকজনের সাহায্যের উপর মীর কাসিম বড় বেশী নির্ভর করিয়াছিলেন। বিপদে কেহই সাহায্য করিল না দেখিয়া তাঁহার বুক ভাঙিয়া গেল। এইরূপ অবস্থায় প ড়য়া মীর কাসিম পুনরায় ইংরেজদের বন্ধুত্ব লাভ করিতে ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু সে-চেষ্টা বৃথা।

জন্মভূমি হইতে দূর-বিদেশে নির্ব্বাসিত—দুর্ব্বহ জীবনভারে পীড়িত মীর কাসিম এখন সকল জ্বালা-যন্ত্রণাহারী মৃত্যুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। রক্ত-মাংসের দেহে আর কত সয়? কিছু দিন হইতে তিনি উদরী রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন—এই কালব্যাধি তাঁহাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে অগ্রসর করিয়া দিল। ১৭৭৭ সালের ৭ই জুন তারিখে

Belgram, dated 22 May 1776.—*Asiatic Annual Register*, 1800, Mis. Tracts, pp. 34-36.

শাহ্জহানাবাদে (দিল্লীতে) তাঁহার আত্মা জীর্ণ দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিল। *

অযোধ্যাপতি নবাব আসফ-উদ্দৌলার দরবারে অবস্থিত ইংরেজ রেসিডেন্টের এক পত্রে তাঁহার মৃত্যুর উল্লেখ আছে :—

"এই মাত্র দিল্লী-দরবার হইতে প্রেরিত এক সংবাদে জানিতে পারিলাম, সুবা বাংলার ভূতপূর্ব্ব নবাব কাসিম আলী খাঁ কয়েক মাস রোগভোগের পর ৭ই তারিখে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।" †

কর্ণেল আয়ারনসাইডকে লিখিত মেজর পোলিয়ারের পত্র হইতেও মীর কাসিমের মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায় :—

"অবশেষে কাসিম আলি খাঁ দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার সমাধি-কার্য্যও শেষ হইয়াছে। ২৯এ চান্দ্র রবি-উস্-সানি, অর্থাৎ ১৭৭৭, ৬ই জুন দিল্লীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। দারুণ দুরবস্থায় তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে; শোনা যায়, শবাস্তরণ ক্রয় করিতে কাসিমের শেষ শালখানি বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। সংবাদ পাইবা মাত্র সম্রাটের অনুচরেরা তাঁহার পালিত পশু ও অস্থাবর সম্পত্তি লুণ্ঠন, এবং পুরমহিলা ও শিশুগণকে

---

* "Mirza Ghulam Uraiz Jafari, Muhammad Baqiru'l Husaini and others [sons of Mir Qasim] to Mons. Chevalier.—Having heard of his benevolent disposition from their father, the late Nawab Mir Muhammad Qasim Ali Khan, they venture to write the following few lines for his kind consideration. The Nawab died of dropsy at Shahjahanabad on 30 Rabi II, 1191 A. H. (7 June 1777) and left no provision for their support..." Dated Gohad, 5 July 1778.—*Calendar of Persian Correspondence*, Vol. V. (1776-80), Letter No. 1273, p. 254.

† Letter from Nath. Middleton, to the Governor-General and Council, dated Lucknow, 11 June 1777.—*Secret Proceedings* 30 *June* 1777, pp. 1036-37.

বন্দী করে। যাহা হউক, নজফ খাঁর মধ্যস্থতায় সব জিনিষই পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হয়। নজফ খাঁর আশ্রয়ে তাঁহার দুই শিশু সন্তান এখানকার শিবিরে আসিয়াছে।" *

বাংলায় মুসলমান-রাজত্বের শেষ তেজীয়ান্ পুরুষ অন্তর্দ্ধান করিলেন। প্রজার স্বার্থ রক্ষা করিতে আত্ম-সুখের প্রতি যিনি দৃষ্টিপাত মাত্র করেন নাই, সেই প্রজা-হিতৈষী নবাব সুদূর প্রবাসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। স্বদেশের শিল্পবাণিজ্য সংরক্ষণ করিয়া রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি দেশীয় বণিক্‌গণকে প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে বিদেশী ব্যবসায়ীর তুল্য অধিকার দিবার মানসে সকলেরই শুল্ক উঠাইয়া দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। প্রজার মঙ্গল কামনা করিতে গিয়া অবশেষে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মীর কাসিম রাজ্য ধন মান—সকলই হারাইয়া পথের ভিখারী সাজিলেন। অদৃষ্ট অন্তিম কালেও তাঁহার প্রতি ক্রূর পরিহাস করিল। শেষ অঙ্গাবরণ-খানি বিক্রয় করিয়া তাঁহার শবাস্তরণ ক্রয় করা হইল। †

---

* *Asiatic Annual Register*, 1800, Mis. Tracts, p. 36.

† ১৩৩৮ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' হইতে পুনর্মুদ্রিত।